PAPER IV

পর্যায় — ১

একক ১ ❑ ইতিহাসের সংজ্ঞা ও পরিধি

গঠন ঃ

১.১ ৭প্রস্তাবনা

১.২ ইতিহাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা

১.৩ নিদর্শন, উৎস ও ইতিহাস

১.৪ ইতিহাস-রাচনার পদ্ধতি হিসাবে ব্যাখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনা

১.৫ জাতীয় এবং বিরোধী ইতিহাস

১.৬ বিশেষীকরণের উদ্ভব—অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস

১.৭ ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

১.৮ উপসংহার

১.৯ অনুশীলনী

১.১০ আকর গ্রন্থসূচী

১.১ প্রস্তাবনা

এই এককের ল(্য হল ইতিহাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা, প্রয়োগ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সাধারণ দর্শন ও অন্যান্য সমবিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রসঙ্গে ছাত্রদের কাছে এক প্রাঞ্জল বিবরণ উপস্থাপিত করা। আলোচনার মূল বিষয় অবশ্যই ইতিহাসের নির্মাণ, বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মান।

১.২ ইতিহাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা

বিষয় হিসাবে ইতিহাস এই পৃথিবীর মতই প্রাচীন। সাধারণভাবে ইতিহাস শব্দটির দুটি অর্থ প্রচলিত আছে। অতীতে যা ঘটেছিল এবং আমাদের সমষ্টিগত স্মৃতি ও ইতিহাসবিদ্দের রচনাতে অতীত কীভাবে দেখা দেয়— ইতিহাস বলতে আমরা দুটিকেই বুঝি। ইতিহাস রচনা এক প্রাচীন ও সম্মানজনক পেশা। বিজ্ঞানের (ত্রে না ঘটলেও শিল্পকলার মত ইতিহাস রচনাও প্রাচীন বি(্বে উৎকর্ষের একটা উল্লেখযোগ্য স্তরে পৌঁছতে স(ম হয়েছিল। ট্রাজেডি রচনায় সোফোক্লেসের মত ইতিহাস রচনায় থুকিদিদেসও চরম দ(তার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এখনও ইতিহাসের কোনও সুনির্দিষ্ট বা নিখুঁত সংজ্ঞাকে এত অযৌক্তি(ক প্রস্তাব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ণয় করার চিরাচরিত পদ্ধতি হল তার মূল উদ্দেশ্যগুলির উপর নজর দেওয়া, যাকে ইতিহাসের দর্শন বলা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে হ্যালিকারনেউসের প্রাচীন ইতিহাসবিদ ডায়োনিসাসকে উদ্ধৃত করা অসংগত হবে না "ইতিহাস হল (অতীতের) দৃষ্টান্তগুলি থেকে আহরণ করা এক দর্শন।" ইতিহাসবিদের ল(্য হল মানুষ, দেশ, জাতি, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীত, লোককথা, চিন্তাভাবনা—এইসব বিভ্রান্তিকর শৃঙ্খলাবিহীন সামাজিক রূপগুলিকে এক নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ও রূপান্তরের প্রক্রি(য়ার অঙ্গ হিসাবে তাঁর অনন্য, সজীব প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইতিহাস হল তার সম্পূর্ণতা ও বহুত্ব নিয়ে অতীতের মানবজীবন সম্পর্কে কোনও ব্যক্তি(বিশেষের কাহিনী (his or her story)—যা বলা হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মকে জ্ঞাত করার উদ্দেশ্যে।

ফ্রান্সিস বেকনের মতে, "ইতিহাস এমন এক বিষয় যা মানুষকে জ্ঞানী করে তোলে।" আবার ওয়াল্টার র‍্যালি বলেন যে, "সব ইতিহাসের ল(্য হল অতীতের প্রসার দৃষ্টান্তগুলির মাধ্যমে আমাদের শি(াদান করা, যা আমাদের ইচ্ছা ও কাজকর্মকে পরিচালনা করবে।" জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডরিক ভন (্‌-জেল ইতিহাসবিদ্‌দের "বিপরীতমুখী ভবিষ্যদবক্ত(া" ও ইতিহাসকে 'বিপরীতমুখী ভবিষ্যদবাণী' বলে অভিহিত করে বিষয়টিতে এক দার্শনিক মাত্রা যোগ করেন।

কোনও কোনও ইতিহাসবিদ ইতিহাসকে ধর্মীয় বিকাশের নিরিখে ব্যাখ্যা করেন। যেমন, লিব্‌নিজের কাছে ইতিহাস হল "ধর্মের প্রকৃত প্রকাশ।" প্রায় একই ধর্মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় লেকির কাছ থেকে, যাঁর মতে, "ইতিহাস হল নৈতিক বিপ্‌-বগুলির নথি ও ব্যাখ্যা" লিব্‌নিজের মত থেকে সরে গিয়ে লেকি অবশ্য ধর্মের ধারণাকে আচারসর্বস্বতা থেকে নৈতিকতার স্তরে রূপান্তরিত করেন, যা তাঁর মতে চিরকালীন ও বি(্বজনীন।

ঊনবিংশ শতকের বহু ইতিহাসবিদ্‌ ইতিহাস অধ্যয়নের (্‌ত্রে ব্যক্তি(পূজাকে নিয়ে আসেন। নিঃসন্দেহে ফরাসী বিপ্‌-বের ঘটনা এই ধারণাকে উৎসাহ দেয়। বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ টমাস কার্লাইল এই কারণে সহজেই বলতে পারেন যে, "পৃথিবীতে মানুষ যা সাফল্য অর্জন করেছে তার ইতিহাস আসলে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি(র ইতিহাস যাঁরা এখানে তাঁদের কাজ করেছেন। "আর ডব্লু এমারসনের বক্ত(ব্য আরও সং(প্ত, "মূলত ইতিহাস বলে কিছু নেই, আছে শুধু জীবনী।"

বিশ শতকের প্রথম দিকে গবেষণার বিষয় হিসাবে ইতিহাস দুটি প্র(্নর জন্ম দেয়। এই প্র(্নগুলির কেন্দ্রে থাকে দুটি বিষয়—আত্মগত ও বস্তুনিষ্ঠা চিন্তা। ইতিহাস হল অতীতের এক কাহিনী যা নির্মিত হয় আত্মগত বা ব্যক্তি(গত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, অর্থাৎ তৎকালীন ইতিহাসবিদ্‌দের বদ্ধমূল ধারণাগুলির প্রে(তে— এমন এক ধারণার জন্ম দেন বেনেডিটো ত্রে(াশ, যিনি সব ইতিহাসকেই "এক সমকালীন ইতিহাস" বলে অভিহিত করেন। এই ধারণাকে আরও প্রসারিত করে পরে কার্ল বেকার বলেন, "ইতিহাসবিদ্‌দের কাছে ইতিহাসের তথ্যের কোনও অস্তিত্ব থাকে না, যত(ণ না তিনি সেগুলিকে সৃষ্টি করেন।" মাইকেল ওকসটের মতে, "ইতিহাস হল ইতিহাসবিদের অভিজ্ঞতা, তা নির্মাণ করার একমাত্র উপায় হল ইতিহাস রচনা করা।" শেষে আর জি কলিঙউড বলেন, "ইতিহাস হল ইতিহাসবিদের মনে অতীতের অভিজ্ঞতার পুন(জ্জীবন ও পুনরাভিনয়।"

বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের প্রবক্ত(ারা কলিঙউডকে কঠোর সমালোচনার মুখে দাঁড় করান। এই গোষ্ঠীর সব থেকে শক্তি(শালী তাত্ত্বিক ই এইচ কার বলেন যে, ইতিহাসবিদের উচিত এক দ(উপস্থাপকের ভূমিকা পালন করা যিনি তাঁর বর্তমান পটভূমিতে অতীতের তথ্যগুলি সাজাতে স(ম। 'হোয়াট ইজ হিস্ট্রি' নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে কার এই বিষয়টিকে "ইতিহাসবিদ ও তাঁর তথ্যগুলির নিরবচ্ছিন্ন আন্তঃক্রি(য়া এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক অন্তহীন আলাপচারিতা" হিসাবে বর্ণনা করেন।

মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরা অবশ্য ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার এই আদর্শ অবস্থানকে অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, শ্রেণী-সংগঠিত মানুষেরা যেহেতু ইতিহাসকে সুকৌশলে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যেতে পারে

এবং ইতিহাসবিদও যেহেতু কোনও একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত(, সেহেতু খাঁটি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা কখনওই সম্ভব নয়। সুতরাং মার্কসবাদীরা ইতিহাসকে এক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেন। তাঁরা সমাজের পরিকাঠামোগত বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলিকে বি(-ষণ করেন এবং তার পরিণামে উপরিকাঠামোগত ও রাজনৈতিক রূপান্তরের দিকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিণামবাদ এর পরিধিকে সংকুচিত করে ফেলে। নিম্নবর্গের মানুষ সংত্র(ান্ত ইতিহাসবিদরা এই অর্থনৈতিক পরিণামবাদকে কিছুটা সংশোধন করতে পারলেও তাঁদের নিজেদের পরিণামবাদের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

বিশ শতকের শেষ দিকে উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা ইতিহাসের ধারণাকে এক সম্পূর্ণ নতুন দিকে ঘুরিয়ে দেন। তাঁদের মতে, উচ্চস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তি(, গু(ত্বপূর্ণ স্থান এবং ঘটনার সমাহারের যে বিশৃঙ্খল কাহিনীকে আমরা ইতিহাস বলি— তার যথেষ্ট যুক্তি(আছে। ব্যক্তি(, দেশ, জাতি, গোষ্ঠী সকলেরই অতীত ও বর্তমানের কিছু অভিজ্ঞতা ও কাহিনী বলার থাকে। এই অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নয়, তা এমন কী আঞ্চলিক ও স্থানীয় (ে ত্রে সংস্কৃতি, রীতিনীতি, পরিবেশ সংত্র(ান্ত হওয়াও সম্ভব। অর্থাৎ ইতিহাসবিদরা হলেন কুশলী কাহিনীকার, জেমস্ ও কনোরের মতে যাঁরা ''বিভিন্ন আখ্যানশৈলীর অনুসন্ধান করেন এবং মানুষদের ও ঘটনাবলীকে বিশেষ একটি শৈলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাজিয়ে তোলেন। মার্কসের কাছে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক প্রহসন মাত্র। কিন্তু ফরাসী উচ্চ শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি বিজয় ও ট্রাজেডির প্রতীক। কম্যুনিস্ট-বিরোধী ইতিহাসবিদদের চোখে ঠাণ্ডা যুদ্ধ হল শুভ ও অশুভের যুদ্ধ। আবার ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে তা দুই সাম্রাজ্যের যুদ্ধ।

হেডেন হোয়াইটের প্রবন্ধগ্রন্থ 'দি কনটেন্ট অফ দি ফর্ম' এক গু(ত্বপূর্ণ উত্তর আধুনিক রচনা। হোয়াইট মনে করেন যে, ইতিহাসবিদ তাঁর আখ্যানশৈলী নির্বাচন করা মাত্র বিষয় ও তাদের ত্র(মিক বিন্যাস নির্ধারিত হয়ে যায়। কোন বাস্তব ঘটনা বেশী গু(ত্ব পাবে ও কোনটি পাবে না— এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আখ্যানশৈলী যথেষ্ট সহায়ক হয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত(মতাদর্শের ফলে বাস্তব ঘটনার ধারণাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই প্রকাশভঙ্গির কোনও সংজ্ঞাও দেওয়া হয়নি বা সমস্যাগুলিও নির্ধারণ করা হয়নি। এর ফলে ইতিহাস রচনার এক প্রধান সমস্যার দিক থেকে উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা চোখ সরিয়ে নিয়েছেন।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও, উত্তর-আধুনিকতাবাদ ব্যাখ্যা করেছে কেন প্রতিটি প্রজন্ম বা ঐতিহাসিক যুগ ইতিহাস পুনর্রচনা করে এবং কেন কোনও নির্দিষ্ট সময়ে ইতিহাসবিদরা অতীতের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। উত্তর আধুনিকতাবাদের যুক্তি(-এই যে, যুগের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের কাহিনীর পরিবর্তন ও প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী, যা নির্ভর করে কে এই কাহিনী রচনা করছেন তাঁর উপর। প্রকৃতপ(ে, ইতিহাস রচনা ও পুনর্রচনার মধ্যে মোটা দাগের এক যুক্তি(আছে, যা সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে উন্নয়নগত আলোচনাগুলির দিকে নজর দিলে বোঝা যায়।

১.৩ নিদর্শন, উৎস ও ইতিহাস

লিখিত ও কথিত শব্দ, ভূখণ্ডচিত্রের রূপ, শিল্পকর্ম, সৃজনশীল সাহিত্য, ললিতকলা এবং আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র—মানুষের অতীতের কাজকর্মের যে কোনও নিদর্শনকে ইতিহাসের এক মূল্যবান সূত্র বা উৎস মনে করা হয়। ইতিহাসের উৎস-উপাদানগুলি বৈচিত্র্যময়, যার প্রতিটিই দাবী করে এক বিশেষ দ(তা। আর এই কারণেই কলা ও সমাজবিজ্ঞানে ইতিহাস এক অনন্য স্থানের অধিকারী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র পরী(া, যে এলাকাতে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সেই স্থানটির গু(ত্ব নির্ণয় এবং প্রাপ্ত সামরিক বার্তাগুলি পরী(ার কাজ

সামরিক বিষয় সংত্র(ান্ত ইতিহাসবিদের প(ে ই করা সম্ভব। একই ভাবে ১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডে সংগঠিত সাধারণ ধর্মঘটের এক সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়ার জন্য প্রয়োজন সরকারি ও ট্রেড ইউনিয়নের নথি, সংবাদপত্র ও রেডিওতে প্রচারিত সংবাদ এবং এগুলির সঙ্গে এখনও যে সব ধর্মঘটকারী জীবিত আছেন, তাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলি পরী(া করা। আবার প্রাক্-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার ইতিহাসের পুর্ননির্মাণ নির্ভর করে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সংর(ণশালার সূত্রগুলি ছাড়াও ইউরোপীয় ও আরব পর্যটকদের সমকালীন পর্যবে(ণ ও প্রজন্মবাহিত মৌখিক ঐতিহ্যের উপর।

ইতিহাসের সূত্র বা উৎসগুলিকে মোটামুটি দু-ভাগে বিভক্ত(করা যায়— প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক। এই দুইয়ের মধ্যে তেমন স্পষ্ট কোনও বিভাজনরেখা নেই। প্রাথমিক বা মৌলিক সূত্র বললে বোঝায় যে ঘটনা বা চিন্তাধারার কথা বলা হচ্ছে, তার সমসাময়িক নিদর্শন। কিন্তু এই সমসাময়িক শব্দটির বিস্তৃতি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। ইতিহাসবিদরা সচরাচর সেইসব নিদর্শনগুলি পছন্দ করেন, যেগুলি স্থান ও কালের দিক থেকে সং(-ষ্ট ঘটনাগুলির সব থেকে নিকটবর্তী। অবশ্য ঘটনাবলী থেকে বহু দূরে অবস্থিত সূত্রগুলিরও নিজস্ব তাৎপর্য আছে। যেমন, ফরাসী বিপ্-বের ইতিহাস রচনার (ে ত্রে ওই বিপ্-বের ব্রিটিশ প্রতিত্রি(য়াও অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। অন্য দিকে, প্রাথমিক সূত্র বলতেই সম্পূর্ণ বি(্বস্ত বা প(পাতমুক্ত(কোনও সূত্র বোঝায় না। বহু প্রাথমিক সূত্র ত্রুটিপূর্ণ, বিভ্রান্তিপূর্ণ ও জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল হয় এবং তারা সচেতনভাবে মানুষকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করে। ইতিহাসবিদের দায়িত্ব হল সূত্রগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরী(া করে এই বিচ্যুতি বা বিকৃতিগুলি বর্জন করা। সূত্রগুলির উপরোক্ত(দুটি ভাগের প্রভেদ নির্ণয় করা আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন একই রচনাতে দু রকম সূত্রেরই সাহায্য নেওয়া হয়। বিশ শতকের ইংল্যান্ডের ইতিহাস রচনার জন্য মেকলের 'হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড' (১৮৪৮-৫৫) এক আনুষঙ্গিক সূত্র— কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করতে গেলে সেটি এক গু(ত্বপূর্ণ প্রাথমিক সূত্র।

মুদ্রিত প্রাথমিক সূত্রগুলির মধ্যে সব থেকে গু(ত্বপূর্ণ হল স্মৃতিকথা ও সংবাদ। বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ হল জনজীবনের সঙ্গে জড়িত কোনও ব্যক্তি(র ব্যক্তি(গত স্মৃতিচারণ, যা তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত(করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এমন সব তথ্য ও মতামত নথিবদ্ধ করা, যা সেই সময়ে প্রকাশ করা এক হঠকারী ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত হতে পারে। বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া গতানুগতিক রাজনৈতিক আত্মজীবনী পড়ার থেকে এই ধরণের স্মৃতিকথা পড়া অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাকর। এই ধাঁচের লেখার দুটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল 'Memoirs of Duc de Saint Simon', যা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের আমলের ভার্সাই (১৬৯৯-১৭২৩) সম্পর্কে এক চমৎকার ভিন্নমতাবলম্বী বা ব্যতিত্র(মী বিবরণ এবং 'Memoirs of Lord Harvey', দ্বিতীয় জর্জের রানী ক্যারোলিনের এই প্রিয়পাত্রের লেখা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের (১৭১৭-১৭৩৭) এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ।

সংবাদপত্র হল প্রকাশিত প্রাথমিক সূত্রগুলির মধ্যে আর একটি গু(ত্বপূর্ণ সূত্র। সংবাদপত্রের এক ত্রিমুখী মূল্য আছে। প্রথমত, তারা সেইসব রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধগুলি নথিবদ্ধ করে, যেগুলি সেই সময় প্রভাবশালী থাকে। দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্রগুলি দৈনন্দিন ঘটনাবলীর বিবরণ দেয়। এই (ে ত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন 'দি টাইমস' সংবাদপত্রের ডব্লু. এইচ. রাসেল, ত্রি(মিয়ার যুদ্ধ(ে ত্র থেকে পাঠানো (১৮৫৪-৫৬) যাঁর বিখ্যাত বার্তাগুলি ব্রিটিশ বাহিনীর বিশৃঙ্খল অবস্থার সা(্য দেয়। তৃতীয়ত, ধরাবাঁধা ছকের বাইরে বেরিয়ে সংবাদপত্র কখনও কখনও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়ে তার ফলাফল প্রকাশ করে। এই ধারার প্রবর্তক হলেন 'মর্নিং ত্র(নিকল' পত্রিকার হেনরি মেহিউ। ১৮৪৯ সালের কলেরা মহামারীর পরে লন্ডনের দরিদ্র মানুষদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি ধারাবাহিক নিবন্ধ রচনা করে চলেন। এই নিবন্ধগুলির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় তাঁর গ্রন্থ 'লন্ডন লেবার অ্যান্ড দি লন্ডন পুওর।'

১.৪ ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসাবে ব্যাখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইতিহাসবিদের দায়িত্ব হল অতীতের টিকে থাকা বস্তু ও বিভিন্ন স্মরণের তথ্যমূলক উৎস থেকে অতীতের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা। ইতিহাসবিদের পদ্ধতি দুটি নীতি অনুসরণ করে। প্রথমত, তিনি যে কোনও একটি বা একগুচ্ছ সূত্র গ্রহণ করেন, যা তাঁর আগ্রহের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় নীতিটি সমস্যাভিত্তিক। এ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন গঠন করা হয়, সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলিকে অনুসন্ধান করতে ইতিহাসবিদকে প্রণোদিত করে। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হল ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে সমালোচনা। কোনও নথি বা দলিলের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে হলে বাইরের সমালোচনা জরুরী। দ্বিতীয় ও আরও অন্তর্ভেদী পর্যায়টি হল ভিতর থেকে সমালোচনা, অর্থাৎ নথি বা দলিলের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা।

অভ্যন্তরীণ সমালোচনার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনেক বেশি বিতর্কিত এবং ঐতিহাসিক কল্পনা এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। মার্ক ব্লখ মধ্যযুগের ফরাসী গ্রামীণ সমাজকে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। ওই যুগের নথিপত্র প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির সাহায্যে কোনও স্পষ্ট সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব হয় না। একমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সে রকম চিত্র পাওয়া সম্ভব যখন কৃষি-অর্থনীতিবিদরা ফরাসী কৃষিজীবনের এক সুসম্বদ্ধ বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং সেই সময়ের নিখুঁত স্থানীয় মানচিত্র পাওয়াও সম্ভব ছিল। ব্লখ এই মতে অনড় ছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে পরিচিত কারও পক্ষে মধ্যযুগীয় তথ্যগুলির অর্থ উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ইতিহাসবিদের উচিত প্রাপ্ত তথ্যগুলি থেকে ঐতিহাসিক কল্পনার সাহায্যে পর্যায়ক্রমে পিছিয়ে যাওয়া, যাতে খণ্ডিত ও অসংলগ্ন সাক্ষ্য বা নিদর্শনগুলি থেকে অতীত যুগের এক চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হয়। মার্ক ব্লখের মতে, ''ইতিহাসবিদ্, বিশেষ ও কৃষি ইতিহাসবিদকে প্রতিনিয়ত নথির উপর নির্ভর করতে হয়— বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অতীতের গোপন তথ্যের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে তাঁকে পশ্চাদমুখী ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হয়।''

ঐতিহাসিক কল্পনার উপর নির্ভরশীল এই পশ্চাদমুখী পদ্ধতি ভারত ও আফ্রিকার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রায়শই প্রয়োগ করা হয়, কারণ ওই দুই স্থানে প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের তথ্যমূলক সূত্রগুলি অত্যন্ত নিম্ন মানের। তাঁর 'দি টিও কিংডম' গ্রন্থে জ্যান ভানসিনা ১৮৮০-র দশকের ইউরোপীয় পর্যটকদের পর্যবেক্ষণগুলি বুঝতে তাঁর নিজেরই ১৯৬০-এর দশকের নৃকুলবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহিরঙ্গন অনুসন্ধান কর্মের সাহায্য নেন, কারণ দেশজ সংস্কৃতিকে ঠিকভাবে অনুসন্ধান না করতে পারার ফলে ওই পর্যটকরা আফ্রিকার সমাজের যে চিত্র উপস্থাপিত করেছিলেন তা অনেকাংশে ত্রুটিপূর্ণ।

জন টস ইতিহাসবিদকে যথেষ্ট সঠিকভাবে গোয়েন্দাসুলভ মনোভাবসম্পন্ন এক যত্নশীল পর্যবেক্ষক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কোনও সূত্র ব্যবহার করার আগে তাঁকে জালিয়াতি ও বিকৃতির বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। প্রতিটি সাক্ষ্য বা নিদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁকে কেন, কী এবং কীভাবে—এই তিনটি প্রশ্ন করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন সূত্রগুলিকে একে অপরের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। ই পি টম্পসনের ভাষায়, ''এক মনোযোগী অবিশ্বাসে প্রশিক্ষিত মনের সাহায্যে সাক্ষ্য বা নিদর্শনগুলি তদন্ত করে দেখা উচিত।''

১.৫ জাতীয় এবং বিরোধী ইতিহাস

জাতীয়তাবাদীরা চিরকাল ইতিহাসকে এক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে

আইরিশ প্রজাতন্ত্রের এক জাতীয়তাবাদী তাঁর ভাষনে বলেন ''দেশের অভিভাবকরা ও শি(করা কীভাবে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করবেন ও তাকে দেশের যুবসমাজের কাছে তুলে ধরবেন— এই বিষয়টির আমি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ বলে বি(াস করি। আমি মনে করি যে, ইতিহাসকে যদি এমনভাবে পড়ানো যায় যে তা বিভাজন ও ঘৃণার পরিবর্তে মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির জন্ম দেবে তাহলে আমাদের দেশ ও অন্যান্য সব দেশ উপকৃত হবে।''

বাস্তবিকই, জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে ইতিহাস এক শক্তি(শালী উপাদান। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় মহাদেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছয়। একই সময়ে শি(া ও গবেষণার (ে ত্রে ইতিহাস এক গু(ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ইতিহাস রচনা করে ইতালীয়, জার্মান ও (-াভদের মধ্যে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে জাতীয় পরিচয় বা সত্তার এক ধারণাকে টিকিয়ে রাখা হয়। সারা জীবন ধরে ইতিহাস রচনায় লিপ্ত থেকে ফ্রান্টিসেক পালাকি প্রায় একার চেষ্টায় চেকদের অতীত আবিষ্কার করতে স(ম হন। ১৮৭৬ সালে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁকে 'চেক জাতির জনক' আখ্যা দেওয়া হয় ও মানুষ গভীর শোকে নিমগ্ন হয়। জার্মানী ও ইতালীর মত নতুন জাতি-রাষ্ট্র, এমন কী ফ্রান্সের মত প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রেও জাতীয় ইতিহাস সংত্র(ান্ত গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে যে জনশি(ার বিকাশ হয়, তার পাঠত্র(মে জাতীয় ইতিহাসকে এক গু(ত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়।

এক প্রসারমান ও ত্র(মবর্ধমান নির্বাচকমণ্ডলীর প্রে(াপটে ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইতিহাস এক গু(ত্বপূর্ণ ঐক্যসাধনকারী উপাদানের ভূমিকা নেয়। ঊনবিংশ শতকের সন্ধি(ণে ব্রিটেনের রাজকীয় অতীতকে গু(ত্ব দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক বিজয় ও 'নিচু জাতির' উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে ব্রিটিশ মানুষদের কাছে এক বিরাট গৌরবময় সাফল্য হিসাবে তুলে ধরা হয়। আজও ইংরাজদের জাতীয় ইতিহাস অতীতের সেই অধ্যয়নগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করে, যখন প্রথম এলিজাবেথ, কনিষ্ঠ পিট এবং সবার উপরে উইনস্টন চার্চিলের মত নেতার অধীনে, বিশেষত যুদ্ধের সময়ে, সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করেছিল। ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময় এই ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দিয়েই মার্গারেট থ্যাচার তাঁর প(সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন।

স্বাধীনতার আগে মার্কিনীরা ব্রিটেনের ঐতিহাসকেই নিজেদের ইতিহাস মনে করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৭৭৬) পর এটা উপলব্ধি করা হয় যে, তেরোটি রাজ্যের মধ্যে এক জাতীয় সত্তা গড়ে তোলার জন্য এক স্বতন্ত্র মার্কিন অতীতের প্রয়োজন। ১৮২০-র দশকে ম্যাসাচুসেটসে প্রকাশিত স্কুলপাঠ্য গ্রন্থগুলিতে এই ল(্যে প্রথম চেষ্টা করা হয়। ১৮৫০-এর দশকের মধ্যে জর্জ ব্যানফটের মত ইতিহাসবিদদের রচনায় এই কাজ সম্পূর্ণ হয়।

ইউরোপ ও আমেকিার বাইরে, বিংশ শতাব্দীর ভারতেও ঐক্য ও জনসমর্থনের জন্য জাতীয়তাবাদীরা জাতীয় অতীতকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। রাণা প্রতাপ ও শিবাজীকে জাতীয় বীর হিসাবে তুলে ধরা হয়। স্বাধীনতার পর যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদার সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের রচনার মোকাবিলা করতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনাকে সংগঠিত করেন।

বর্তমানে আফ্রিকার দেশগুলিতে জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্য ইতিহাসবিদদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ঔপনিবেশিক আমলে আফ্রিকার মানুষ যে ইতিহাস অধ্যয়ন করতেন, তা ছিল প্রকৃতপ(শ্বেতাঙ্গ মানুষদের ইতিহাস। সেখানে আফ্রিকার মানুষদের সাফল্যকে স্থান দেওয়া হয়নি বা উপে(া করা হয়েছে। উল্টো দিকে স্বাধীনতার পরবর্তী আমলে নির্ভরশীলতা ও হীনমন্যতার ঔপনিবেশিক মনোভাব কাটিয়ে উঠতে ইতিহাস এক গু(ত্বপূর্ণ অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘানা ও জিম্বাবোয়ের মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য, ১৮৯৬ সালে রোডেশিয়াতে শ্বেতাঙ্গ দখলদারদের বি(দ্ধে বিদ্রোহ ও ১৯৫০ সালে জার্মান পূর্ব আফ্রিকাতে মাজি-মাজি বিদ্রোহের মত বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই ধরণের বড় মাপের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনা অবশ্য সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আঞ্চলিক ও স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিও আছে যারা জাতীয়তাবাদের এক অভিন্ন ছাঁচের বিরোধিতা করে নিজেদের পরিচয় সুর(ত রাখার জন্য তাদের অতীতের আশ্রয় নেয়। এই কারণেই রচিত হয় আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাস এবং জেলা, গ্রাম, উপজাতি ও তাদের সংস্কৃতির ইতিহাস। শ্রেণীভিত্তিক ইতিহাসও রচনা করা হয়। শ্রমের ইতিহাস রচনার ল(্য হল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও সমাজচেতনা বাড়িয়ে তোলা। ১৯৬০-এর দশকে ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্রী ইতিহাসবিদদের 'হিস্ট্রি ওয়ার্কশপ মুভমেন্ট' বা ইতিহাস কর্মশালা আন্দোলনে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ল(্য করা যায়।

এ (ে ত্রে নারী আন্দোলন এক অনন্য উদাহরণ। নারীবাদীরা মনে করেন যে, পু(ষ-শাসিত পৃথিবীতে সাফল্য লাভ করা প্রথম এলিজাবেথ এক ব্যতিত্র(মী দৃষ্টান্ত এবং তাঁদের মত নারীদের নিয়ে অধ্যয়ন কোনও কাজে আসে না। এর পরিবর্তে তাঁরা নারীদের উপর অর্থনৈতিক ও যৌন শোষণ সম্পর্কে গবেষণার উপর জোর দেন— যে বিষয়গুলি আজ পর্যন্ত 'ইতিহাস থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' এক মার্কিনী নারীবাদী ইতিহাসবিদ বলেছেন ''এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, বেশিরভাগ নারীই মনে করেন তাঁদের লিঙ্গের কোনও আকর্ষণীয় বা তাৎপর্যপূর্ণ অতীত নেই। অবশ্য অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির মতই নারীদের প(ও এক গোষ্ঠীগত পরিচয় বা সত্তার চেতনা ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। এই চেতনা অনিবার্যভাবে অতীত সম্পর্কে গড়ে ওঠা এক গোষ্ঠীচেতনা। এই চেতনা ছাড়া কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর সমষ্টিগত স্মৃতিভ্রংশ ঘটে যায়, যা তার উপর এক বাঁধা ধরা সন্দেহজনক ভাবমূর্তি আরোপ করে ও কোনটি ভাল বা কোনটি খারাপ— সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার পরিধিকে সীমিত করে।''

১.৫ বিশেষীকরণের উদ্ভব— অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস

মোটামুটিভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে আধুনিক ইতিহাস রচনার সূচনা রাজনৈতিক, আইনী ও সাংবিধানিক ইতিহাসের মাধ্যমে। এর পর ঊনবিংশ শতকের মধ্য থেকে শেষ পর্যায়ের মধ্যে আসে অর্থনৈতিক ইতিহাস। বিশ শতকের মাঝামাঝি শু(হয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা। বিশ শতকের শেষভাগে আসে পরিবেশগত ইতিহাস রচনার ধারা। ইতিহাস রচনার এই বংশতালিকা পুঁজিবাদের বিকাশের অনিবার্য ফলশ্রুতি। পাঁচটি পর্যায়ে ইতিহাসের ত্র(মবিকাশ বি(ে-ষণ করে এ কথা বিস্তারিতভাবে দেখানো যেতে পারে।

প্রথমত, অষ্টাদশ শতকে বিপ-ব ও সাংবিধানিক সংস্কারই ব্যক্তি(গত সম্পত্তি, সম্পত্তির অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা এবং আইনের চোখে সকলের আনুষ্ঠানিক (মতার কাঠামো গঠন করে। সেই সময় ইতিহাস আবর্তিত হত রাজনীতি, আইনী বৈধতা ও সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিকতাকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংস্কার ও বিপ-ব আংশিকভাবে যে শিল্প ও প্রযুক্তি(বিপ-বের সূচনা করে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে, তা জন্ম দেয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের সম্ভাবনার। এই ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত(হয় অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ও রূপান্তর এবং প্রতিযোগিতা, উপনিবেশবাদ ও অর্থব্যবস্থার বিকাশ। তৃতীয়ত, বিশ শতকে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক — এই দুই বিরোধী সমাজের বিকাশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনাকে প্রেরণা জোগায়। এই শাখায় সামাজিক সংগ্রামের উত্থান(শ্রমের প্রব্রজন ও বহুজাতিক সমাজের ত্র(মবিকাশ। চতুর্থত, পুঁজিবাদ-উত্তর রাষ্ট্রের দ্বারা শ্রমের অভিসন্ধিমূলক শোষণ লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, যা জন্ম দেয়

নারীবাদী চর্চার। পঞ্চমত, পরিবেশকে পুঁজিতে পরিণত করার প্রয়াস পরিবেশ র(ার জন্য সংগ্রামের সূচনা করে ও পরিবেশগত ইতিহাসের জন্ম হয়।

এইভাবে বিচার করলে, পরিবেশগত ইতিহাসকে পূর্বের সব ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি বলা যেতে পারে। কোনও প্রান্তিক বিষয় হওয়া দূরে থাক, পরিবেশগত ইতিহাস আজ ইতিহাস-রচনার কেন্দ্রে অবস্থান করছে বলা যায়। জে ডোনাল্ড হিউজস্ যেমন বলেছেন, ''যিনি ইতিহাসকে তার প্রসঙ্গের ভিতর স্থাপন করার ও তাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি পরিবেশগত ইতিহাসবিদ হতে বাধ্য।''

১.৬ ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে তার নিকটবর্তী শাখাগুলির পরিপ্রে(তে ইতিহাসের অবস্থান নির্ণয় করে আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনায় ইতি টানতে পারি। চিরাচরিতভাবে ইতিহাস মানবিকী বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত(হয়ে এসেছে। এর অর্ন্তনিহিত দর্শন এই যে, ব্যবহারিক উপযোগিতা যাই থাক না কেন, মানুষ যা ভেবেছে এবং করেছে তার এক অর্ন্তজাত মূল্য আছে যা দীর্ঘস্থায়ী। সাহিত্য ও কলা সমালোচকের মত ইতিহাসবিদও আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এক র(ক এবং সেই উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচিতি মানবজীবনের অবস্থা সম্পর্কে এক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করার (মতা রাখে। এইভাবে বিচার করলে, রিচার্ড কবের ভাষায় ইতিহাস হল ''এক সাংস্কৃতিক বিষয় যা নিজের অভ্যন্তরে নিজেকেই সমৃদ্ধ করে।''

এর বিপরীতে সমাজবিজ্ঞানের শাখাগুলি তাদের ব্যবহারিক নির্দেশগুলির উপর গু(ত্ব আরোপ করে। বৈজ্ঞানিকরা যেমন প্রাকৃতিক পৃথিবীকে জয় করার উপায় বাতলান, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকেরা তেমনই বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান তুলে ধরার জন্য অর্থনীতি ও সমাজকে বোঝার চেষ্টা করেন। অবশ্য অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব—এই দুটি বিষয়কেই ইতিহাসের ভ্রাতৃসুলভ বিষয় বলা যায়, যখন এক আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে অন্য আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে রূপান্তরকে সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক সম্পর্ক, জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস, প্রব্রজন, উৎপাদন ও ব্যবহারের বিচারে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে বস্তুগত বাস্তবের মাধ্যমে ভূগোল ইতিহাসকে ন্যায্যতা প্রদান করে। গ্রেকো-পার্সিয়ান যুদ্ধের বিষয়ে লিখতে গিয়ে হেরোডোটাস নীলনদের গতিপথের কথা উল্লেখ করেন। ফরাসী ইতিহাসবিদ Maichelet মনে করেন যে, ভৌগোলিক প্রসঙ্গ ছাড়া ইতিহাস নিছক এক ছোট বা বড় গল্প হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে, তৎকালীন রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সেই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা অর্থহীন হয়ে ওঠে। কারণ, রাজনৈতিক তত্ত্ব ছাড়া রাজনৈতিক ইতিহাস গল্প বা নাটকসুলভ হয়ে ওঠে। সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করলে, ''ইতিহাস হল শিকড় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল ফল।''

সমাজবিজ্ঞানের শাখাগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা মনে রেখে কোনও কোনও ইতিহাসবিদ তাঁর বিষয়ের সামাজিক প্রয়োগে বি(্বাস করেন এবং অভ্যাসবশত তাকে মানবিকী বিদ্যা থেকে দূরে সরিয়ে সমাজ বিজ্ঞানের পাশে স্থাপন করেন। তাঁর 'হোয়াট ইজ হিস্ট্রি' গ্রন্থে ই এইচ কার এরকমই বলেছেন ''বৈজ্ঞানিক, সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ— সকলে একই বিষয়ের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত(। এই অভিন্ন বিষয়টি হল মানুষ ও তার পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান, পরিবেশের উপর মানুষের এবং মানুষের উপর তার পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা। এই অনুসন্ধান বা গবেষণার ল(্য এক পরিবেশকে মানুষের আরও ভালভাবে বোঝা ও তাকে আরও বেশি করে আয়ত্ত করা।''

১.৮ উপসংহার

অন্যকে বাদ দিয়ে ইতিহাসকে কোনও একই শ্রেণীতে ফেলা শুধু কঠিন নয়, সম্ভবত এক অসম্ভব কাজ। প্রকৃতপ(এর মূল প্রকৃতি অস্বীকার না করে ইতিহাসকে মানবিকী বিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান—কোনওটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত(করা যায় না। ইতিহাস এক ''সংকর বা দোআঁশলা বিষয়, দুটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত(থাকার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার অসীম আকর্ষণ ও জটিলতা। ইতিহাস অধ্যয়নকে যদি সম্পূর্ণ সজীব রাখতে হয়, তাহলে তার এই দ্বিমুখিনতাকে স্বীকার করতে হবে। তার জন্য যুক্তি(গ্রাহ্য শৃঙ্খলা বিসর্জন দিলেও (তি নেই।''

১.৯ অনুশীলনী

১. ইতিহাসের সংজ্ঞা কী? উত্তর-আধুনিক ইতিহাস-রচনার শ্রেষ্ঠ অবদান কী?

২. বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রগুলির নাম উল্লেখ ক(ন। মুদ্রিত প্রাথমিক সূত্র কতটা গু(ত্বপূর্ণ?

৩. ইতিহাসবিদের দৃষ্টিভঙ্গি তার সা(্য বা নিদর্শনের ব্যাখ্যাকে কতটা প্রভাবিত করে?

৪. ইতিহাস কি জাতীয়তাবাদীর কাছে এক কার্যকরী অস্ত্র?

৫. জাতীয় ও বিরোধী ইতিহাসের পার্থক্য নির্দেশ ক(ন।

৬. ইতিহাসের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির প্রভেদ ব্যাখা কর।

১.১০ আকর গ্রন্থ সূচী

E. H. Carr : What is History, Penguin, 1964.

Marc Bloch : The Historian's Craft, Manchester, 1954.

Edward A. Freeman : The Methods of Historical Study, Macmillan, 1886.

Arthur Marwick : The Nature of History, London, 1976.

John Tosh : The Pursuit of History, Orient Longman, London, 1984.

একক ২ ❑ ইতিহাস-রচনার বিভিন্ন পর্যায়

গঠন ঃ

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ চিরায়ত ইতিহাস-রচনা (Classical Historiography)

২.৩ মধ্যযুগীয় বা ধর্মীয় ইতিহাস-রচনা

২.৪ নবজাগরণ ও ইতিহাস-রচনা

২.৫ জ্ঞানদীপ্তি ও ইতিহাস-রচনা

২.৬ ভলতেয়ার, মন্তেস্কু ও গিবন

২.৭ ইতিহাস রচনা ভিকো থেকে হার্ডার

২.৮ উপসংহার

২.৯ অনুশীলনী

২.১০ আকর গ্রন্থ সূচী

২.১ প্রস্তাবনা

এই এককের উদ্দেশ্য হল ইতিহাস-রচনার বিকাশের চারটি গু(ত্বপূর্ণ পর্যায়ের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করা। এই পর্যায়গুলি হল ১। চিরায়ত, ২। মধ্যযুগীয় বা ধর্মীয়, ৩। নবজাগরণ, এবং ৪। জ্ঞানদীপ্তি— যাদের একত্র করলে ইউরোপের প্রাক্-আধুনিক ইতিহাস রচনার বৈশিষ্ট্য ল(্য করা যায়।

২.২ চিরায়ত ইতিহাস-রচনা (Classical historiography)

ইউরোপের চিরায়ত ইতিহাস-রচনায় দর্শন অনুপস্থিত ছিল। হেরোডোটাস ও পে-টোর মত লেখকরা ইতিহাসের এক কল্পনাভিত্তিক ধারণা উপস্থাপিত করেন। তাঁদের মতে ইতিহাস এক বিশাল নাগরদোলা, নিরবচ্ছিন্নভাবে উত্থানপতনের এক কাহিনী। অন্যদিকে তাঁর সমকালীন 'সফিস্টদের' সঙ্গে পরিচিত থুকিদিদেস ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে আসেন কীভাবে এবং কেন পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস রচনায় তিনি যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে পৃথক। রোমানদের প্রাচীন বি(েজয়ের কথা বর্ণনা করার সময় পলিবিয়াসও কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলী স্থির করেছিলেন। স্যালাস্ট লিভি, ট্যাসিটাস এবং যোশেফিউসের রচনাতেও পদ্ধতিবিদ্যার ইঙ্গিত ও দার্শনিক পূর্বানুমানের অস্তিত্ব ল(্য করা যায়। কিন্তু চিরায়ত ইতিহাস-রচনায় কোনও ((ত্রেই, তা কল্পনাভিত্তিক বা বি(-ষণমূলক, অথবা ঘটনা বা বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি শিল্পকলার যুক্তি(নির্ভর অনুসন্ধানই হোক, কোথাও আমরা ইতিহাসের দর্শনকে সুগঠিত কাঠামো হিসাবে খুঁজে পাই না। পে-টোর হাতে আমরা তার শুধুমাত্র এক

আংশিক সূচনা ল(্য করি, যাঁর ত্রি(টিয়াসকে আমরা সম্ভবত ইতিহাসের পুরাণশাস্ত্র নির্মাণের এক প্রচেষ্টা বলে মনে করতে পারি। এর সঙ্গে আমরা তাঁর Timaens-এর প্রকৃতির দর্শনের সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তি(নিয়ে Posterior Analytics' রচনায় অ্যারিস্টটল যেভাবে চর্চা করেছিলেন, ঐতিহাসিক জ্ঞানের যুক্তি(সম্পর্কে সেরকম কোনও প্রাচীন রচনার খোঁজ পাওয়া যায় না।

প্রায়শই এই দাবী করা হয় যে, পাশ্চাত্ত্য জগতে ঐতিহাসিক চেতনার জন্ম দেওয়ার পিছনে ইসরায়েল ও খৃষ্টধর্মের বিরাট অবদান আছে। এই দাবী একই সময়ে সত্য ও অসত্য। একথা সত্য যে হিব্রুরা ঐতিহাসিক নথি সংর(িত রাখতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্যদের ইতিহাস সম্পর্কে বা ঐতিহাসিক ধর্মীয় আখ্যান রচনা করতে কোনও ধরণের আগ্রহ ছিল না। রোমানরা তাঁদের অতীত এবং ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। প্লে-টো এবং অ্যারিস্টটল অবশ্যই পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক পৃথিবীর থেকে চিরকালীন সত্তার বিষয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টান্ত মেনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না যে গ্রীকরা ইতিহাস সম্পর্কে অনাগ্রহী ছিলেন। গ্রীসের 'সফিস্টরা' তাঁদের চারপাশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পৃথিবী সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ইতিহাসের ধারণাকে যদি আমরা শুধুমাত্র ইহুদী ও খৃষ্টান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, কেবল তখনই হেরোডোটাস ও প্লে-টোর দেওয়া ইতিহাসের চত্র(াকার ধারণাকে আমরা অনৈতিকহাসিক মনে করতে পারি।

কাজেই এ কথা বলা যুক্তি(যুক্ত(নয় যে ইসরায়েল ও খৃষ্টধর্ম প্রাচীন পৃথিবীকে তার অনৈতিহাসিক নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলেছিল। তারা যা করেছিল তা হল ১। ইতিহাসে এক ধর্মীয় তাৎপর্য যোগ করেছিল এবং ২। ইতিহাসের অগ্রগতিকে ঈশ্বরের নির্দেশিত দিক ও পরিকল্পনার সংকেত হিসাবে দেখেছিল। এক বিখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছেন, ''ঘটনা ও অন্যান্য উপাদানগুলিকে এক সামগ্রিক ইতিহাসের অংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যা 'বুক অফ জেনেসিসে'র বা সৃজনতত্ত্বের এক অস্পষ্ট উৎস থেকে ইতিহাসের অভ্যন্তরে বা বাইরে এক পরিত্রাণ ও শেষ বিচারের ল(্যের দিকে অর্থপূর্ণ বা তাৎপর্যময়ভাবে এগিয়ে চলেছিল।'' এই দুই (ত্রেই ইহুদী ও খৃষ্টীয় ঐতিহ্য এক নতুন ধরণের ঐতিহাসিক চেতনাকে প্রকাশ করেছিল, যা পাশ্চাত্য জগতে ইতিহাসের ধারণার এক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

২.৩ মধ্যযুগীয় বা ধর্মীয় ইতিহাস-রচনা

মধ্যযুগে পণ্ডিতরা ইতিহাসকে দুটি যুগে ভাগ করেছিলেন অন্ধকার ও অসত্যের যুগ এবং আলোক ও সত্যের যুগ। এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়ে আছে 'ত্র(শ অফ খ্রাইস্ট'। ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে ধারণা সংগ্রহ করে মধ্যযুগীয় ইতিহাসবিদরা অন্ধকারের যুগের মধ্যে কয়েকটি আনুষঙ্গিক বা উপযুগ নির্দেশ করেন। কেউ কেউ 'বুক অফ ড্যানিয়েলে' উপস্থাপিত চারটি পর্যায়ত্র(মিক বি(্ব সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা প্রয়োগ করেন। অন্যরা সেন্ট অগাস্টিনের (৩৫৪-৪৩০) 'সিটি অফ গড' রচনায় যে ছয়টি যুগের রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল সেগুলিকে গ্রহণ করেন। এই 'সিটি অফ গড' গ্রন্থটিই ইতিহাস-রচনার ধর্মীয় ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর যা ইতিহাসের এক ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্ম দেয়।

ধর্মীয় মত অনুসারে ইতিহাস ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবীর একটি দিক। সমগ্র মানবজাতির জীবন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত(। এ কোনও দেশ, অঞ্চল বা এলাকার ইতিহাস নয়, এ হল এক ''বি(্বজনীন ইতিহাস''। এর এক প্রারম্ভ আছে— ঈশ্বরের বিধান অনুসারে এর মধ্যে আছে অগ্রগতির বীজ ও এর পরিসমাপ্তি। সংক্ষেপে প্রকাশ করলে, ইতিহাসের এক সূত্র ও ল(্য আছে এবং তা রৈখিক ভাবে এগিয়ে চলে।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসে অগ্রগতির এক নিয়ম আছে। ইতিহাস কোনও যদৃচ্ছ ধারাবাহিকতা বা ঘটনাবলীর অর্থহীন সমষ্টি নয়— তা এক বোধগম্য প্রক্রি(য়া, যা চালিত হয় এক অন্তর্নিহিত নিয়ম বা ঐ(রিক বুদ্ধিসত্তার কোনও মহত্তর পরিকল্পনার দ্বারা। অন্যভাবে বললে, ইতিহাস হল ''ঈ(রের এক চলমান সৃষ্টি, যার উৎস ঈ(র ও ল(্য ঈ(র।''

ইতিহাসের এই খৃষ্টীয় রূপান্তরণ এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। ইতিহাস ও জীবন ও সংস্কৃতির অন্যান্য ে(ত্রে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ধর্মীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানালে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করা হয়।

২.৪ নবজাগরণ ও ইতিহাস-রচনা

নবজাগরণের প্রারম্ভে ইতালীতে প্রথম ইতিহাসকে ধর্মতত্ত্ব থেকে মুক্ত(করা হয়। ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন নবজাগরণের সময় চিরায়ত রচনাগুলির প্রতি উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। মানবতাবাদীরা সেগুলিকে এক ঐতিহাসিক পরিপ্রে(িতে বিচার করেন, অতীতের এক নতুন পর্যায় বিভাজন কল্পনা করে যে পরিপ্রে(িতে তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন।

মানবতাবাদী ইতিহাসবিদরা প্রাচীন ইতিহাসকে 'অন্ধকার যুগ' বা মধ্যযুগীয় ইতিহাস থেকে পৃথক করে নেন এবং নিজেদের আধুনিক যুগকে সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র অবস্থানে স্থাপিত করেন। প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক— ইউরোপীয় ইতিহাসকে এইভাবে তিন ভাগে ভাগ করা একই সময়ে মূল্যবোধের বিচারের সাহায্যেও নির্ধারিত হয়েছিল। নবজাগরণ-প্রভাবিত মানবতাবাদীরা আলোক ও অন্ধকারের উপমাগুলিতে উল্টে দেন। যেন প্রাচীন যুগকে এতদিন অন্ধকার মনে করা হত, অতীত সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দৌলতে তা হয়ে উঠল আলোকময় যুগ। রোমের পতনের পরবর্তী সময়কে সাংস্কৃতিক অব(য় ও বর্বরতার যুগ হিসাবে চিহ্নি(ত করা হল। এইভাবে নবজাগরণ-প্রভাবিত মানবতাবাদী ইতিহাসবিদরা তাঁদের নিজেদের যুগকে অন্ধকারের পর আলোকের যুগ, নিদ্রার পর জাগরণ এবং মৃত্যুর পর পূনর্জন্ম হিসাবে তুলে ধরেন।

ইতিহাসের এই মানবতাবাদী পর্যায় বিভাজন মানুষের অতীত চেতনার রূপান্তর ঘটায়। ঐতিহাসিক সমগ্রতাকে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক পর্যায়ে বিভাজন ইউরোপীয়দের মধ্যে ক্র(মশ নিৎসে কথিত 'ঐতিহাসিক দূরত্বের বিষাদ' জাগিয়ে গেলে। এই মনোভাব মেনেই লভ্য নথি ও অন্যান্য রচনার বি(ে-ষণ বা পর্যালোচনা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। লরেঞ্জো ডাল্লা (১৪০৬-১৪৫৭) ডোনেশন অফ কনস্টাইটিনের মিথ্যাচারিতা প্রমাণ করেন, অষ্টম শতকের যে নথিতে রোমের বিশপের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এরাসমাস বাইবেলের উপর তাঁর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেন। ১৫১৬ সালে তাঁর গ্রীক পাঠ্যাংশের বিখ্যাত সংস্করণের সঙ্গে প্রকাশিত 'নিউ টেস্টামেন্টের' লাতিন অনুবাদে তিনি 'ফাস্ট এপিসল অফ জন' তিনি 'কমা জোহানেয়াম' পংক্তি(টি বাদ দেন।

পাঠ্যাংশের সমালোচনা এক ঐতিহাসিক বোধের মূর্ত রূপ এবং তা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এইভাবেই আধুনিক ইতিহাস রচনার প্রথম ধ্রুপদী নিদর্শনগুলি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে প্রকাশিত হয় লিওনার্দো ব্রুনির 'History of Florence' (1420), মাকিয়াভেলির 'Discoruses on Livy' (1516-1517) ও 'Florentine History' (1525), ফ্র্যান্সেসকো গুইকারডিনির 'History of Italy' (1535) এবং জাঁ বদির 'Easy Introduction to the study of History' (1566)।

নবজাগরণের সময়ের ইতিহাসবিদদের মতে ইতিহাস তার কার্যকারণ সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা পায়। ইতিহাসের

ব্যবহার সম্পর্কে এই ইতিহাসবিদরা ধর্মনিরপে(ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের কাছে ইতিহাস মানুষের কাছে ঈ(রের কার্যকলাপের বৈধতা প্রমাণ করার কোনও তাত্ত্বিক অস্ত্র নয়, তার ল(্য হল জীবনের পথনির্দেশ করা। রাইস ও গ্রাফটন বলেন ''এইভাবে নতুন ইতিহাস হল অতীতের রাজনীতির এক ধর্মনিরপে(বিবরণ অথবা প্রাচীন ও সমসাময়িক প্রতিষ্ঠানগুলির এক তুলনামূলক আলোচনা—যা চমৎকারভাবে লিখিত, সুসংহত এবং ব্যবহারিক ল(্য-সমন্বিত এক রচনা, যার কারণ ও উদ্দেশ্যকে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।''

২.৫ জ্ঞানদীপ্তি ও ইতিহাস-রচনা

নবজাগরণের সময় ধর্মতত্ত্ব থেকে মুক্ত(হয়ে ইতিহাস তার পূর্ণ বিকাশ লাভ করে অষ্টাদশ শতকে। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির ইতিহাস-রচনা গ্রীকো-রোমান বা গির্জা-প্রভাবিত ইতিহাস-রচনার বিপরীত ছিল। এ কথা মনে করা হত যে, মধ্যযুগীয় অন্ধকারের সঙ্গে নবজাগরণের যুদ্ধের ফলেই নতুন যুগের আত্মপ্রকাশ। এই কারণেই 'enlightenment' বা জ্ঞানদীপ্তি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল, যা সেই যুগকে সর্বদা পূর্ববর্তী যুগগুলির থেকে পৃথক করে রাখত। এই নতুন বা নব যুগ এ কথা মেনে নেয়নি যে অতীত মানেই স্বর্ণময় এবং পূর্বপু(ষরা যা চিন্তাভাবনা করেছেন তা অনিবার্যভাবে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সঠিক। যুক্তি(র নির্দেশ মেনে নেওয়াই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। সবকিছু, এমনকী 'চিরায়ত' যুগকেও আর অসামান্য মনে করা হত না। লাতিনকে বর্জন করে দেশীয় ভাষাগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। নীতিগল্প ও অতীতের মিথ্যা উপস্থাপনার সমালোচনা শু(হয়েছিল। সব থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল গির্জা-প্রভাবিত ইতিহাসরচনা, যখন সত্য ও ন্যায় বিচারের খৃষ্টীয় ধারাগুলিকে কঠোরভাবে আত্র(মণ করা হয়েছিল।

বিমূর্ত ব্যক্তি(ত্যবাদ বা বাস্তবমুখী ধারণা এই সময়েই গড়ে ওঠে। এই বাস্তবমুখী ধারণা, অর্থাৎ ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে তাদের ব্যবহারিক শি(ার পরিপ্রে(িতে বিচারের পদ্ধতি চিন্তাভাবনা, মনোবৃত্তি, মনস্তত্ত্ব ও কার্যকলাপের ইতিহাসের (ে ত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ধর্ম ও গির্জা সংত্র(ান্ত ঘটনাগুলি বিচারের (ে ত্রেও প্রসারিত করা হয়। এই প্রবণতাই পরে বেনথাম, মিল ও মেকলের উপযোগিতাবাদের ধারার জন্ম দেয়। ধর্মতাত্ত্বিক (ে ত্রগুলিতেও যুক্তি(বাদ প্রয়োগের সূচনা হয় ও মানুষ ইতিহাসের এক সুনির্দিষ্ট দর্শনের হদিশ পায়। খৃষ্টীয় ইতিহাস-রচনা নৈতিক মূল্যবোধের যে (ে ত্রটির উপর গু(ত্ব দিয়েছিল, সেখানেও উচ্চ স্তরের দ(তা আমদানি করা হয়।

২.৬ ভলতেয়ার, মন্তেস্কু ও গিবন

অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস ভলতেয়ারের রচনায় সাহিত্য এবং মন্তেস্কুর অধিকার ও প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়। মন্তেস্কু (১৬৮৯ - ১৭৫৫) এক গু(ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তত্ত্বের জন্ম দেন, যা ধর্মতত্ত্ব থেকে ইতিহাসের মুক্তি(কে সম্পূর্ণ করে। তিনি ইতিহাসকে এক স্বশাসিত, স্বনির্ভর (ে ত্র হিসাবে আবিষ্কার করেন। তিনি এক ঐতিহাসিক চেতনার সৃষ্টি করেন যা প্রধানত অন্তরস্থ (immarent) কিন্তু অতীন্দ্রিয় নয়, এবং এমন ধারণাগুলি প্রয়োগ করেন, যা ধর্মীয় না হয়ে যুক্তি(গ্রাহ্য। তার বিশাল 'স্পিরিট অফ দি লজে'র থেকেও পূর্বের রচনা 'পার্সিয়ান লেটারস' বেশি সফল হয় এবং ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য বেশি উপযোগী প্রমাণিত হয়।

ভলতেয়ারই (১৬৯৪-১৭৭৮) হলেন প্রথম ইতিহাসবিদ, যিনি ইতিহাসকে বহিঃস্থ চর্চা থেকে অভ্যন্তরীণ চর্চার দিকে ফিরিয়ে আনেন। ফ্রান্সে Bossnet-এর 'ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি' যে অগাস্তিনীয় ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করছিল ভলতেয়ার তাকে বিদ্রূপ ও বর্জন করেন এবং এমেরি নেফের ভাষা ''ঐতিহ্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেন।'' তৎকালীন বি(্বজনীন রচনাগুলির বি(দ্ধে সংকীর্ণতার অভিযোগ তুলে ইতিহাসের স্থান ও কালের পরিধিকে প্রসারিত করেন। ভারত, চীন ও ইসলামী বি(্ব আগে উপে(ত ছিল— ভলতেয়ার প্রাচীনত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে তাদের ফিরিয়ে আনেন। এই কাজ করার সময় তিনি ইতিহাসের উৎস বা সূত্রগুলির সততা ও মূল্য বিচারের (ে ত্রে এক পরিশীলিত সমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

একই ধরণের সংশয় ল(্য করা যায় ব্রিটিশ বহুবিদ্যাবিশারদ এডওয়ার্ড গিবনের (১৭৩৭-১৭৯৪) মধ্যে, যাঁর ছয় খণ্ডের 'Decline and Fall of the Roman Empire'' (1776-1788) সেন্ট অগাস্টিনের খৃষ্টধর্ম সুর(া করার প্রয়াসের সম্পূর্ণ বিপরীত। গিবনের এই গ্রন্থ দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৩ সালে কন্সটানটিনোপলের পতন পর্যন্ত এক ধারাবাহিক আখ্যান। একজন পেশাদার ইতিহাসবিদ হিসাবে গিবন লিভি থেকে আখ্যানের রাজকীয়তা, ট্যাসিটাসের কাছ থেকে ঐতিহাসিক অর্ন্তদৃষ্টি এবং পলিবিয়াসের থেকে খুঁটিনাটি রচনার পদ্ধতি আহরণ করেছিলেন।

গিবন বি(্বাস করতেন যে যুদ্ধ, বিজয়, সাম্রাজ্যের উত্থানপতনই হবে ইতিহাসের প্রধান বিষয়— সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-রাজনৈতিক দিকগুলি হবে আনুষঙ্গিক মাত্র। রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে গিবন রাজনৈতিক নীতিবোধের অব(য়ের পরিপ্রে(তে ব্যাখ্যা করেন এবং নৈতিক বিকৃতিকে তার চূড়ান্ত পতনের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করেন। গিবনের কাছে রোমান সাম্রাজ্য ছিল সভ্যতার এক প্রতীক, যা বর্বরতা এবং প্রাক্ পরিণামবাদী ধর্মের সম্মিলিত আত্র(মণের মুখে ভেঙে পড়ে।

গিবনের বহু সীমাবদ্ধতা ছিল। তিনি ঘটনাবলীর কোনও কালানুত্র(মিক ও কার্যকারণ সংত্র(ান্ত ব্যাখ্যা দেননি এবং সাম্রাজ্যের কাঠামোগত সমস্যাগুলির প্রতিও আলোকপাত করেননি। তবুও 'জাস্টিনিয়ান' ও 'ট্রিনিটারিয়ান' দ্বন্দ্ব, ইসলামের উত্থান ও রোমান আইনের উৎস সম্পর্কে যার বিবরণ অত্যন্ত চমৎকার এবং এই কারণেই Bury তাঁকে এক ইতিহাস বিশারদ হিসাবে অভিহিত করেছেন, যিনি তাঁর ''সময়ের ঊর্ধ্বে ছিলেন ও সময়কে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।'' তাঁর সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তী সময়ে পণ্ডিতরা সংশোধন করলেও গিবনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ তাঁর রচনাগুলিকে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস রচনার তালিকায় স্থান দিয়েছে।

২.৭ ইতিহাস রচনা ভিকো থেকে হার্ডার

ভিকোকে আরও চিরায়ত প্রথায় ইতিহাস রচনা করতে হয়েছিল। তাঁর 'নিউ সায়েন্স (১৭২৫) সেই গ্রীক ধারণাটিকে পুন(জ্জীবিত করে, যাঁর মতে ইতিহাস এক চত্র(াকার পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ভলতেয়ার, হার্ডার, কান্ট, কন্ডরমেট ও হামবোলড্ট—এঁরা সকলেই ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও অগ্রগতির মধ্যে এক ধরণের অন্তর্নিহিত বিবর্তনধর্মী প্রবণতা আবিস্কার করেন। ভিকো তখনও ঐ(রীয় বিধানে'র ধারণা ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু তা করেছিলেন এমন উপায়ে, লোয়িথের ভাষায় ''যাতে অতীন্দ্রিয় বা অত্যাশ্চর্য কাজের কোনও চিহ্(না থাকে।'' ''ভিকোর রচনাতে ঈ(্বর বা নিয়তি এতই স্বাভাবিক, ধর্মনিরপে(ও ঐতিহাসিক যে তাঁর অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না।'' হিউমের মত ভলতেয়ারের কাছেও অবশ্য সেই নিয়তির কোনও মূল্য ছিল না, যার সাহায্যে ''ঈ(্বর মানুষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন।'' ভলতেয়ার সেইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন বি(্বাসকে আত্র(মণ করেন,

Bossnet-এর মতে ''ঈশ্বের যেগুলির সাহায্যে তাঁর নিজেরই আইনকে যখন ইচ্ছা হয় তখনই ভেঙে ফেলেন।'' হার্ডার এই বিশ্বাসকে প্রসারিত করেন যে, ইতিহাস এক সর্বব্যাপী ও স্বশাসিত প্রক্রিয়া— ''সময় ও স্থান অনুসারে মানুষের শক্তি, ক্রিয়াকলাপ ও প্রবৃত্তির এক বিশুদ্ধ স্বাভাবিক ইতিহাস।''

২.৮ উপসংহার

জ্ঞানদীপ্তি-প্রভাবিত ইতিহাস-রচনাতে যুদ্ধ বিগ্রহ, দুর্গ বা গির্জা, আদালত বা ষড়যন্ত্রের মত বিষয়গুলিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, যতটা দেওয়া হয়েছে সমাজের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার উপর। যাজক সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ স্বার্থ উন্মোচন করার জন্য বিভিন্ন ধারণাকে তুলে ধরা হয়। ইতিহাসের দর্শনকে এক পথনির্দেশক এবং অন্ধকার দূর করার আলোকবর্তিকা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক ইতিহাসকে বাহ্যিক বা বহিঃস্থ এবং চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে অন্তঃস্থ বা অভ্যন্তরীণ ইতিহাস হিসাবে গণ্য করা হয়।

২.৯ অনুশীলনী

১. চিরায়ত ইতিহাস-রচনার বৈশিষ্ট্য কী? হেরোডোটাস এবং থুকিদিদেসের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কোথায়?

২. মধ্যযুগীয় পণ্ডিতরা কীভাবে ইতিহাসের পর্যায় বিভাজন করেন? অগাস্তিনীয় ইতিহাস-রচনার সারবস্তু কী?

৩. নবজাগরণ-প্রভাবিত ইতিহাসবিদদের হাতেই কি ইতিহাস ধর্মতত্ত্ব থেকে মুক্তি পায়?

৪. ষোড়শ শতকে মানবতাবাদীরা ইতিহাসের ধারণার কতটা রূপান্তর ঘটান?

৫. অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসবিদরা ইতিহাসের ধারণার কীভাবে পরিবর্তন সাধন করেন?

২.১০ আকর গ্রন্থ সূচী

1. Amold J. Toyenbee : A Study of History, London, 1954.
2. Karl Lowith : Meaning in History, Chicago, 1949.
3. Emery Neff : The Poetry of History, New York, 1947.
4. Geoffrey Barraclough : History in a Changing World, Oxford, 1955.
5. Engene F. Rice and Anthony Grafton : The Foundations of Early Modern Europe, London, 2004.

একক ৩ ❑ ইতিহাস-রচনাতে বার্লিন বিপ্-বের অবদান

গঠন ঃ

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ র‍্যাঙ্কের ত্র(মবিকাশ-বার্লিন বিপ্-ব

৩.৩ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস সম্পর্কে র‍্যাঙ্কে (বার্লিন বিপ্-বের সাফল্য

৩.৪ ইতিহাস অতীতের রাজনীতি

৩.৫ ইতিহাসের সূত্রগুলির দিকে নজর ফেরানো

৩.৬ বি(্বজনীন ইতিহাসের স্বপ্ন

৩.৭ র‍্যাঙ্কে(সীমাবদ্ধতা অতিত্র(ম করা

৩.৮ উপসংহার

৩.৯ অনুশীলনী

৩.১০ আকর গ্রন্থ সূচী

৩.১ প্রস্তাবনা

ইতিহাস অধ্যয়নের দুটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ঊনবিংশ শতকে তাকে আরও বেশি বাস্তবধর্ম আলোচনায় রূপান্তরিত করে। এদের মধ্যে একটি হল হিস্টরিসিজম (historicism), যাকে জ্ঞানদীপ্তি ও যুক্তি(বাদের বি(দ্ধে রোমান্টিক বিদ্রোহের এক উপজাতক বলা যেতে পারে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিটি হল অভিজ্ঞতানির্ভর বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-রচনা। চিরাচরিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির বি(দ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ঊনবিংশ শতকে এই দুই প্রবণতা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিই জন্ম দেয় ওই শতকের সবথেকে গু(ত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদের। নাগরিকত্বে প্রুসিয়ান এবং বার্লিনের এই ইতিহাসবিদ হলেন লিওপোল্ড ভর র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬)। এই এককে ইতিহাস-রচনার (ে ত্রে তাঁর অবদানের এক সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.২ র‍্যাঙ্কের ত্র(মবিকাশ—বার্লিন বিপ্-ব

ঊনবিংশ শতক সাধারণভাবে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে সমালোচনামূলক গবেষণার নতুন নতুন পথ খুলে দেয়। কূটনৈতিক মহাফেজখানা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বাইবেল সংত্র(ান্ত চর্চা, পুরাণতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের মত আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানগুলির সাহায্যে ইতিহাসের নিজস্ব যুক্তি(নির্ভর তত্ত্ব ও বি(ে-ষণী পদ্ধতি নির্মাণ করা হয়।

তথ্যের উৎস বা সূত্রগুলির পৃথকীকরণ, পরী(া, সংগ্রহ ও মূল্যায়নের জন্য সমালোচনামূলক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। কোনও ঐতিহাসিক রচনার নিরপে(তা, বস্তুনিষ্ঠা ও সভ্যতা যাচাই করার জন্য কঠোর মান নির্দিষ্ট করা হয়। হিস্টরিকাল স্কুলের আলোচনা সভাগুলিতে নতুন নতুন পদ্ধতি শেখানো ও প্রয়োগ করা হয়। এই স্কুলে বিশ্বের সমস্ত প্রান্ত থেকে ছাত্র শি(া লাভের জন্য জড়ো হত। পণ্ডিতরা আশা করতে পারেননি, বিজ্ঞানের জগতে ইতিহাস শেষে নিজেকে এক সমান অংশীদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এই সময়েই আত্মপ্রকাশ ঘটে পদ্ধতি বিদ্যার এবং 'বিজ্ঞানমনস্ক' ইতিহাসবিদদের এক নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব হয়। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জার্মানীতে নিবুর, র‍্যাঙ্কে, ড্রয়সেন বা মমমেন, ফ্রান্সে Taine ও Fustel de Coulange এবং ইংল্যাণ্ডের লর্ড অ্যাকটন ও বারি।

সমকালীন ইতিহাসবিদদের ও প্রুসিয়ান হিস্টরিকাল স্কুলের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে র‍্যাঙ্কেই ইতিহাসে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যান। প্রকৃত অর্থে প্রত্য(বাদী বা দৃষ্টবাদী না হলেও এবং হিস্টরিসিজমের রোমান্টিক উৎসে গভীরভাবে মগ্ন হলেও, তাঁর অক্লান্ত গবেষণা ও অবিস্মরণীয় রচনাগুলির মাধ্যমে লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে ইতিহাসের এক নতুন ধারণার সৃষ্টি করেন। এই ধারণা কঠোরভাবে অভিজ্ঞতানির্ভর এবং পরে তাঁর কিছু উত্তরাধিকারীর হাতে তা এক ইতিবাচক বিজ্ঞানে পরিণত হয়।

৩.৩ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস সম্পর্কে র‍্যাঙ্কে বার্লিন বিপ্-বের সাফল্য

তাঁর প্রথম গ্রন্থ ''The Varieties of History'' -র মুখবন্ধে র‍্যাঙ্কে বলেন ''অতীতের বিচার এবং ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য বর্তমানকে নির্দেশ—এই দুইয়ের দায়িত্ব ইতিহাসের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। আমার এই রচনা অতটা উচ্চাকাঙ(ী নয়— এ শুধু দেখাতে চেয়েছে যা বাস্তবে ঘটেছিল (wie es eigenthich gewesen)। শেষের বাক্যাংশটি আধুনিক অভিজ্ঞতানির্ভর ইতিহাস-রচনার ঘোষণাপত্র হয়ে দাঁড়ায়। এর সাহায্যে বলার চেষ্টা করা হয় যে, ইতিহাস কোনও দার্শনিক দূরকল্পনা অথবা শিল্পকলা, চিত্তবিনোদন বা নীতিশাস্ত্রের বিকল্প নয়। ইতিহাস হচ্ছে ঠিক আগে যা ছিল। ''তথ্যের যথাযথ উপস্থাপনাই ইতিহাস-রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম।''

র‍্যাঙ্কের অভিভাবকত্বেই নতুন ''Historische Zeitschrift' (1859) তার লেখক ও পাঠকদের কাছে ঘোষণা করে যে, ''সবার উপরে এই সাময়িকপত্র বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠুক এটাই আমাদের কাম্য। সুতরাং এর প্রথম কর্তব্য হল ঐতিহাসিক গবেষণার প্রকৃত পদ্ধতিকে উপস্থাপিত করা এবং তা থেকে বিচ্যুতিগুলিকে নির্দেশ করা।'' ১৯০২ সালে Regins Professor of Modern History হিসাবে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জে এইচ বারিও এই ল(্যগুলিকেই আবার দৃঢ়তার সঙ্গে পেশ করেন। ''যতদিন পর্যন্ত ইতিহাসকে এক কলা হিসাবে ভাবা হত, ততদিন সভ্যতা ও অভ্রান্ততার দাবী অতটা গু(তর ছিল না... স্বাধীন এক বিজ্ঞান হিসাবে মান্যতা পেতে হলে তার সম্ভাবনা ও পরিধির এক নতুন রূপান্তরের ধারণা প্রয়োজন... যে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য তা সকলের দৃষ্টির অতীত ছিল... পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যে পরিবর্তনের জন্য আমরা জার্মানীর কাছে কৃতজ্ঞ।'' এইভাবে ইতিহাস-রচনার (ে ত্রে বার্লিন বিপ্-ব এবং লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে এই ধারণাটিকে জাগিয়ে তোলেন যে, ইতিহাস এখন এক বৈধ, বিজ্ঞানসম্মত বিষয় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩.৪ ইতিহাস অতীতের রাজনীতি

র‍্যাঙ্কে বি(াস করতেন যে প্রতিটি অতীতের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, নিজস্ব ভাবাবেগ, নিজস্ব মতাদর্শ ও নিজস্ব রাজনীতি আছে। তিনি মনে করতেন যে, অতীতের অধিকৃত পুনর্নির্মাণ নির্ভর করে সেই নিজস্বতা কতটা কঠিনভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার উপর। এই নিজস্বতাগুলি অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারণা, যা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি বা চরিত্র দিয়েই শুধুমাত্র বোঝা সম্ভব। এই ধরণের নিজস্বতা কোনও ব্যক্তি(সমূহের সম্মিলিত গোষ্ঠী অথবা প্রতিষ্ঠান, যেমন রাষ্ট্র বা গির্জা হতে পারে। এদের প্রত্যেকটি একেবারে অনন্য, যা নিয়ন্ত্রিত হয় এক অর্ন্তনিহিত নীতির দ্বারা— যে নীতি তার অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও বাইরের কাজকর্মের নির্ণায়ক। এই নীতিগুলিকে এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। কাজেই, ইতিহাসে সামান্যীকরণ কোনও কাজে আসে না। কোনও ঐতিহাসিক নিজস্বতাকে তার অন্তর্নিহিত নীতিগুলি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করলে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় পৌঁছনো যায় না। র‍্যাঙ্কের মতে অতীতের রাজনীতির নিজস্বতার পরিপ্রে(তের উপর জোর দিলেই কোনও ইতিহাসবিদ বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রসঙ্গগুলি উপলব্ধি করতে স(ম হবেন।

নিছক ঘটনাই র‍্যাঙ্কের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ল(্য ছিল না। তিনি ল(্য করেছিলেন যে, মানুষ নিয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের কখনওই তার সজীব প্রকাশভঙ্গি প্রতিটি পৃথক মুহূর্তের দিকে মনোনিবেশ করা ঠিক নয়। বরং তার বিকাশ, সাফল্য, প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্যের সমগ্রতা থেকেই আমরা তার ধারণা পেতে পারি, যা থেকে আমরা কোনওভাবেই মনোযোগ সরিয়ে নিতে পারি না।

নিজস্বতার সমগ্রতার উপর র‍্যাঙ্কে যে গু(ত্ব আরোপ করেন তা অবশ্য নিজস্ব রাজনীতি বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়— যাকে তাঁর সমালোচকরা র(ণশীলতা বলতে পারেন। তিনি তাঁর সমস্ত গু(ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নিবন্ধগুলি ১৮৩২ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে নিজেরই সম্পাদিত পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধগুলিতে তিনি উদার-গণতান্ত্রিক ও চিরাচরিত র(ণশীল রাজনৈতিক কাঠামোগুলির এক তুলনামূলক ঐতিহাসিক বি(ে-ষণ করেন। অনেকেই তাঁকে র(ণশীল মনে করতেন এই কারণে যে, তিনি মনে করতেন ফ্রান্সের বৈপ-বিক ধারণাগুলি জার্মানীতে অনুসরণ করা সম্ভব নয় কারণ জার্মানদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চরিত্র ভিন্ন রকমের। প্রকৃতপ(তিনি মনে করতেন যে প্রতিটি দেশ একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র এবং তার ফলে কোনও প্রবণতারই সামান্যীকরণ সম্ভব নয়। র‍্যাঙ্কে বি(ৈবিপ-বের ধারণাকে বর্জন করেন, রাষ্ট্রের স্থায়িত্বকে সমর্থন করেন এবং মানব চরিত্রের মৌলিক সৃষ্টিতে আস্থা জ্ঞাপন করেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, বিপ-ব এই মৌলিকতাকে ধ্বংস করে দেবে ও এক সংকটের অবস্থার জন্ম দেবে। এই আশঙ্কা থেকেই র‍্যাঙ্কে ভিয়েনা মীমাংসা বা সমাধান, জার্মান কনফেডারেশন গঠন ও প্রুসিয়ার রাজতন্ত্রী রাজনৈতিক কাঠামোকে সমর্থন করেন।

৩.৫ ইতিহাসের সূত্রগুলির দিকে নজর ফেরানো

আধুনিক, পেশাদার ইতিহাস অধ্যয়নের অন্যতম স্তম্ভ হল সূত্রগুলিকে প্র(্নের সামনে দাঁড় করানো। বার্টহোল্ড ডি নিবুর ও র‍্যাঙ্কে, এই দুজনেই সূত্র, তাদের বৈধতা, পরিপ্রে(ত ও তাদের গঠনের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান চালান। জাঁ মবিলন (১৬৩২-১৭০৭) ইতিমধ্যেই এই প্রত্রি(য়ার সূচনা করেছিলেন, র‍্যাঙ্কের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করে। সাহিত্যগুণকে বিসর্জন না দিয়েও, র‍্যাঙ্কে ইতিহাসকে সাহিত্যের থেকে বেশি বিজ্ঞান মনে করতেন। তিনি সঠিক পদ্ধতিগত প্রণালীর আঙ্গিককে নান্দনিক রূপের থেকে বেশি গু(ত্ব দিতেন। ঐতিহাসিক

পরিস্থিতিগুলিকে ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের এক সামগ্রিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত(করার যে প্রয়াস হেগেল করেছিলেন, র‍্যাঙ্কে তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

৩.৬ বি(্বজনীন ইতিহাসের স্বপ্ন

র‍্যাঙ্কের মতে ইতিহাসের পরিধি বিশাল ইতিহাসবিদ হিসাবে যাত্রার শু(তে র‍্যাঙ্কে তাঁর লেখনীর ডগায় সমগ্র বি(্বকে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই বি(্বের ত্র(মবিকাশের কাহিনী বলতে, যা বি(্বজনীন ইতিহাসের এক ঐতিহ্যের সূচনা করবে, যে ইতিহাসকে বি(্বজনীন ইতিহাস বলা যাবে। সারা জীবন ধরে র‍্যাঙ্কে তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তারই নিদর্শন হিসাবে যে সব বিশাল গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে আছে ১। History of the Roman and German Peoples, 1484-1535; ২। History of the Reformation in Germany, three volumes, 1845-1847; ৩। Memoirs of the House of the Brandenburg, three volumes, 1849; ৪। Civil Wars and Monarchy in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, two volumes, 1852 ; ৫। A History of England Principally in the Seventeenth Century, six volumes, 1875 ; এবং ৬। World History, nine volumes, 1881-1888 (তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

৩.৭ র‍্যাঙ্কে সীমাবদ্ধতা অতিত্র(ম করা

এ কথা সত্য যে সূত্র সংগ্রহের ব্যাপারে অতিরিক্ত(আত্মবি(্বাস, আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলির দিকে নজর না দিয়ে ঐতিহাসিক জাঁকজমক ও বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তি(ত্বদের প্রতি প(পাত, ঐ(্বরিক বিধানে বি(্বাস, মার্টিন লুথার ও Hohenzollern বংশ ও প্রুসিয় রাষ্ট্রের উপর অন্ধবি(্বাস এবং বি(্ব ইতিহাসকে গ্রীকো-রোমান, ইউরোপীয় ও জার্মান ইতিহাসের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখার ফলে র‍্যাঙ্কের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-রচনা যথেষ্ট (তিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে র‍্যাঙ্কের হস্ত(েপের ফলেই পণ্ডিতরা বাস্তবকে কোনও কাল্পনিক ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে অস্বীকার করেন। তাঁরা ''রৈখিক ইতিহাসের শূন্যগর্ভ কল্পনাকে বর্জন করেন এবং বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম নিজস্বতাগুলিকে চিহ্নি(ত করতে শেখেন, সরলীকরণের অযোগ্য বিশিষ্টতাকে শ্রদ্ধা করতে শু(করেন, অসংখ্য অকথিত তথ্যকে স্বীকার করেন এবং অশেষ সৃষ্টি ও রূপান্তর সম্পর্কে সচেতন হন।''

৩.৮ উপসংহার

তথ্য উপাদানগুলির ভাষা ও মূল পাঠের সমালোচনা-ভিত্তিক যে বস্তুনিষ্ঠ রচনাকে র‍্যাঙ্কে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তা নিজেই ঊনবিংশ শতকের শি(ে(ত্রে এক বিপ-ব। কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে তাঁর বিদগ্ধ পদ্ধতি এবং শি(াদানের প্রণালী পাশ্চাত্যে ইতিহাস-রচনার উপর বিরাট প্রভাব ফেলতে স(ম হয়।

৩.৯ অনুশীলনী

১। ইতিহাস-রচনার ে ত্রে বার্লিন বিপ্-বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

২। ''বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস' বলতে র‍্যাঙ্কে কী বুঝেছিলেন?

৩। বি শ্বজনীন ইতিহাস সম্পর্কে র‍্যাঙ্কের ধারণা কী?

৪। ইতিহাস সম্পর্কে 'historicist' ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সং িপ্ত বি ে-ষণ কর।

৫। আধুনিক পাশ্চাত্য ইতিহাস-রচনার ে ত্রে র‍্যাঙ্কের অবদানের মূল্যায়ন কর।

৩.১০ আকর গ্রন্থ পঞ্জী

1. R C Collingwood : The Idea of History, London, 1994.
2. Patrick Gradiner (ed.) : Theories of History, London, 1960.
3. H B Barnes : A History of History Writing, London, 1958.
4. G P Gooch : History of Histories, London, 1913.
5. J B Bury : The Idea of Progress, New York, 1955.

একক ৪ ❑ ইতিহাস-রচনা ও প্রগতির ধারণা

গঠন ঃ

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ বিষয়টির পুনরানুসন্ধান জার্মানী ও বুর্কহার্ডট

৪.৩ বিষয়টির পুনরানুসন্ধান ইংল্যান্ড — মেকলে থেকে অ্যাকটন

৪.৪ বিষয়ের পুনরানুসন্ধান ফ্রান্স ও জুল্‌স মিশেলেট

৪.৫ কার্ল মার্কস ও ইতিহাসের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

৪.৬ মার্কসীয় ধারণার সারবস্তু

৪.৭ সাধারণ প্রবণতা বিজ্ঞানের ধারণা

৪.৮ উপসংহার

৪.৯ অনুশীলনী

৪.১০ আকরগ্রন্থ সূচী

৪.১ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতকে, বিশেষত তার দ্বিতীয় অর্ধে ইতিহাস-রচনার (ে ত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশপাাশি কিছু অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা দিয়েছিল। এগুলি হল সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার প্রবত্ত(া ছিলেন ত(ণ জার্মান পণ্ডিত এবং ইংরেজ ইতিহাসবিদরা— এবং আর্থ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা পরবর্তী শতকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই এককে ওই দুই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ বিষয়টির পুনরানুসন্ধান জার্মানী ও বুর্কহার্ডট

র‍্যাঙ্কের পর জার্মানীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর দুই দিক থেকে আত্র(মণ চালানো হয়। একদিকে এই চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে যে বৈজ্ঞানিক ধারণা— অর্থাৎ '' যে সুসম্বন্ধ প্রণালী বিজ্ঞানকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে''— তা সনাতন দর্শনের যুক্তি(বাদী পদ্ধতিগুলির মতই ইতিহাসের সঙ্গে সংগতিহীন। অন্যদিকে দাবী করা হয় যে যুক্তি(বাদী দর্শনের চিরাচরিত কাঠামো বা অভিজ্ঞতানির্ভর বিজ্ঞানে নতুন কাঠামো— এই দুটির কোনওটিতেই ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত(করা যায় না। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বুর্কহার্ডট— যিনি বার্লিনে র‍্যাঙ্কে-র উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন— তাঁর 'গু(গম্ভীর ও দুর্বোধ্য' প্রতিত্রি(য়ায় বলেন, ''ইতিহাস সব থেকে অবৈজ্ঞানিক এক বিষয়— কিন্তু তাতে জানার মত অনেক কিছু থাকে।''

৪.৩ বিষয়টির পুনরানুসন্ধান ইংল্যান্ড — মেকলে থেকে অ্যাকটন

ইংল্যাণ্ডে দীর্ঘ দিন ধরে ইতিহাস-রচনা এক ধরণের 'হিস্টরিসিজম' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যাকে জনপ্রিয় করে তোলেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯)। মেকলে বলেন যে, ''একজন প্রকৃত ইতিহাসবিদ ঔপন্যাসিকের আত্মসাৎ করা উপাদানগুলি পুন(দ্ধার করবেন।'' র‍্যাঙ্কে অবশ্যই এই মত গ্রহণ করেননি। পার্লামেন্ট থেকে অবসর গ্রহণের আগে মেকলে 'Lays of Anacient Rome' (1842) এবং 'Critical and Historical Essays' (1843) নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর পাঁচ খণ্ডের 'History of England' (1899-61) গ্রন্থে তিনি প্রথাগত আখ্যানকে বিধিবদ্ধ করেন এবং ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক 'হুইগ' ('Whig—ব্রিটেনের পার্লামেন্টের শক্তি(বৃদ্ধির সমর্থক ও সংস্কারপন্থী পার্টি) ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন যা পরের প্রজন্মগুলিকে প্রভাবিত করে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর একটি প্রবণতা মূর্ত হয়ে ওঠে লর্ড অ্যাকটনের (১৮৩৪-১৯০২) রচনায়। তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের হাউস অফ কমন্সের সদস্য (১৮৫৯-৬৫), রোমান ক্যাথলিক মাসিক পত্রিকা 'The Rambler'-এর (১৮৫৯-৬৪) সম্পাদক এবং ১৮৬৫ সাল থেকে উইলিয়াম ই গ্ল্যাডস্টোনের উপদেষ্টা। অ্যাকটন র‍্যাঙ্কের পাশে দাঁড়ান যখন তিনি বলেন যে, ইতিহাসবিদ হলেন এক নিরপে(পর্যবে(ক এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রাহক— যাঁর কাজ হল প্রকৃত ঘটনাকে নথিবদ্ধ করা। তাঁর প্রধান বক্ত(ব্য ছিল এই রকম ''ইতিহাসবিদ তখনই সর্বোত্তম যখন তিনি দৃষ্টির আড়ালে থাকেন।'' অ্যাকটন ''কাঁচি ও আঠা'' ধারার (যাঁরা অতীতের বিবরণ তুলে এনে নিজেদের রচনাতে বসান) ইতিহাসবিদদের কালো তালিকাভূক্ত(করেন এবং সহযোগীদের যুগ নয়, সমস্যাগুলির উপর নজর দিতে নির্দেশ দেন। জাতীয়তাবাদের বিরোধী হিসাবে পরিচিত অ্যাকটন এই বিখ্যাত ভাবগর্ভ উক্তি(টি করেন ''(মতা দুর্নীতির জন্ম দেয়, চরম (মতা চরম দুর্নীতির জন্ম দেয়।''

লর্ড অ্যাকটন রূপান্তরের ধারণাতে নয়, বিবর্তনমূলক পরিবর্তনে বি(্বাসী ছিলেন। তিনি কখনওই এ কথা মেনে নিতেন না যে, বিদ্যমান তথ্যগুলিতে নতুন এক তথ্য যোগ করলেই পুরনোটির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে যায়। ইতিহাস সম্পর্কে এই মত, কলিংউডের মতে যা ''বিচ্ছিন্ন অংশগুলি নিয়ে গঠিত'', তা ইংরাজ মানুষদের জন্য কেমব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রির মধ্যে এক চিরায়ত রূপ পায়, যার পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন অ্যাকটন। কেমব্রিজের ইতিহাসগুলি ছিল ''এক বিশাল সংকলন, যার অধ্যায়গুলি, কোনও কোনও (ে ত্রে সেগুলির অংশবিশেষও বিভিন্ন লেখকের রচিত— যেখানে সম্পাদকের দায়িত্ব হল এগুলিকে এক সামগ্রিক সংহতি প্রদান করা।''

৪.৪ বিষয়টির পুনরানুসন্ধান ফ্রান্স ও জুল্স মিশেলেট

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়টি ফ্রান্সে ইতিহাস-রচনার প(যথেষ্ট গু(ত্বপূর্ণ। সেই সময়ে অতীতের মাধ্যমে বর্তমানকে উপলব্ধি করার আকাঙ(া তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং ফরাসী বিপ-ব নিজেই এক গভীর অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রান্সের রোমান্টিক জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিচিত জুল্স মিশেলেট (১৭৯৮-১৮৭৪) ১৮৩১ সালে রেকর্ড অফিসের ঐতিহাসিক বিভাগের প্রধান নিযুক্ত(হন। এই কর্মসূত্রেই তিনি তাঁর বিখ্যাত সতেরো খণ্ডের History de France-এর (History of France, 1833-1867) অন্যান্য উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে স(ম হন। নিজের ব্যক্তি(ত্বকে তাঁর আখ্যানের মধ্যে নিমজ্জিত করে অতীতকে জাগিয়ে তোলার যে প্রণালী তিনি ব্যবহার করেন, তা বিরাট নাট্য(মতার সঙ্গে উচ্চমানের শি(ার এক ঐতিহাসিক সং(েষণের জন্ম

দেয়। History of France রচনার দুটি পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি The People ও History of the French Revolution নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

দীর্ঘকাল ইতিহাস-রচনার সঙ্গে যুক্ত(থাকার ফলে মিশেলেটের রোমান্টিক ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটে। শু(তে তিনি ছিলেন এক চরমপন্থী ক্যাথলিক ও র(ণশীল পণ্ডিত, কিন্তু ত্র(মশ তিনি এক উদারপন্থী লেখকে পরিণত হন এবং অনুসন্ধানের (ে ত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন। তিনি স্বীকার করেন যে তাঁকে সব থেকে বেশী প্রভাবিত করে ভিকোর দেওয়া New Science গ্রন্থটি।

History of France-এর প্রথম ছয়টি খণ্ডে মিশেলেট প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগীয় পর্যায়ের অবসান পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাসের বিবরণ দেন। অঞ্চল, গোষ্ঠী ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিত্র(ম করে তাঁর রচনাকে ফরাসী দেশই যেন নতুন জীবন লাভ করে। জোয়ান অফ আর্ককে দেশপ্রেম ও গণতন্ত্রের প্রতীক এবং ফরাসী জাতির অন্তরাত্মা হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। তাঁর এই মহান রচনাতে মিশেলেট অতীতের রাজনীতি, অর্থনীতি(ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্পকলাকে উজ্জ্বলভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন। পরের খণ্ডগুলিতে তিনি নবজাগরণ থেকে ফরাসী বিপ-ব পর্যন্ত আলোচনা করেন।

History of France-এর পাতাগুলির মধ্যেই মিশেলেটের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন স্পষ্টভাবে ল(্য করা যায়। প্রথম ছ'টি খণ্ডে তিনি গির্জার কাছে ফরাসী জাতির ঋণ স্বীকার করেন। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে তিনি গির্জা, অভিজাততন্ত্র এবং তাদের র(ক রাজার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রকৃতপ(, মিশেলেটর রচিত ইতিহাস পুরোহিত ও রাজাদের প্রতি তাঁর ঘৃণা, তথ্যগুলির হঠকারী ও ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগ এবং প্রতীকী ব্যাখ্যার প্রতি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত(অনুরাগের জন্য কিছুটা যেন বিকৃত হয়ে পড়েছে।

৪.৫ কার্ল মার্কস ও ইতিহাসের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

বিপ-ব সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে মিশেলেটের ধারণাগুলির যেমন পরিবর্তন ঘটে, কার্ল (হেইনরিখ) মার্কসের (১৮০৮-১৮৮৩) হাতে তেমনই বিপ-বের প্রণালী সংত্র(ান্ত ধারণাগুলির পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও সব থেকে প্রভাবশালী তাত্ত্বিক হিসাবে পরিচিত মার্কস শুধুমাত্র রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি একই সঙ্গে ছিলেন এক দার্শনিক ও ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকার।

এঙ্গেলসের ভাষায় 'প্রগতি বা বিকাশের সূত্র' অন্বেষণ করার কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ডারউইনের মত মার্কসও বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সং(-ষণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কোঁতে ও হেগেলের মত মার্কস বি(্বাস করতেন যে, নির্দিষ্ট কোনও ঘটনার মূল্য ও অর্থ তখনই বোঝা সম্ভব, যখন তাকে বিকাশের প্রত্রি(য়ার এক অংশ হিসাবে দেখা হয়। তাঁর কাছে সব জ্ঞানই এক অর্থে ঐতিহাসিক জ্ঞান— সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হওয়া বিকাশের জ্ঞান। সুতরাং বর্তমানকে সর্বদা অতীতের আলোকে উপলব্ধি করা উচিত।

রচনার বৈচিত্র্য ছাড়াও মার্কসের লেখায় যুগের যে বৈচিত্র আছে সেটাও উল্লেখ করার মত। এগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত(করা নিয়ে মোটামুটি মতৈক্য ল(্য করা যায়। প্রথমটি, অর্থাৎ তথাকথিত তা(ণ্যের সময়ের রচনাগুলি লেখা হয় ১৮৪১ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে। এই পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে আছে Introduction to the Critique of Hegel's Philosophy of Law, The Jewish Question, The Holy Family এবং The Poverty of Philosophy। শেষোক্ত(গ্রন্থটি লেখা হয় প্রুধোঁর The Philosophy of Poverty গ্রন্থটির

উত্তরে। এই তা(ণ্যের যুগের শেষ মনে করা হয় German Ideology ও বিখ্যাত, নীতিদীর্ঘ রচনা The Communist Manifesto-র সঙ্গে। মার্কসের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সব থেকে গু(ত্বপূর্ণ দুটি রচনা হল ১৮৫৯ সালের A Contribution to the Critique of Political Economy ও অবশ্যই Capital।

রেমন্ড অ্যারনের মতে, ''সবার প্রথমেই এ কথা মনে রাখা উচিত যে মার্কস ছিলেন ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত(একজন সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ। এই শাসনব্যবস্থা, মানুষের উপরে তা যে পরিণাম চাপিয়ে দিয়েছে এবং তার সম্ভাব্য বিবর্তন সম্পর্কে মার্কসের কিছু নির্দিষ্ট ধারণা ছিল।'' তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে ছিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছন্দভিত্তিক চরিত্র সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। ধনতন্ত্রের বি(-ষণকারী এবং সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যদ্বক্তা— এই দুই মার্কসকে পৃথক করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

মার্কসের প্রথম ও মূল ধারণা ছিল এই যে নিজের সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনার বিভিন্ন প্রণালীগুলি ব্যাখ্যা করে ইতিহাসের চলন অনুসরণ করা যায় না। সেই কাজ করা সম্ভব হবে সমাজের কাঠামো, উৎপাদন শক্তি(এবং উৎপাদন সম্পর্কে বি(-ষণের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত ইতিহাসের চলনের মূল শক্তি(হল দ্বন্দ্ব, যা ঘটে উৎপাদনের শক্তি(ও সম্পর্কের মধ্যে। এই সংঘর্ষ ঘটে এক আইনী ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে, যাকে বলা হয় উপরিকাঠামো। তৃতীয়ত, উৎপাদনের শক্তি(ও সম্পর্কের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বে শ্রেণিসংগ্রামের ধারণাটিকে অন্তর্ভুক্ত(করা যেতে পারে। চতুর্থত, এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই রয়েছে বিপ্-বের তত্ত্বের আভাস। কারণ মার্কসের ইতিহাস-ভাবনায় বিপ্-ব কোনও রাজনৈতিক দুর্ঘটনা নয়, তা হল এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনের প্রকাশ। পঞ্চমত, তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যায় মার্কিন শুধুমাত্র পরিকাঠামো ও উপরিকাঠামোর পার্থক্য নির্দেশ করেননি, সামাজিক বাস্তব ও চেতনাকেও পরস্পরের বিরোধী মনে করেছিলেন। সবশেষে মার্কস মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি এঁকেছিলেন। চিন্তাভাবনার প্রণালীর ভিত্তিতে কঁতে যেমন মানুষের বিবর্তনের মুহূর্তগুলি নির্দিষ্ট করেছিলেন, মার্কসও তেমনই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির ভিত্তিতে মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়গুলি চিহ্নি(ত করেছিলেন। এই পর্যায়গুলিকে তিনি চারটি ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতিতে ভাগ করেছিলেন, সেগুলি হল এসীয়, আদিম, সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া।

মার্কসের ইতিহাস-ভাবনায় বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতিই হল শেষ দ্বন্দ্বমূলক সামাজিক নির্মাণ, কারণ তাকে সরিয়ে যে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয় সেখানে উৎপাদকদের এক সমন্বিত গোষ্ঠী স্থান ও কালের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এ (ে ত্রে মানুষ মানুষকে শোষণ করার প্রয়োজন রোধ করে না বা উৎপাদন পদ্ধতি ও রাজনৈতিক (মতার মালিক কোনও শ্রেণীর কাছে শ্রমিকশ্রেণীকে অনুগত থাকতে হয় না।

৪.৬ মার্কসীয় ধারণার সারবস্তু

পরবর্তী শতকে পাশ্চাত্যে ইতিহাস-রচনার (ে ত্রে মার্কসের যে ইতিহাস ব্যাখ্যা এক বিপ্-বের সূচনা করে তাকে সং(েপে এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে(১। জ্ঞান কখনওই পর্যবে(ণ ও চিন্তাভাবনার এক বির্মূত প্রক্রি(য়া নয়— তা লাভ করতে হলে কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষের সক্রি(য় অংশগ্রহণ প্রয়োজন(২। এর ফলে তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ঐতিহাসিক জ্ঞান ও রাজনীতি অবিভাজনীয়(৩। মানুষের উৎপাদনের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাভাবনাকে উপলব্ধি করতে হবে(এবং ৪। বি(ি ও মীর ব্যবস্থাগুলিকে ঘটনার বাহ্যিক রূপ দিয়ে নয়, তাদের যুক্তি(গ্রাহ্যতার নিরিখে বিচার করতে হবে। মার্কস দৃষ্টিবাদী এই ধারণাকে বর্জন করেন যে ইতিহাসকে মূলত এক স্বাভাবিক বা স্বতস্ফূর্ত প্রক্রি(য়া হিসাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনার (ে ত্রে তিনি মানুষের অভিপ্রায় ও সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকাকে স্বীকার করেন। মার্কস এই ধারণাকেও

অস্বীকার করেন যে, ইতিহাসের আরো ব্যাখ্যা করার (ে ত্রে মানুষের অভিপ্রায়ের মধ্যে যুক্তি(গ্রাহ্য কাঠামোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

৪.৭ সাধারণ প্রবণতা বিজ্ঞানের ধারণা

ই জে হবস্‌বম ল(্য করেছেন যে, ঊনবিংশ শতকে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ইতিহাস-রচনার যেন বন্যা বয়ে যায়। এইসব ইতিহাসগুলি রচনা করেন টকুয়েভিল ও ফ্রাঁসোয়া গুইজটের মত বিশিষ্ট ব্যক্তি(রা। গুইজটের এক বিখ্যাত গ্রন্থ হল Memoris to serve as a History of My Age (1858-67)। ইতিহাস-রচনায় এই উৎসাহের এক দীর্ঘস্থায়ী ফল হল প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ। অতীতের স্মরণচিহ্(সংগ্রহ করা এক সর্বজনীন উদ্দীপনাতে পরিণত হয় এবং জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তখনও জাগ্রত হয়ে ওঠেনি এমন সব দেশের ইতিহাসবিদরা প্রায়শই জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করার কাজে নেমে পড়েন। এইভাবে ফরাসীরা প্রতিষ্ঠা করে তাদের Ecole des Chentes (1821), ইংরেজরা তাদের Public Records Office (1838)। এদিকে জার্মানরাও প্রকাশ করতে শু(করে Monumenta germaniae Historiae (1826)।

ঊনবিংশ শতকের এই আখ্যানগুলি মানবজাতির বিকাশের যে ব্যাখ্যা জ্ঞানদীপ্তি উপস্থাপিত করেছিল, সেগুলিকেই নতুন রূপ দিয়ে ইতিহাস-রচনার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করার কাজে লাগে। এই আখ্যানগুলিতে বিকাশ বা প্রগতির অর্থ হল অতীতের পাপগুলিকে কাটিয়ে ওঠা। কোঁতের কাছে ইতিহাস ছিল পুরাকাহিনী ও কাল্পনিক অনুমানগুলির বি(দ্ধে মানুষের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কাহিনী, যাতে শেষ পর্যন্ত জয় হয় বৈজ্ঞানিক যুক্তি(র।

তাঁদের মধ্যে যতই মতভেদ থাক, ঊনবিংশ শতকের অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি(ই এ ব্যাপারে এক মত ছিলেন যে ইতিহাস একটি গু(ত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিহাস মানুষকে তার অতীতকে বুঝতে ও ভবিষ্যতকে আন্দাজ করতে সাহায্য করে... ''ইতিহাস বীরদের গৌরবান্বিত করেছে ও গোষ্ঠীদের স্বীকৃতি দিয়েছে(সে মিত্র ও শত্রু বিজিত ও পরাজিত, দেশপ্রেমিক ও বি(্বাসঘাতককে পৃথক করেছে।''

৪.৮ উপসংহার

জার্মান বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যই ঊনবিংশ শতকের একমাত্র প্রধান চিন্তাধারা ছিল না। অষ্টাদশ শতকে ভলতেয়ারের রচনার মধ্যে আমরা ইতিহাসের প্রতি যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ল(্য করি, তা ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম দিকেও যথেষ্ট সক্রি(য় ছিল। সে যাই হোক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টবাদ সর্বত্র এই ভাববাদী ঐতিহ্যকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করায়। ইতিহাসকে ব্যবহার করা হতে থাকে জাতীয়তাবাদের অস্ত্র ও প্রগতি বা বিজ্ঞানের ধারণার বাহক হিসাবে। মার্কসের কাছে প্রগতির অর্থ ছিল সমাজের বিকাশ। এই কারণে তিনি সামাজিক পরিবর্তনের শক্তি(গুলির উপর আলোকপাত করতে চেয়েছিলেন।

৪.৯ অনুশীলনী

১. র‍্যাঙ্কের পরে জার্মানীতে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কি উল্টে যায়? অ্যাকটন কী ভাবে ইংরাজদের ইতিহাসে মেকলের প্রথাগত আখ্যানের পরিবর্তন সাধন করেন?

২. ঊনবিংশ শতকে ফরাসী ইতিহাস রচনার মূল প্রবণতাগুলি কী কী?

৩. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে জুলস্ মিশেলেট ও ফরাসী বিপ্-ব পরস্পরের কাছ থেকে অবিচ্ছেদ্য?

৪. কার্ল মার্কস ইতিহাসকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন?

৫. ঊনবিংশ শতকে ইতিহাস কি প্রগতির ধারণার মূল বাহক ছিল?

৪.১০ আকরগ্রন্থ সূচী

1. E. J. Hobsbawm : The Age of Revolution, New Delhi, 1992.
2. T.C.W. Blanning : The Nineteenth Century, Europe, Oxford, 2000.
3. Bernard Crick : Socialism, Delhi, 1998.
4. Raymond Aron : Main Currents in Sociological Thought, Vol. I, London, 1986.
5. David Caute : The Left in Europe since 1789, London, 1966.

একক ৫ ❑ মার্কস এবং আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের উদ্ভব

গঠন ঃ

৫.০ প্রস্তাবনা

৫.১ মার্কসবাদ এবং আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের উদ্ভব

৫.১.১ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

৫.১.২ সমালোচনা

৫.২ ট্রেভেলিয়ান এবং ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ইতিহাস

৫.৩ রাজনীতির সামাজিক প্রে(াপট (মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের নতুন ইতিহাস চর্চা

৫.৪ অনুশীলনী

৫.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ প্রস্তাবনা

বর্তমান পর্যায়ে সামাজিক ইতিহাস চর্চার তিনটি ধারার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সমাজ ও অর্থনীতির বি(ে-ষণে উনিশ শতকের মধ্যভাগে কার্ল মার্কস এক নতুন পথের প্রবর্তক। একে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। বিংশ শতকের প্রথমভাগে ইংরেজ ঐতিহাসিক জি. এম. ট্রেভেলিয়ান ইতিহাসকে শিল্পকর্ম রূপে প্রচার করেন। ঐতিহাসিককে অবশ্যই তথ্যানুগ হতে হবে। কিন্তু সেখানেই তার দায়িত্ব শেষ নয়। পাঠকের মনশ্চ(ে ইতিহাস যাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে, সে দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন ট্রেভেলিয়ান। পর্যায় শেষে আমরা মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রে ইতিহাসের সামাজিক প্রে(াপট রচনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছি।

৫.১ মার্কসবাদ এবং আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের উদ্ভব

কার্ল মার্কস কে ছিলেন

মহান জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ইতিহাসের এক নতুন বিচারপদ্ধতির জনক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাইন অঞ্চলের ট্রায়ার শহরে তাঁর জন্ম। পিতার ইচ্ছায় তিনি প্রথমে বন এবং পরে বার্লিন বি(েবিদ্যালয়ে শি(ালাভ করেন। এই সময়ে তিনি দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে হেগেলের রচনা গভীর আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন। হেগেলের বক্ত(ব্য অনুযায়ী এই পৃথিবীতে কোন কিছুই নিশ্চল নয়(দ্বান্দ্বিক প্রক্রি(য়ার মাধ্যমে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এক অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে। হেগেলীয় দর্শনের গতিশীলতা এবং দ্বন্দ্ববাদ মার্কস্ গ্রহণ করলেও হেগেলের ভাববাদ তিনি বর্জন করেন। বলা হয়, হেগেলের দর্শন এতকাল মাথার ওপর ভর দিয়েছিল। মার্কস তাকে পায়ের ওপর— অর্থাৎ বস্তুবাদী বুলিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে রাইনিশ জেইটুঙ্ নামে একটি বিপ্-বী পত্রিকায় সম্পাদনাভার মার্কস গ্রহণ করেন। প্রাসিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক সরকার অল্পকালের মধ্যে তা নিষিদ্ধ করে। মার্কস নির্বাসিত হন। প্যারিসে এসে তিনি প্রুধোঁ, হেন্রিক হাইনে প্রমুখ সমাজবাদীদের সঙ্গে যোগ দেন। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস নামে সমমনোভাবাপন্ন অপর একজন জার্মান বুদ্ধিজীবীর সঙ্গেও এখানে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। মার্কস এবং এঙ্গেলসকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা সম্ভব নয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী নির্দেশে মার্কস ফ্রান্স পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরে তিনি আশ্রয় নেন। এখানে এঙ্গেলসের সহযোগিতায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তার German Ideology গ্রন্থটি রচিত হয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার পরিচয় এতে মেলে। মার্কসের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কমিউনিস্ট লীগ গঠিত হয়। সংগঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মার্কস্ এবং এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনা করেন (১৮৪৮)। এখানে সমাজতন্ত্রের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি বলেন, ''মার্কসের রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সামাজিক শোষণের বি(দ্ধে বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদী মতগুলিকে এই গ্রন্থ একটি দার্শনিক প্রতিবাদে উদ্ভাসিত করে। সমাজতন্ত্রবাদকে এই গ্রন্থ একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়েছে।'' এই গ্রন্থে দুনিয়ার মজদুরকে এক হওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্-ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ায় বিপ্-বের বার্তাবাহী রাইনিশ জেঁইটুঙ্ পত্রিকা সম্পাদনা করে বিপ্-বীদের প(ে এই পত্রিকা বৎসরাধিক কাল প্রকাশ পেয়েছিল। মার্কসের শেষ জীবনের আশ্রয় ছিল ইংল্যান্ড। আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও তাঁর গবেষণায় কখনও ভাঁটা পড়েনি, রচনাকর্মও অব্যাহত ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ পায় সাম্যবাদের মহান গ্রন্থ ডাস ক্যাপিটাল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ লন্ডন শহরে মার্কস্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মার্কসের রচনায় তত্ত্ব এবং বাস্তবে তার প্রয়োগ সমান গু(ত্ব লাভ করেছে। উল্লিখিত German Ideology বা Capital গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তাঁর চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে সমসাময়িক ঘটনা বি(ে-ষণে। বিশেষত ফ্রান্সের ইতিহাস ও তার বিপ্-বী ঐতিহ্য তিনি যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করেছেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্-বের পরিপ্রে(তে The Class Struggle in France এবং লুই নেপোলিয়নের (মতারোহণ বিষয়ে The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon গ্রন্থ দুটির উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্যারিস কমিউনের সমর্থনে Civil War in France গ্রন্থটি লেখেন মার্কস্। তাঁর ইতিহাস সংত্র(ান্ত সামগ্রিক চিন্তার প্রধান সূত্রগুলি সং(েপে বর্ণনা করা যাক।

৫.১ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

মার্কসীয় দর্শনের মূলে আছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। পদার্থের মধ্যে র(ণশীল শক্তি(হচ্ছে থিসিস, পরিবর্তনকামী শক্তি(হল অ্যান্টি-থিসিস এবং এই দুয়ের টানাপোড়েনের পরিণাম সিন্থেসিস। যে কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তার কিছু পরেই দেখা দেয় তার বিপরীত। উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে জন্ম নেয় এক নতুন পরিস্থিতি। হেগেলের রচনায় আমরা প্রথম এই ধারণার সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি মনে করতেন আদর্শের সংঘাত ইতিহাসের চালিকা শক্তি(। মার্কস বাস্তবে দ্বান্দ্বিকতার সূত্রগুলি প্রথম প্রয়োগ করেন। হেগেলের মতের বিরোধিতা করে তিনি বলেন— কোন ঐশ্বরিক শক্তি(র ইচ্ছায় বা কোন ব্যক্তি(র একক প্রচেষ্টায় ইতিহাস সৃষ্টি হয়নি। ইতিহাস হল উৎপাদনব্যবস্থায় ব্যক্তি(ও তার বিষয়গত পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলশ্রুতি।

ইতিহাসের অর্থনীতির ব্যাখ্যার ওপর মার্কস জোর দিয়েছেন। প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই শ্রম এবং বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অন্যান্য প্রাণীরা শ্রমশক্তি(র মাধ্যমে পরিবেশকে কেবল ব্যবহার করতে পারে— তার রূপান্তর ঘটাতে পারে না। পশুশক্তি(র মাধ্যমে পরিবেশকে কেবল ব্যবহার করতে পারে— তার রূপান্তর ঘটাতে পারে না। পশুশক্তি(জৈবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত পেশীর সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মানুষের শ্রমের সঙ্গে যুক্ত(হয়েছে মস্তিষ্কের প্রয়োগ— কেবল দৈহিক শক্তি(র ওপর নির্ভর না করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠন করেছে বিভিন্ন উপকরণ, তাদের কাজে লাগিয়েছে। শ্রমের মাধ্যমে পরিবেশের বদল ঘটিয়ে ব্যক্তি(একদিকে মানুষ হিসেবে তার নিজের (মতা ও সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে(অন্যদিকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করেছে— বাস্তব পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার শ্রমশক্তি(কে প্রয়োগ করে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনে এবং শ্রমকে একটি সামাজিক রূপ দেয়।

মার্কস মনে করেন উৎপাদনব্যবস্থা সমাজকে পরিচালিত করে। Capital গ্রন্থের খসড়া (Grundvisse) রচনায় তিনি বলেন, উৎপাদিকা শক্তি(হল বিষয়বস্তু আর উৎপাদন সম্পর্ক আঙ্গিক। দুয়ের মধ্যে content এবং form–এর সম্পর্ক— একটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যটিকে ভাষা যায় না। উভয়ের সমন্বিত অবস্থাকে বলা হয় উৎপাদনপদ্ধতি (mode of production)। মানুষ এককভাবে তার প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এই কারণে প্রয়োজন হয় সম্মিলিত শ্রমশক্তি(র। ফলে উৎপাদিকা শক্তি(শু(থেকে সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। আদিম যুগে সমগ্র সমাজ উৎপাদনপ্রক্রি(য়ার অধিকারী ছিল। কিন্তু ক্র(মশ এক শ্রেণীর মানুষ ক্রী(তদাস প্রথার সাহায্যে ব্যক্তি(গত সম্পত্তির র(ণাবে(ণ এবং তার পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করে। ফলে, ক্রী(তদাসদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দেয় মার্কস মনে করেন, গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির পতনের তা প্রধান কারণ। অনুরূপভাবে দেখা যায়, রোম সাম্রাজ্যে ৭৪ থেকে ৭১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ক্রী(তদাসরা বিদ্রোহ করেছে।

ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে সামন্ততন্ত্রের যুগে ভূমিদাসরা ক্রী(তদাসদের মতো শৃঙ্খলিত না থাকলেও সমানই শোষণের শিকার হয়েছিল। সামন্ত প্রভুদের বি(দ্ধে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত বিদ্রোহগুলি তার প্রমাণ দেয়। যেমন— ইংল্যাণ্ডে ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহ জার্মানিতে ১৫২৪-১৫২৫ খৃষ্টাব্দে কৃষক বিদ্রোহ। ধনতন্ত্রে এই শোষণের ধারা অব্যাহত। পুঁজিপতিরা উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদনব্যবস্থার ওপর শ্রমিকদের কোন কর্তৃত্ব না থাকায় নির্ধারিত বেতনের পরিবর্তে তারা তাদের শ্রম বিক্রি(করতে বাধ্য হয়। পুঁজিপতিরা মুনাফা ভোগ করে। অথচ উৎপাদনব্যবস্থায় তাদের কোন ভূমিকা মার্কস্ স্বীকার করেন না। মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বে একমাত্র শ্রমকে মূলধন সৃষ্টির কারণ বিবেচনা করা হয়। মুনাফার ওপর শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে পুঁজিপতিরা তাদের বঞ্চিত করেছে বলে মার্কস মনে করেন।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-তে বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত পূর্ববর্তী যত সমাজের ইতিহাস আমরা জানি, তা শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। (''The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.'') শ্রেণী শব্দটি তিনি প্রথম ব্যবহার করেননি। তিনি নিজে জানিয়েছেন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো-র রচনায় সমাজে তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় (১) পুঁজিপতি বা মুনাফা অর্জনকারী (২) জমিদার বা খাজনা আদায়কারী এবং (৩) শ্রমিক বা বেতনভোগী। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্-বের শ্রেণীভিত্তিক আলোচনা করেছিলেন কয়েকজন ফরাসী ঐতিহাসিক (গিজো, মিনয় প্রমুখ)। ইতিহাসের নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে এমন আলোচনা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করতেন না। অ্যাডাম স্মিথ এবং রিকার্ডো শ্রেণী বিভাজনকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলেন।

মার্কস্ এবং এঙ্গেলস প্রথম উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রেণীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। মার্কসের মতে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ র(ার্থে রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শোষণকার্য অব্যাহত রাখা। রাষ্ট্রের আইন সেই উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়। উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকারী যারা তারা নিজেদের স্বার্থে উৎপাদন সম্পর্ককে র(া করতে চায়। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি(সমাজের বাস্তব ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উৎপাদন স্তরকে অতিত্র(ম করলে সংকটের সৃষ্টি হয়। পুরনো উৎপাদনসম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ে। উৎপাদিকা শক্তি(র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদন সম্পর্ক নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়। এভাবেই দাসব্যবস্থা থেকে সামন্ততন্ত্র পার হয়ে আমরা ধনতন্ত্রে উত্তীর্ণ হয়েছি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তি(র সামঞ্জস্য ঘটে না। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণী— অর্থাৎ যারা সম্পদের প্রকৃত উৎপাদক— সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কস্ এবং এঙ্গেলস ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটবে।

মার্কসের বিচারে যা কিছু ঘটে তা অর্থনৈতিক সূত্রে বাঁধা— এমন একটি ভুল ধারণা (economic determinism) আমরা প্রায়ই করে থাকি। এঙ্গেলস এই ধরনের সরলীকরণ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। উৎপাদন ব্যবস্থা ইতিহাসের চূড়ান্ত কিন্তু একমাত্র নিয়ামক নয়। তা হল বুনিয়াদ, যার ওপর রাষ্ট্র ও সমাজের সৌধ গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম বা সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনা ওপরের এই সৌধের অন্তর্গত। তাদের টানাপোড়েন ইতিহাসকে প্রভাবিত করে, কখনও কোন একটি উপাদানের প্রভাব সর্বাধিক মনে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণই চূড়ান্ত রূপে দেখা দেয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একটি ব্যক্তি(গত চিঠিতে এঙ্গেলস এইভাবে মার্কসের (এবং সহযোগী হিসাবে তাঁর নিজের) অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন। (Engels to Bloch, 21 September, 1890)

তাঁর পূর্ববর্তী সাম্যবাদীদের মার্কস্ 'কল্পনাশ্রয়ী' বলে মার্কস অভিহিত করেছিলেন (Utopian Socialism)। বিপরীতে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism) বা কমিউনিজম বলে তাঁর মত প্রচার করেছিলেন। তাঁর বক্ত(ব্য বিভিন্ন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তাঁর সমালোচকদের কতকগুলি প্রধান যুক্তি(নির্দেশ করা যেতে পারে।

৫.১.২ সমালোচনা

প্রথমত অর্থনীতিকে ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি(হিসাবে দেখতে অনেকে রাজি নন। ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্ক তাঁদের মতে অতি জটিল। কোন একটি বিশেষ কারণকে অন্যান্যগুলির তুলনায় অধিক গু(ত্বপূর্ণ ভাবা সব (ে ত্রে সম্ভব নয়। মানুষকে আদর্শের জন্য প্রাণত্যাগ করতে দেখা গেছে। অর্থনীতিক চিন্তা সেখানে গু(ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয়ত, মার্কস্ যেভাবে ইতিহাসের স্তর ভেদ করেন (আদিম সমাজতন্ত্র → দাসব্যবস্থা → সমাজতন্ত্র → ধনতন্ত্র) তা সব দেশের (ে ত্রে প্রযোজ্য নয়। কোন একটি স্তর এড়িয়ে বা উল্লম্ফন করে এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত একেবারে অনুপস্থিত নয়। মার্কস নিজের এই স্তর ভেদ সর্বত্র প্রযোজ্য কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন নি। 'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা' নামে স্বতন্ত্র উৎপাদনব্যস্থার উল্লেখ তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এর প্রকৃত তাৎপর্য সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এখন স্পষ্ট নয়।

তৃতীয়ত, মার্কস মনে করেন, উৎপাদন যেহেতু শ্রমলব্ধ, মুনাফায় পুঁজিপতিদের ন্যায্যত কোন অধিকার নেই। শিল্প পরিচালনা, নিয়োজিত মূলধনের সূত্র, বিজ্ঞাপনের ব্যয় প্রভৃতি তাঁর বিবেচনায় স্থান পায়নি।

চতুর্থত, মার্কস্ লিখেছিলেন ইউরোপে শিল্প-বিপ-বের প্রথম পর্বের অভিজ্ঞতা থেকে। আজকের পৃথিবীর অবস্থা

জানার সুযোগ তাঁর ছিল না। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে মজুরি বাড়িয়ে কাজের সময় হ্রাস করে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে স্বীকৃতি জানিয়ে এবং বিভিন্ন কল্যাণমুখী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে আপোসের পথ প্রশস্ত হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। তাই তাদের স্বার্থ সহজে উপে(া করা সম্ভব নয়।

ইতিহাসে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সর্বদা সফল হয়নি। শিল্প-প্রধান ধতান্ত্রিক দেশে তিনি ভেবেছিলেন সমাজবিপ-ব ঘটবে। কিন্তু কার্যত তা না হয়ে রাশিয়ার মতো সেকালে ইউরোপের অপে(াকৃত অনুন্নত একটি রাষ্ট্রে এই বিপ-ব সংঘটিত হল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির যে স্বপ্ন মার্কস দেখেছিলেন বাস্তবে তা রূপ নেয়নি। জাতীয় স্বার্থ বহু (ে ত্রে প্রবলতর প্রতিপন্ন হয়েছে। গত একশো বছরে প্রযুক্তি(র যে উন্নতি ঘটেছে তা অভাবনীয়। আজকের বিশ্বায়নের যুগে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা তাই নতুনভাবে বিবেচনা করতে হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতের অপে(ায় না থেকে বলা যায়, মার্কসবাদ শোষিত মানবসমাজকে এক নতুন মুক্তি(র আলো দেখিয়েছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে মার্কসবাদ পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত তত্ত্ব।

৫.২ ট্রেভেলিয়ান এবং ইংল্যান্ডের সামাজিক ইতিহাস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সম্মানিত ঐতিহাসিক সম্ভবত জি. এম. ট্রেভেলিয়ান (১৮৭৬-১৯৬২)। কেলী বয়েড (Kelly Boyd) সম্পাদিত Encyclopaedia of Historians and Historical Writings গ্রন্থে তাঁর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "Probably no other English historian after World War I was as successful and popular and received so many honours as G.M. Trevelyan." রচনার প্রসাদগুণ এবং লিবারেল বা উদারনৈতিক মতবাদে দৃঢ় বিশ্বাস ট্রেভেলিয়ানের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য

জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ান ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ চার্লস ট্রেভেলিয়ান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে মাদ্রাজের গভর্নর হয়েছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক মেকলে-র ভগিনীকে তিনি বিবাহ করেন। পরিবারে লিবারেল ভাবধারার প্রভাব সেই সময় থেকেই প্রবল ছিল। বেন্টিঙ্কের শাসনকালে মেকলের শি(ানীতি প্রণয়নে চার্লস ট্রেভেলিয়ানের সমর্থন ছিল।

পরবর্তীকালে তিনি বিলেতে অর্থ মন্ত্রকের কাজও কিছুকাল সামলেছিলেন। তাঁর পুত্র স্যার জর্জ অটো ট্রেভেলিয়ান ছিলেন গ্ল্যাডস্টোনের অনুগামী। আয়ারল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। যুক্ত(রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সুখ পাঠ্য ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন। পরিবারে এই লিবারেল আবহাওয়ায় ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান বড় হয়ে উঠেছিলেন। ইতিহাসের প্রতি পিতার অনুরাগ তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

প্রথমে হ্যারো স্কুলে এবং পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেভোলিয়ান শি(ালাভ করেন। তাঁর বিদ্যালয়ে শি(কদের মধ্যে ছিলেন জর্জ টাউনসেন্ড ওয়ান্যার এবং রবার্ট সমারভেল-এর মতো বিশিষ্ট পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ওপর সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন লর্ড অ্যাকটন। ইতিহাসে ভালো মন্দের দ্বন্দ্বে অ্যাকটন বলেন, ঐতিহাসিকের কর্তব্য ন্যায়ের প(অবলম্বন করা। তাঁর এই নির্দেশ ছিল যুগের পরিপ্রে(িতে ব্যতিত্র(মী। জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে মনে করতেন অতীতকে যথাযথভাবে তুলে ধরাই ইতিহাস। সেজন্য ঐতিহাসিককে হতে হবে নিরপে(। বিচারকের স্থান তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। রাঙ্কের এই আদর্শই উনিশ

শতকের ইউরোপে অনুস্যূত হয়েছিল। কেমব্রিজ বি(বিদ্যালয়ে অ্যাকটনের পূর্বসূরী সিলী (Sir John Robert Seeley, 1834-1895) ইংরেজ মনীষী টমাস কার্লাইল-এর ইতিহাস বিষয়ক রচনাগুলিকে গু(ত্বহীন বলেছিলেন, যেহেতু লেখকের ব্যক্তি(গত মতামত সেইসব রচনায় অত্যন্ত সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে। ট্রেভেলিয়ান অবশ্য এই মত মেনে নিতে পারেননি। কার্লাইলের ইতিহাস সম্পর্কিত লেখাগুলিতে আধুনিক আলোচনা পদ্ধতির সন্ধান না মিললেও কল্পনা এবং বর্ণনাশক্তি(র গুণে তাঁকে আদর্শ মানতে ট্রেভেলিয়ান দ্বিধা করেননি।

ইতিহাস বিষয়ে ট্রেভেলিয়ানের ধারণা বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে তাঁর *Clio am use, and other essays* গ্রন্থটির (১৯৩১) বিশেষ নাম করা যায়। এখানেই কার্লাইল প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বোল্লিখিত অভিমতের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। ইতিহাস ট্রেভেলিয়ানের কাছে শিল্পের মর্যাদা পেয়েছিল। গ্রীক সভ্যতায় শিল্প-কলার অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীদের অন্যতম ছিলেন Clio, ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে যাঁর উপাসনা করা হয়। ট্রেভেলিয়ান সে কথা স্মরণ করে ইতিহাস রচনায় প্রসাদগুণের ওপর বিশেষ জোর দেন। অ্যাকটনের মতো তিনিও মনে করেন ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য শি(াদান, মানুষের মন যাতে সুসংস্কৃত ও সম্প্রসারিত হয় (''to instruct, cultivate and enlarge the human mind'')। জাতীয় জীবনে ইতিহাস চর্চার গু(ত্ব রয়েছে, তা কেবল বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। দু ধরণের ইতিহাসের কথা এখানে ট্রেভেলিয়ান বলেছেন। এক, যা (ুদ্র সময়-সীমায় আবদ্ধ, পণ্ডিতরা যা নিয়ে তর্ক করেন। এবং দুই, মহাকালের বিস্তার— যার সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি, যে অতীতকে আমরা ফেলে এসেছি, তা ছিল এককালে বর্তমানের মতো বাস্তব, ভবিষ্যতের মতো অনিশ্চয়তায় ভরা। স্বার্থশূন্য রাজনীতি এবং নাগরিক জীবনের বিকাশের প(ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ আবশ্যক। ঐতিহাসিককে কেবল তথ্যানুসন্ধানী হলে হবে না(তাঁকে হতে হবে মহৎ কল্পনার অধিকারী, সময়ের স্পন্দন যাতে প্রকৃতই উপলব্ধি করা যায়। পাঠক মনে সে উপলব্ধি সঞ্চারিত হতে পারে কেবলমাত্র ইতিহাস সাহিত্য হয়ে উঠলে। পরিণত বয়সে ট্রেভেলিয়ান তাই বলেন—''The motive of history is at bottom poetic.'' (''History and the reader'', *An autobiography and other essays)*।

ট্রেভেলিয়ানের বক্ত(ব্য ছিল র‍্যাঙ্কের বিপরীত। অ্যাকটনের মৃত্যুর পর (১৯০২) তাঁর স্থলাভিষিক্ত(হয়ে ঐতিহাসিক জে. বি. বিউরি (১৮৬১-১৯২৭) প্রথমেই ঘোষণা করেন, ''History is a science, no less and no more.'' ট্রেভেলিয়ান এরপর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কেমব্রিজ বি(বিদ্যালয় থেকে দূরে ইতিহাস চর্চা করেন। ঐ বছর বিউরির মৃত্যুতে তাঁর শূন্য পদে বি(বিদ্যালয় কর্তৃপ(ট্রেভেলিয়ানকে বরণ করে নেন। উনিশ শতকে ইংল্যান্ডের লিবারেল দলের প্রাধান্য ইতিহাস রচনার (ে(ত্রেও প্রতিফলিত হয়। ট্রেভেলিয়ানের ওপর মেকলের প্রভাব এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মেকলের তেরিয়া মেজাজ কিম্বা লেখায় গবেষণার অপ্রতুলতা বা তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তির চিহ্ন(ট্রেভেলিয়ানে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ইতিহাসকে রসসাহিত্যে উন্নীত করতে তাঁদের জুড়ি নেই। তা ছাড়া, মেকলে হুইগ ইতিহাস-দর্শনের জনক। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব হল মানবসভ্যতার ত্র(মোন্নতিতে দৃঢ় বি(্বাস এবং বর্তমান নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে অতীতকে বিচার। হুইগ দৃষ্টিভঙ্গির অপর এক প্রধান প্রবক্ত(া লর্ড অ্যাকটন। ট্রেভেলিয়ান এই ধারাকেই বহন করে নিয়ে গেছেন। মেকলের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্পর্কের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ট্রেভেলিয়ানের রচনায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষের সংগ্রাম বিষয় হিসাবে গু(ত্ব পেয়েছে। একে আমরা তাঁর লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বলব তাঁর প্রথম গবেষণা গ্রন্থ *England in the age of Wycliffe* উনিশ শতকের শেষ বছরে প্রকাশিত হয়। জন ওয়াইক্লিফ ছিলেন চার্চ বিরোধী। চতুর্দশ শতকে তাঁর আবির্ভাব হয়। তাঁর ভক্ত(রা ললার্ড নামে ইতিহাসে পরিচিত। ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের কৃষক বিদ্রোহে তাঁদের

অনেকে অংশগ্রহণ করে। পরিণামে তাঁদের অনেকের প্রাণদণ্ড হয়। এই গ্রন্থে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি ট্রেভেলিয়ানের সহানুভূতি স্পষ্ট। বিদ্রোহীদের আচরণে তিনি নির্ভীক আত্মমর্যাদা এবং স্বাধীনতার আকাঙ(া ল(্য করেছেন। সতের শতকে স্বৈর শাসনের বি(দ্ধে পার্লামেন্টের স্বাধিকার র(ার সংগ্রাম এরপর ট্রেভেলিয়ান বর্ণনা করেন তাঁর *England under the Stuarts* গ্রন্থে (১৯০৪)। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, ইউরোপের অন্যত্র যখন একনায়কত্বের প্রতাপবৃদ্ধি, তখন রাষ্ট্র পরিচালনার (ে ত্রে ইংল্যান্ড কিভাবে এক বিকল্প দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই গ্রন্থে তিনি তা দেখাতে চেয়েছেন। উপসংহারে তাঁর সিদ্ধান্ত— স্বাধীনতার ল(্যে অন্য কোনও শতাব্দীতে সম্ভবত এই দ্রুত অগ্রগতি ঘটেনি। (''Never perhaps in any century have such rapid advances been made towards freedom.'') প্রথম বি(্বযুদ্ধের আগের বছরগুলিতে ট্রেভেলিয়ানের প্রতিভার সবচেয়ে সার্থক প্রকাশ বোধ হয় ঘটেছে ইটালির ঐক্য সাধনে গ্যারিবলডি-র ভূমিকা প্রসঙ্গে তিন খণ্ডে রচিত গ্রন্থে (১৯০৭ থেকে ১৯১১)। গ্রন্থটি রচনার পূর্বে গ্যারিবল্ডির সৈন্যদল যে পথে অগ্রসর হয়েছিল তিনি স্বয়ং তা পরিত্র(মা করেন।

দুই বি(্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ট্রেভেলিয়ানের সবচেয়ে স্মরণীয় কীর্তি তিন খণ্ডে *England under Queen Anne* গ্রন্থ রচনা (১৯৩০-১৯৩৪)। আঠারো শতকের সূচনায় ইংল্যান্ড শাসন করেন রানি অ্যান (১৭০২-১৭১৪)। এই সময়ের সমাজ ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং ইউরোপে প্রাধান্যের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ট্রেভেলিয়ানের রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। ধনীদের স্বার্থে সরকারের শস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার বি(দ্ধে উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে প্রবল গণবি(োভ দেখা দিয়েছিল। দুটি জীবনী গ্রন্থে *(The Life of John Bright* এবং *Lord Grey of the Reform Bill)* ট্রেভেলিয়ান এই সংগ্রামের কাহিনী লিখেছেন। আন্দোলনের অন্যতম নেতা জন ব্রাইট এবং যাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে শস্যের মূল্য নির্ণায়ক আইন প্রত্যাহার করা হয়, জন গ্রে— এই গ্রন্থ দুটির নায়ক। ১৯১৩ এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যথাত্র(মে এদের প্রকাশ ঘটে। উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের একটি সামগ্রিক ইতিহাসও ট্রেভেলিয়ান রচনা করেছিলেন (১৯২২)।

ট্রেভেলিয়ানের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *English Social History, a survey of six centuries : Chaucer to Queen Victoria* ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। এর আগে তিনি ইংল্যান্ডের ইতিহাস পরিত্র(মা করেছিলেন *History of England* গ্রন্থে (১৯২৬)। পাঠক মহলে *English Social History* বাদ দিলে, এটিই তাঁর সবচেয়ে সমাদৃত গ্রন্থ। ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ঐতিহাসিক বিবর্তন দুটি রচনারই মুখ্য উপজীব্য। *English Social History* গ্রন্থের ভূমিকায় ট্রেভেলিয়ান সামাজিক ইতিহাসের নঙর্থক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন— রাজনীতি বাদে জনগণের ইতিহাস হল সামাজিক ইতিহাস। (''Social history might be defined negatively as the history of a people with the politics left out.'') এই ধরণের বক্ত(ব্যের কম সমালোচনা হয়নি। সত্যিই তো, রাজনীতি বাদ দিয়ে বর্তমানে সমাজ-জীবনকে কল্পনা করা সম্ভব কি? রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আমাদের সমাজ-জীবনকে প্রতি মুহূর্তে প্রভাবিত করছে। বস্তুত, ওপরের উদ্ধৃত বাক্যের পরমুহূর্তেই ট্রেভেলিয়ানকে বলতে শুনি— রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সাধারণের জীবন বর্ণনা করা দুরূহ। বিশেষত যেখানে ইংরেজদের নিয়ে কথা। কিন্তু সামাজিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ভূরি ভূরি রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা হয়েছে। *English Social History* রচনার মাধ্যমে ট্রেভেলিয়ান চেয়েছিলেন কিছুটা ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে। সামাজিক পরিবর্তন তাঁর মতে ফল্গুধারায় নিজস্ব নিয়মে বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন হেতু প্রবাহিত হয়। রাজনীতি ওপরতলার ব্যাপার, সমাজ-জীবনে তা তত প্রভাব বিস্তার করে না। (''But, on the whole, social change moves like an underground river, obeying its own laws or those of economic change, rather than following the direction of political happenings that move on the surface of life.'') অর্থনীতি থেকে সমাজজীবন এবং সমাজ থেকে রাজনীতির উৎপত্তি ট্রেভেলিয়ান ল(্য করেন। সুতরাং তাঁর মতে সামাজিক ইতিহাস ছাড়া অর্থনৈতিক

ইতিহাস বন্ধ্যা এবং রাজনৈতিক ইতিহাস দুর্বোধ্য। (''For the social scene grows out of economic conditions, to much the same extent that political events in their turn grow out of social conditions. Without social history economic history is barren and political history is unintelligible.'') সামাজিক ইতিহাস কেবল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের সংযোগ সেতু নয়। অতীতে মানুষের জীবনযাপন, ব্যক্তি(গত ও শ্রেণীগত সম্পর্ক—সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্গত বলে ট্রেভেলিয়ান মনে করেন। ইতিহাসের প্রবাহজনিত তিনি ল(্য করেন। এক যুগের ল(ণ অন্য যুগে ফুটে ওঠে। কিন্তু ইতিহাসের কতটুকুই বা আমরা জানি। যা জানি, রচনার নির্দিষ্ট পরিসরে তার সবটা ফোটানো কি সম্ভব? সুতরাং কল্পনার ওপর নির্ভর করতে হয়। ইতিহাসকে হতে হবে সত্য(তার অভিপ্রায় কাব্যিক। ইতিহাস সত্য হয়ে উঠলেই তাতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সমন্বয় সৃষ্টি হবে। ট্রেভেলিয়ানের ইতিহাস চেতনার সারমর্ম এভাবেই *English Social History* গ্রন্থের মুখবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।

''Truth is the criterion of historical study ; but its impelling motive is poetic. Its poetry consists in its being true. There we find the synthesis of the scientific and literary views of history.''

ট্রেভেলিয়ানের মূল্যায়নে বলা হয়েছে— তিনি ইতিহাস — রচনায় কোন নতুন ধারার প্রবর্তন করেননি(প্রচলিত ধারার উৎকর্ষ আরও বেশি ফুটিয়ে তুলেছেন। ইতিহাস—রচনার যে ধারায় মেকলে কার্লাইল এবং অ্যাকটন প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইতিহাস—রচনার এই হুইগ ধারাকে ঐতিহাসিক হারবার্ট বাটারফিল্ড (Herbert Butterfield) তাঁর *Whig Interpretation of History* গ্রন্থে সমালোচনা করেছেন। বর্তমানের নৈতিক মাপকাঠিতে অতীতকে বিচার করতে গিয়ে এই ধারার ঐতিহাসিকরা অতীতকে তার নিজস্ব শর্তে গ্রহণ করতে অপারগ বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। ইংল্যান্ডের ইতিহাস টোরি এবং হুইগদের মধ্যে বিভাজিত মনে করে তিনি রানি অ্যানের রাজত্বকালে রাজনীতিকদের আচরণে স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় বুঝে উঠতে পারেননি। ঐতিহাসিক স্যার লিউইস নেমিয়ার ব্যক্তি(গত অভিসন্ধির দ্বারা রাজনীতিকরা পরিচালিত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলে ট্রেভোলিয়ান আপত্তি করেন। পরে অবশ্য *George III and the Historians* গ্রন্থে নেমিয়ার তাঁর পূর্বের বক্ত(ব্য খানিক সংশোধন করেছিলেন। ট্রেভেলিয়ানের বি(-ষণে সামাজিক বর্গ (sicuak category) বা পরিসংখ্যানগত আলোচনা পাওয়া যাবে না। গৃহযুদ্ধে ভূস্বামীদের (জেন্ট্রি) অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে টনি-র বক্ত(ব্যে তাঁকে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখি না। ট্রেভেলিয়ানের কাছে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ মতাদর্শগত সংঘাত (''war of ideas'')। তবে তাঁকে এক কট্টর হুইগ ভাবা ভুল হবে। রানি অ্যানের শাসনকালে টোরিদের ভূমিকা বরং তাঁর অপে(াকৃত সমর্থন পেয়েছে। ইংল্যাণ্ডের সংবিধান তিনি মনে করেন টোরি এবং হুইগদের ভারসাম্য র(ার ফল। ইংরেজ জাতির ইতিহাস নিয়ে ট্রেভেলিয়ান গর্ব বোধ করেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিতর্ক থেকে দূরে থাকলেও পাঠযোগ্যতা যদি ইতিহাস-রচনার সাফল্যের প্রধান একটি মানদণ্ড হয়, তবে ট্রেভেলিয়ারের কৃতিত্ব বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। এমন শিল্পগুণান্বিত রচনা খুব কম ঐতিহাসিকের প(ই লেখা সম্ভব হয়েছে। এই দিক দিয়ে তিনি গিবন এবং মেকলের যথার্থ উত্তরসূরী।

৫.৩ রাজনীতির সামাজিক প্রে(াপট(মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রে নতুন ইতিহাস চর্চা

উনিশ শতকের শেষ থেকে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রে একচেটিয়া কারবার এবং বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যে

Progressive Movement নামে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। শি(ত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী একে সমর্থন জানায়। অর্থনৈতিক শোষণের ফলে সমাজে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় Progressive আন্দোলন তা দূর করতে চেয়েছিল। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পুঁজিপতিরা যে অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আন্দোলনকারীরা তার প্রতিকার চেয়েছিলেন। গণপ্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বচ্ছ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কার-কার্যে সরকারের সহযোগিতা তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন। ইতিহাস চর্চার (ে ত্রে এই সংস্কারমুখীনতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছিলেন ফ্রেডারিক জ্যাকসন টার্নার, চার্লস রিয়ার্ড এবং কার্ল বেকার।

অ্যাটলান্টিক উপকূল থেকে শু(করে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের ত্র(মাগত বিস্তার ঘটেছিল পশ্চিমদিকে। সেখানে নতুন ভূখণ্ড সর্বদাই বসতি স্থাপনের জন্য হাতছানি দিত। এই নতুন বসতিগুলিতে কায়েমী স্বার্থ গড়ে ওঠার অবকাশ ছিল না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল জন-অধ্যুষিত না হওয়া পর্যন্ত যুক্ত(রাষ্ট্রের পশ্চিমে বিস্তারের সুযোগ (দ্ধ হয়নি। যুক্ত(রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিকাশের অন্যতম কারণ সন্ধান করেছেন টার্ণার। অন্যদিকে, সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রবর্তনের সময় থেকে যুক্ত(রাষ্ট্রে কায়েমী স্বার্থের প্রভাব ল(্য করেছেন রিয়ার্ড। যুক্ত(রাষ্ট্রের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান (মতাধিকারের প্রতিশ্রুতি এবং ফল লঙিঘত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। আঠার শতকের ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তা যুক্ত(রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে কতখানি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তা স্মরণ করেন কার্ল বেকার।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড হফ্স্টাডার (Richard Hofstader) তাঁর *The American Tradition and the men who made it* গ্রন্থ Progressive ঐতিহাসিকদের বক্ত(ব্যের বিরোধিতা করেন। পুঁজিবাদী দেশ যুক্ত(রাষ্ট্র। জেফারসন, জ্যাকসন, লিঙ্কন প্রমুখ যে সব রাষ্ট্রপতি Progressive ধারণার ধনতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে আদর্শায়িত তাঁরা যে মূল ধারার ব্যতিত্র(ম নন, হফ্স্টাডারের লেখায় তা ফুটে ওঠে। গ্রন্থের ভূমিকায় তাই তিনি বলেছেন— ভ্রাতৃত্ববোধ নয়, মার্কিন গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল অর্থগৃধ্নুতা (''it has been a democracy in cupidity rather than a democracy of fraternity.'') যুক্ত(রাষ্ট্র পুঁজিবাদের সাফল্যের ফলে ব্যক্তি(গত সম্পদ এবং স্বাধীন শিল্পোদ্যোগের ন্যূনতম শর্ত লঙঘন করা কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের প(সম্ভব নয়।

প্রাচুর্যকে মার্কিন সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য মনে করেন ডেভিড পটার (David M. Potter)। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বই *People of Plenty : Economic abandaned and the American Character*। উৎপাদনমুখী সমাজে নিত্য নতুন চাহিদার উদ্ভব হয়, আবার চাহিদা পূরণের ল(্য উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে। লাভের উদ্দেশ্যে কেবল যে অর্থনীতি পরিচালিত হয় তা নয়, জীবনযাত্রার সব (ে ত্রেই তার প্রভাব পড়ে। নতুন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনে ঝুঁকি নেবার সাহস, জেদ, সঙ্কল্প, উচ্চাশা এবং আত্মবি(্বাস প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য মার্কিন চরিত্রে সহজাত। প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি(র জন্য তার কর্মদ(তার ওপর নির্ভর করে, জীবনসংগ্রামে পিছিয়ে পড়লে উপযুক্ত(সাহায্য সবসময় মেলে না। প্রাকৃতিক সম্পদ ত্র(মাগত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ডেভিড পটার এইভাবেই যুক্ত(রাষ্ট্রের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। তৈহাসিক ড্যানিয়েল বুরস্টিন (Deniel J. Boorstin) ১৯৫৮ সালে যুক্ত(রাষ্ট্রের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর তিন খণ্ড ব্যাপী গ্রন্থের প্রথমটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থের শু(তেই সিদ্ধান্ত হিসাবে তিনি ঘোষণা করেছেন— কোনও পরিকল্পনা বা ল(্যপথে অগ্রসর হওয়ার তুলনায় যুক্ত(রাষ্ট্রের বিবর্তন বেশি ঘটেছে ইউরোপের স্থানচ্যুতির কারণে (''A new civilization was being born less out of plans and purposes than out of the unsettlement which the New World brought to the ways of the old.'') পরবর্তী খণ্ডগুলির শু(তেও বুরস্টিন বলেছেন—যুক্ত(রাষ্ট্রের ইতিহাসের মূল কথা হল অন্বেষণ, যুক্ত(রাষ্ট্রের ঐক্য যতটা প্রয়োজনভিত্তিক ততটা আশাবাদী নয়।

১৯৫০-এর দশকে যুক্ত(রাষ্ট্রের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে মার্কিন ঐতিহাসিকদের বিশেষ উৎসাহের পিছনে ছিল দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অন্যতম শক্তি(হিসাবে সে দেশের প্রতিষ্ঠা লাভ। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় (Cold War) কমিউনিজমের বিরোধিতায় মার্কিন জনমতে এক আশ্চর্য মিল দেখা যায়। মার্কিন ইতিহাসে এই পর্ব Age of Consensus নামে পরিচিত। কোন নির্দিষ্ট মতবাদের আশ্রয় ছাড়াটা (মতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং আর্থিক বিকাশে সাধারণের অংশগ্রহণ সম্ভব হল যে উদারনীতিবাদের ফলে, ঐতিহাসিকরা তার সমর্থনে পঞ্চমুখ হলেন। সমাজবিজ্ঞানী লুই হার্টস (Louis Hartz) তাঁর The Liberal Tradition in America গ্রন্থে (১৯৫৫) বলেন— ইউরোপ তার দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাসে পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাত্রার সময় যেরকম সামাজিক বিপ-ব দেখেছে, যুক্ত(রাষ্ট্রে তা প্রত্য(করা যায় না। যুক্ত(রাষ্ট্রীয় কাঠামো র(ার প্র্নে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ হয়েছিল(রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন তার ফলে হয়নি। অন্য সময় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সে দেশের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার (ে ত্রে গণতান্ত্রিক মতৈক্যের এই দিকটি উনিশশো পঞ্চাশের দশকে যুক্ত(রাষ্ট্রে প্রাধান্য পেয়েছিল। সে কারণে মার্কিন ইতিহাসে এই পর্বকে Age of Consensus এবং এ পর্বে ঐতিহাসিকদের Consensus Historians বলা হয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের বি(দ্ধে দেশব্যাপী প্রতিত্রি(য়া, ছাত্র বি(ে াভ, বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি কারণে পরবর্তী এক দশকের মধ্যে যুক্ত(রাষ্ট্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ইতিহাস-রচনায় তার প্রভাব পড়ে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে হফ্স্টাডারের ছাত্র লী বেনসন (Lee Benson) প্রণীত *The Age of Jacksonian Democracy : New York as a Test Case* প্রকাশিত হয়। জ্যাকসন ছিলেন যুক্ত(রাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তিনি মার্কিনে রাষ্ট্রপতি থাকাকালে (১৮২৮-১৮৩৬) সে দেশে গণতন্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বেনসন মনে করেন ধারণাটি অতিরঞ্জিত। যুক্ত(রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্য তালিকা বি(ে-ষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর ভোট-ভাবনা কেমন একই রকম হয়। ভোট-দাতার অর্থনৈতিক অবস্থা বা শ্রেণীগত অবস্থানের তুলনায় তিনি কোন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি তা জানা বেনসনের মতে বেশি গু(ত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের সদস্য তালিকা বি(ে-ষণে তিনি যন্ত্রগণকের (Computer) সাহায্য নিয়েছেন। মার্কিন ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা প্রথম কমপিউটারের সাহায্যে পরিসংখ্যান বি(ে-ষণ করে ইতিহাসের গবেষণায় কাজে লাগিয়েছেন, বেনসন তাঁদের অন্যতম। গত চল্লিশ বছরে আরও অনেক মার্কিন ঐতিহাসিককে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা গেছে। ইতিহাসকে গাণিতিক শৃঙ্খলায় বাঁধা যায় কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে প্রচুর। সব (ে ত্রে এ পদ্ধতির প্রয়োগ সুফল দিয়েছে বলা যাবে না। প্রসঙ্গত রবার্ট উইলিয়াম ফোগেল এবং স্ট্যানলি এল এঙ্গারম্যান (Robert William Fogel and Stanley L. Engerman) প্রণীত *Time on the Cross : The Economics of American Negro Slavery* গ্রন্থের নাম করা যায়। ১৯৭৪ সালে এটি দু-খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। যুক্ত(রাষ্ট্রে ক্রীতদাস ব্যবস্থা যতটা অমানবিক বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তার অনেকটা অতিরঞ্জিত বলে এখানে লেখকরা প্রচুর পরিসংখ্যানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ বি(ে-ষণ পদ্ধতি এবং তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তির কারণে তাঁদের বক্ত(ব্য গৃহীত হয়নি।

মার্কিন ঐতিহাসিকদের মধ্যে বামপন্থী প্রভাব অনুপস্থিত নয়। মার্কসের বক্ত(ব্য হুবহু অনুসরণ না করলেও নয়া বাম ঐতিহাসিকরা (New Left historians) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজনমতো গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের পর যুক্ত(রাষ্ট্রের বিদেশনীতির এঁরা কঠোর সমালোচক। উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম অ্যাপলম্যান উইলিয়ামস (Wiliam Appleman Willians), গ্যাব্রিয়েল কল্কো (Gabriel Kolko), লয়েড গার্ডনার (Loyd C. Gardner) প্রমুখের নাম করা যায়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের জন্য এরা প্রধানত মার্কিন বিদেশনীতিকে দায়ী করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী সি. রাইট মিলস (C. Wright Mills) তাঁর *The Power Elite* গ্রন্থে (১৯৫৬) দেখিয়েছেন, যুক্ত(রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কর্তারা পুঁজিপতি এবং রাজনীতিবিদদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিভাবে সরকারী নীতিকে

প্রভাবিত করছেন। গ্যাব্রিয়েল কল্‌কো রচিত *The Politics of War : The world and United States Foreign Policy, 1943-1945* এবং *The Roots of American Foreign Policy* গ্রন্থে মার্কিন নয়া বাম ঐতিহাসিকদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মার্কিন রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা ও বিতর্ক নিত্য নতুন আলোকপাতে প্রায় প্রতিদিনই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

৫.৪ অনুশীলনী

1. মার্কসের ইতিহাস চিন্তা কি কারণে বৈপ্লবিক?
2. ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে হেগেল এবং মার্কসের পদ্ধতিগত পার্থক্য কি ছিল?
3. ইংল্যাণ্ডে সামাজিক ইতিহাস রচনায় ট্রেভেলিয়ান কি কারণে বিশিষ্ট?

৫.৫ গ্রন্থপঞ্জী

শোভনলাল দত্তগুপ্ত— মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা

S. William Halperin — Some Twentieth Century Historians

একক ৬ ❑ মরিস ডব এবং পুঁজিবাদের উত্থান

গঠন ঃ

৬.১ ভূমিকা

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ মূল্যায়ন

৬.৪ অনুশীলনী

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ ভূমিকা

ধনতন্ত্রের উদ্ভব ইতিহাসের একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা করে। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রি(য়া বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা চলেছে। এই বিতর্কে নতুন একটি অধ্যায়ের সংযোজন করেন বামপন্থী অর্থনীতিবিদ মরিস ডব। পর্যায়ের প্রথম এককে তাঁর প্রধান বক্ত(ব্য এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার সংি(প্ত পরিচয় দেওয়া হল। ইউরোপে পুঁজিবাদের প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছিল যে সমস্ত দেশে ইংল্যান্ড তার মধ্যে অগ্রগণ্য। পিউরিটান ধর্ম মতবাদ কিভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিল বোঝাতে চেয়েছিলেন ঐতিহাসিক Tawney। তিনি ব্রিটেনের শ্রমিকদলের অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন। সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে রাজনীতিতে নতুন এক সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা লাভ কিভাবে ঘটনাস্রোতকে প্রভাবিত করেছিল তার একটি বি(-ষণ তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। তাঁর সিদ্ধান্ত বিষয়ে ঐতিহাসিকদের প্রক্রি(য়া পর্যায়ের শেষাংশে দেখানো হয়েছে।

৬.২ প্রস্তাবনা

উক্ত(অধ্যায়টি পড়ে আপনি জানতে পারবেন যে প্রখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক মরিস ডবের রচনার মধ্য দিয়ে কিভাবে ধনতন্ত্র তথা পুঁজিবাদের উত্থান ঘটেছিল। পুঁজিবাদের উত্থান নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু কিছু বিতর্ক যেমন আলোচ্য অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে তেমনিই মরিস ডবের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যার পশ্চাতে তাঁর মূল্যবান বক্ত(ব্য আলোচনা করা হয়েছে।

মরিস ডব—দ্বিতীয় বি(শ্বযুদ্ধের পর বৃটেনে বাম চিন্তাধারার অন্যতম প্রতিনিধি মরিস ডব। তিনি কেমব্রিজ বি(শ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। একই সঙ্গে *Marxism Today* নামে মার্কসীয় চিন্তার প্রসারে নিয়োজিত একটি পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য রূপে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *Studies in the Development of Capitalism* ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এরপর দু-দশক ধরে তিনি অর্থনীতি বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *On Economic Theory and Socialism* এবং *Wages, An Essay in Economic Growth and Planning* (১৯৬১) এবং Capitalism

Yesterday and Today (১৯৬২)। ১৯৬৭ সালে Soviet Economic Development since 1917 নামে একটি গ্রন্থে তিনি সোভিয়েট অর্থনীতির সমী(া করেন।

Studies in the Development of Capitalism নামক গ্রন্থে মরিস ডব মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও তার নুতন এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উত্থান সম্পর্কে তাঁর বক্ত(ব্য পেশ করেন। ডবের বক্ত(ব্য অনুযায়ী সামন্ততন্ত্রের পতন ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন যুগ-সন্ধি(ণের উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের উপরই তিনি সবচেয়ে বেশি গু(ত্ব আরোপ করেন এবং সমসাময়িক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উপর গু(ত্ব দিতে নারাজ ছিলেন। তাঁর মতে দূর বাণিজ্য নিছক অনুঘটকের কাজ করেছিল, তার চালিকা শক্তি(ছিল না। উল্লেখ্য বাণিজ্যের দিগন্ত উন্মুক্ত(হওয়ার দ(ন বণিকেরা ম্যানরের বাইরে থেকে পণ্য সম্ভার ও বিলাসদ্রব্য আনতে শু(করেন। ত্র(মে সামন্ত প্রভুদের মধ্যে ঐ সব দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সঠিক অর্থের তাগিদে সামন্ত্র প্রভুরা প্রজাদের উপর কর চাপাতে থাকে। শেষে বর্ধিত চাহিদা মেটাতে খাজনা শস্যের বদলে নগদে চাইতে শু(করে। একে প্রক্রি(য়াকে খাজনার নগদীকরণ (Commutation of rent) বলা হয়।

ডবের মতে সামন্ততন্ত্রের পতনের মূল কারণ ছিল সামন্তপ্রভুদের ত্র(মশ বাড়তে থাকা চাহিদা। মামুলি প্রযুক্তি(র সাধারণ উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না বলে ভূমিদাসরা পালাতে শু(করে। প(ান্তরে সামন্ত প্রভুরাও উৎপাদন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে চাহিদা এমন জায়গা নিয়ে গিয়েছিলেন যা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মেটানো সম্ভব ছিল না। চাহিদা ও উৎপাদন ব্যবস্থার এই বিরোধকেই ডব সামন্ততন্ত্রের অন্তর্বিরোধ বলেছিলেন।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ও পুঁজিতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে কৃষিব্যবস্থার সম্পর্ক অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে মার্কসের চিন্তাধারা উল্লেখ্য। মার্কসের মতে পুঁজিবাদের সূচনা হয়েছিল কৃষি(ত্রের উদ্বৃত্ত সম্পদ বাণিজ্য (ত্রে বিনিয়োগের ফলশ্রুতি হিসাবে। তাঁর মতে এই প্রক্রি(য়ার মূল কাণ্ডারী ছিল কৃষিসমাজের অন্তর্গত বিত্তশালী কৃষক ও নগরাঞ্চলের বণিকশ্রেণীর।

ডব দেখান যে খাজনার নগদীকরণ প্রক্রি(য়া শু(হলে খাজনা মেটানোর তাগিদে কৃষকেরা তাদের উৎপাদনের সিংহভাগ নগদ অর্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে, বাজারে বিক্রি(করতে শু(করে। এইভাবে বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে সে যে মুনাফা অর্জন করত সেই সব উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে সে অন্যান্য সাধারণ কৃষকদের নিকট হতে পণ্য ক্র(য় করত এবং সেই পণ্য নিয়ে সে পুনরায় বিক্রি(র উদ্দেশ্যে বাজারে যেত। এভাবেই সাধারণ কৃষক ত্র(মশ পুঁজিপতি কৃষকে পরিণত হয়। ডবের মতে ধনতন্ত্রের উত্থানে পুঁজিপতি কৃষকের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিত্তশালী কৃষক কৃষি উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে জমিতে লগ্নি করতে শু(করে।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক ইতিহাসে ডবের উল্লেখযোগ্য অবদান এই ছিল যে শিল্প-পুঁজির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বুর্জোয়া ভূমিকাকে নস্যাৎ করে গ্রামাঞ্চলের অতি সাধারণ পণ্য উৎপাদকদের উপর গু(ত্ব আরোপ করেন। কারণ তারা উৎপাদকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ধনতান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা সংক্র(ান্ত বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি(র পথ খুঁজছিল। অর্থাৎ ডব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ঐ সব (দ্র উৎপাদক এবং দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। সুতরাং পুঁজিবাদের প্রাথমিক পর্যায় সংক্র(ান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি (দ্র ও মাঝারি কৃষকদের পণ্য উৎপাদক এবং উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিনিধি বলে চিহ্নি(ত করেন। ডবের মতে ঐ সময় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রি(য়ার প্রতিনিধি হিসাবে (দ্র ও মাঝারি মাপের স্বাধীন কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ডব সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উপর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভাবের কথা অস্বীকার করেননি। যেখানে পুঁজিপতি কৃষক

উদ্‌বৃত্ত জমিতে লগ্নী করে পুঁজি বাড়াতে সফল হয় সেখানে বাণিজ্যের সাফল্যও তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। ফলস্বরূপ বাণিজ্য বিশেষ লাভজনক হয়ে উঠে। ত্র(মে সমাজের অন্যান্য শ্রেণিও অনুরূপভাবে কৃষি ও জমিতে লগ্নী করতে সম্মত হয়। এই প্রসঙ্গে ডব আর ও দুটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রথমত শহরের বাজার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াতের বহু পথঘাট থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের অগ্রবর্তী দ(িণ পূর্বাঞ্চল নয়, প্রত্য(বাধ্যতামূলক শ্রম সেবারূপে ভূমিদাসত্বের অবসান ঘটেছিল, অপে(াকৃত পশ্চাদ্‌পদ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। দ্বিতীয়ত পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে পূর্ব ইউরোপের বহু অঞ্চলের ভূমিদাসত্বে ও দৃঢ়তর (??) হবার প্রত্রি(য়াও জড়িয়ে ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে।

এদিকে কৃষক কৃষিজীবি সম্প্রদায় ত্র(মে ত্র(মে তার (ে ত খামার ও কৃষি(ে ত্রের উন্নতি ঘটাতে তৎপর হয়েছিল। সেই সঙ্গে তারা তাদের প্রতিবেশী অন্যান্যদের শ্রমশক্তি(ত্র(য় করতে থাকে। ধীরে ধীরে বৃহৎ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে তারা তাদের নিজস্ব উৎপাদন পদ্ধতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে (ান্ত হয়নি। একই সাথে তারা নিজেদের শহরাঞ্চলে পুঁজিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের (ুদ্র ব্যবসায়ী হিসাবে নয়, শহরাঞ্চলের শিল্পপতি হিসাবেও গু(ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বস্তুত ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধের সময় ত্র(মওয়েলের নিউ মডেল আর্মি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টস্‌ সমসাময়িক প্রাদেশিক উৎপাদন এবং (ুদ্র ও মাঝারি শ্রেণির সমর্থন লাভ করেছিল। শেষে এরাই ছিল ইংলন্ডের রাজদ্রোহীদের স্থায়ী সমর্থক। অন্যদিকে সনদপ্রাপ্ত বণিক শ্রেণি এবং একচেটিয়া কারবারীরা রাজতন্ত্রের প্রকৃত সমর্থক। আর ঐ একই সময় বাণিজ্যপুঁজির ধারক ও বাহকেরা প্রগতির পথ পরিহার করে প্রতিত্রি(য়াশীল সামন্তশ্রেণীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ছাড়া ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক অগ্রগতি সম্ভব নয়, অবশ্যই আভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ও বাহ্যিক প্রভাব সমূহ পরস্পরের উপর ত্রি(য়া প্রতিত্রি(য়া করে এবং ডব দেখিয়েছেন যে সমাজ বিবর্তনের উপর বাহ্যিক শক্তি(সমূহের প্রভাব বিপুল কিন্তু তা সত্ত্বেও বাহ্যিক শক্তি(সমূহ যে প্রভাব ফেলে, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি তারই বিশেষ আকার ও গতি নির্ধারণ করে দেয়।

ডবের আলোচনার বা বক্তব্যের অন্যতম গু(ত্বপূর্ণ দিক হল এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যে পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে সাধারণ উৎপাদন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত(অপে(াকৃত অসম্পন্ন কৃষকেরা স্বাধীন হয়ে পড়েছিল এবং সমাজব্যবস্থাতেও তারা তাদের স্বতন্ত্রভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে সামর্থ হয়েছিল। সুতরাং ডবের বক্তব্য এক গু(ত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়কে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত(করেছে। প্রথমত এই সাধারণ মাপের উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তার প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এরপর দ্বিতীয় স্তরে এই অতি সাধারণ উৎপাদন ব্যবস্থা উৎপাদন পদ্ধতির ত্র(মোন্নতির তালে তালে সামন্ততান্ত্রিক নানা ধরণের বিধিনিষেধের গণ্ডি অতিত্র(ম করে ফেলে। শেষে সামন্ততন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির পথ প্রশস্থ হয়।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এই রূপান্তর অর্থাৎ সামন্তদের শ্রমদানে থেকে অব্যাহতি লাভের তাগিদে অর্থপ্রদানের মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি(লাভ মুদ্রাতন্ত্রের প্রসার ও খাজনার নগদীকরণের দ(ণ সম্ভব হয়েছিল। আর এরই ফলশ্রুতি হল চতুর্দশ শতাব্দীতে ভূমিদাস প্রথার অবসান এবং ত্র(মে ত্র(মে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ। তবে চতুর্দশ শতাব্দীতে শু(করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রারম্ভিক পর্যায়ে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল প্রায় দু-শত বৎসর। সেইমত ষোড়শ শতাব্দীর শু(থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনাকাল ধরা হয়। ইংলন্ডের ইতিহাসের দিক থেকে তৃতীয় এডওয়ার্ড প্রথম এলিজাবেথ। ডব এই মধ্যবর্তী পর্যায়কে শু(তে সামন্ততান্ত্রিক নয় আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও নয় বলে অভিহিত করলেও শেষ পর্যন্ত একেই রূপান্তর পর্ব অর্থাৎ পুরানো ব্যবস্থার দ্রুত অধঃপতন এবং নতুন অর্থনৈতিক প্রত্রি(য়া ও পদ্ধতির ত্র(মবিকাশ বলে অভিহিত করেন।

মরিস ডবের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যার পশ্চাতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক—

মার্কসের মতে ব্যবসা-বাণিজ্য সামন্ততন্ত্রের বাহিরে নয়। সামন্ত প্রথার রূপান্তর হয় অধীন চাষী বা ভূমিদাসের কাজকর্ম আর ভূস্বামী প্রভুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রূপান্তরের ফলে অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপান্তরের ফলে আর তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপান্তর ঘটে তারই সাথে (দ্রষ্টব্য মার্কস Capital গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে) উল্লেখ করেছেন যে যে ব্যবস্থার চাষী উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী হয়েও সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েকদিন বিনা মজুরীতে প্রভুর জমিতে চাষ করে সে ব্যবস্থায় কর শ্রমকর-এর আকার নেয়। পরের পর্যায়ে শ্রমকর রূপান্তরিত হয় উৎপন্ন ফসলের দেওয়া কর অথবা Rent in King-এ, তৃতীয় পর্যায়ে ফসলে দেওয়া কর রূপান্তরিত হয় নগদ অর্থে দেওয়া কর অথবা Money Rent-এ। এ অবস্থায় চাষী ফসলের বদলে তার দাম ভূ-স্বামী প্রভুর হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এর একটি অর্থ যে, উৎপাদনের একাংশ অবশ্যই পণ্যে রূপান্তরিত হয়, পণ্য হিসাবে উৎপাদন হয়ে ওঠে তার প্রাথমিকরূপ। এরপরে দেখা যায় নগদ করের ব্যবস্থায় ভূস্বামী এবং চাষীদের সম্পর্ক রূপান্তরিত হয় বিশুদ্ধ নগদ অর্থের সম্পর্কে। ফলে সৃষ্টি হয় ভূমিহীন দিনমজুর শ্রেণীর সৃষ্টি। স্বাভাবিকভাবে অপে(াকৃত সচ্ছল চাষীরা মুনাফার জন্য দিনমজুরদের শোষণ করতে থাকে এইভাবেই প্রশস্ত হয় ভবিষ্যৎ পুঁজিপতি রূপে তাদের উদ্ভব ও বিকাশের পথ।

১৯৪৬ সালে Studies in the Development of Capitalism গ্রন্থে প্রকাশিত সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরের মরিস ডবের পেশ করা রূপরেখা আর পল স্যুইজীর সে রূপরেখার সমালোচনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সুপরিচিত The Transition from Feudalism to Capitalism-বিতর্ক যাতে ডব আর স্যুইজী ছাড়াও রডনী হিলটন, ত্রি(স্টোফার হিল, কোহাচিরো তাকাহাসি, জন হেরিংটন, এরিট হবস্ব প্রমুখ মার্কসবাদী পণ্ডিত আর ইতিহাসবিদ। ডব তাঁর গ্রন্থে বলেছেন পুঁজিবাদ এসেছিল সামন্ত ব্যবস্থার গর্ভ থেকে কিছুটা পরিবর্তিত অবস্থায় ডবের মতে বাজারী অর্থনীতি বা মুদ্রা-ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন শাসক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ও সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের জন্য দায়ী ছিল।

পল স্যুইজীর মূল বক্ত(ব্য ছিল সামাজিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনই সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে ধনতন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল। এবং স্যুইজী আরও বলেন যে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদক ব্যবস্থা ছিল তারপরে ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ত্র(মে পুঁজিবাদের পথ প্রশস্ত করে।

সুতরাং রাষ্ট্রব্যবস্থাতে সামন্তদের প্রভাব যে বেশী ছিল অস্বীকার করা যায় না। ডবের মতানুসারে বিকাশশীল ধনতন্ত্রের আঘাতে যে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয়েছিল একথা তিনি মানতে রাজী নন। কারণ তাঁর মতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভালভাবে গড়ে উঠবার মানেই (দ্রতর উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে যেতে বসেছিল। ফলে ভূমিদাসত্বের একেবারে অবসান এবং ধনতন্ত্রের গড়ে ওঠার মাঝে একটা সময়ের ফাঁক ছিল।

অতএব ডব স্যুইজীর বিতর্ক বহুদিন ধরে চলে আসছিল। হিলটন তাঁর বই 'The Transition from Feudalism to Capitalism-এ বলেছেন যে সামগ্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলেই ধনতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং প্রাক্-ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল তারপরে ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা আসে যা পুঁজিবাদের পথকে সুগম করে দেয়। আর এর পাশাপাশি ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল অপর একটি ঘটনা সেটি হল জন বিস্ফোরণ (Population Explosion)। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে ইওরোপের জনসংখ্যা বাড়ে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণ বলে ঐতিহাসিক ব্রেনার মনে করেন। ব্রেনারের ম্যালথুসিয়ান তত্ত্বকে অবশ্য ফীবোয়া ও লাদুরিও সমর্থন করেছিলেন। এছাড়া

হবস্‌বম্‌ অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাভিত্তিক তথ্য দিয়ে ও রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন শাসনতন্ত্রের সংকট এবং পুঁজিবাদের কিভাবে উদ্ভব ঘটেছিল।

৬.৩ মূল্যায়ন

ডব প্রমাণ করতে চেয়েছেন পুঁজিবাদী তত্ত্বকে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যতই বিরোধিতা থাকুক না কেন ডব তাঁর তত্ত্বে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সামন্ততন্ত্র থেকে এক কথায় ধনতন্ত্রে উত্তরণ দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ঘটেছে। এই দীর্ঘ সময়ে ইউরোপের অর্থনীতিক প্রকৃতি ছিল আসলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভাঙ্গন ধরে ও বার বার বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হয়। অপরদিকে এর সাথে সাথে ধনতন্ত্রের উত্তরণও ঘটতে থাকে।

সাধারণ মনে করা হয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমি হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎপাদনশীল শক্তি(। অন্যদিকে ধনতন্ত্র বলতে বোঝায় শিল্প ও বাণিজ্যের উত্থান। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চেয়ে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাতে উৎপাদন বেড়ে যায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা হল বাণিজ্যনির্ভর এখানে বাজারের জন্য ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন হয়। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষক বাজারের জন্য উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে নিজের ভোগের জন্য ও সামন্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটানোর জন্য। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের ইতিহাস আলোচনা করার সময় এইসব ল(ণগুলি মনে রাখা খুবই জ(রী। বাণিজ্য বিস্তার হওয়ার ল(ণ হচ্ছে পুঁজিবাদ বার-বার ল(ণ। পুঁজিবাদের আর একটি কারণ হল বাণিজ্য এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের প্রক্রি(য়া বর্ণনায় ডবের অভিনবত্ব বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এক নতুন চিন্তার সূচনা করেছে। এখানেই ডবের মৌলিকত্ব।

৬.৪ অনুশীলনী

(ক) মরিস ডব কিভাবে পুঁজিবাদের ব্যাখ্যা করেন তা ব্যক্ত(ক(ন।
(খ) মরিস ডবের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যার পশ্চাতে মূল বক্ত(ব্যগুলি ব্যাখ্যা ক(ন।
(গ) মরিস ডবের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে— তার সম্পর্কে আপনি কি একমত?

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জী

(i) Maurice Dobb. : Studies in the Development of Capitalism.
(ii) Rodney Hilton : Transition from Feudalism to Capitalism.
(iii) E. J. Hobsbawm : 17th Century Revolutions ; past and present (1958)
(iv) Paul Sweezy (From Hilton ed.) : Brenner Debate, Transition from Feudalism to Capitalism.

একক ৬.৬ ❑ সতের শতকে ইংল্যান্ডের বিপ-বে টনির ভূমিকা

গঠন ঃ

৬.৬ প্রস্তাবনা
৬.৭ ঐতিহাসিক টনির ভাষ্য ও বিতর্ক
৬.৮ ইংল্যান্ডের ধর্ম ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক
৬.৯ মূল্যায়ন
৬.১০ অনুশীলনী
৬.১১ গ্রন্থপঞ্জী

সতের শতকের ইংল্যান্ডের ইতিহাস রাজতন্ত্র বনাম পার্লামেন্টের সংঘর্ষ ঘিরে আবর্তিত। গৃহযুদ্ধ এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ-ব এই পর্যায়ে দুটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের (মতা প্রতিষ্ঠিত করে। ঐতিহাসিক গু(ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা এই পর্যায়ের ইতিহাসকে বিভিন্ন ভাবে চিহ্নি(ত করতে পারি। সাংবিধানিক ইতিহাসের দিক দিয়ে এর যেমন তাৎপর্য আছে, সেরকম ইংল্যান্ডের শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তন এই যুগের ইতিহাসকে বিশেষ গু(ত্ব দিয়েছে। ঐতিহাসিক মহলে ১৭ শতকে ইংল্যান্ডের ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচিত।

সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের ইংরেজ বিপ-ব নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে কম বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই বিপ-ব ছিল শ্রেণীগত সংঘাত হিসাবে। উনিশ শতকের উদারপন্থীদের মতে ইংল্যান্ডের বিপ-ব ছিল সংসদীয় রাজতন্ত্রের দিকে বলিষ্ঠ পদ(প, যার পরিণামে সপ্তদশ শতকের শেষে রাজশক্তি(রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিনিধি সভার আধিপত্য স্বীকার করে নেয় এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে দেশের সামাজিক কাঠামোতে যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল তাঁদের লেখনীতে তা স্থান পায়নি। আবার অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা যে এই বিপ-ব শ্রেণীসংগ্রামের চরমরূপ। মার্কস বলেন প্রধানত উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনই সমাজকাঠামোর পরিবর্তন ঘটায়। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে মার্কসপন্থী ঐতিহাসিকেরা সতের শতকে ইংরেজ বিপ-বে মার্কসের সূত্র প্রয়োগ করে বিপ-বকে বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থানের পটভূমিকায় বিচার করেছেন। মার্কসের পূর্বেকার চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ডে। ১৫৩৬-৪০ খৃষ্টাব্দে মঠ ব্যবস্থার উচ্ছেদ মাধ্যমে মঠের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর ফলে ক্যাথলিক চার্চের বি(দ্ধে ইংল্যান্ডের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার একটা প্রয়াস দেখা যায়। জমিতে ধর্ম বা পুঁজি বিনিয়োগের বিষয়টি সম্পদশালী শ্রেণীর কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ছিল। এরপর ধীরে ধীরে কাউন্টিগুলিতে পুঁজিবাদী কৃষকের আবির্ভাব ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিক হিল মনে করেন। একই সময় ইংল্যান্ডে ত্র(মে ত্র(মে বাণিজ্যিক বিস্তার ঘটে। এইভাবে একের পর এক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ ঘটলে সমৃদ্ধশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে রাজশক্তি(র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শু(হয়। ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে পড়ে।

৬.৬ প্রস্তাবনা

টনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক দলের প্রতিনিধি। Religion and The Rise of Capitalism গ্রন্থে ইংল্যান্ডের

ইতিহাসে মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে। Richard Henry Tawney-র জন্ম ৩০শে নভেম্বর ১৮৮০ সালে কলকাতায়। মৃত্যু ১৯৬২ সালের ১৬ই জানুয়ারী লন্ডনে। টনি অক্সফোর্ডে শি(ালাভ করেন। সেখানে তিনি তাঁর প্রথম এবং প্রধান কাজটি রচনা করেন। সেটি হল *The Agrarian Problem of the 16th Century,* ১৯১২ সালে এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে তিনি লন্ডনে School of Economics-এর অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত(হন। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির লেকচারার হিসাবে তাঁর প্রবন্ধ Harrington's Interpretation of His Age বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ১৯৪১ খ্রি., 'Economic History Review'-এ প্রকাশিত 'The Rise of the Gentry' এবং ১৯৫৪ খ্রি. 'The Rise of the Gentry A Post Script' নামক প্রবন্ধদ্বয় সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের পিউরিটান বিপ্-ব সংক্র(ান্ত বিষয়ে তাঁকে একজন বলিষ্ঠ ও বিতর্কিত ঐতিহাসিকের মর্যাদায় ভূষিত করে। সাম্যবাদে বি(্বাসী অধ্যাপক টনি বিশের দশকের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের লেবার পার্টিকে যথার্থভাবেই অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নৈতিক আদর্শে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর সর্বাপে(া বিখ্যাত গ্রন্থ ১৯২০-তে প্রকাশিত *The Aquisitive Society*-র প্রধান বক্ত(ব্য এই যে মূলধনী সমাজের সম্পদ পুঁজি করার যে বিরাট আগ্রহ সেটি নীতিগতভাবে অন্যায় এবং (তিকারক। তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ যে বিশেষ পরিচিত তা হল *Religion and the Rise of Capitalism,* ১৯২৬ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে তিনি পিউরিটান ধর্মসংঘাতের পিছনে কিভাবে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল তা তাঁর বক্ত(ব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

৬.৭ ঐতিহাসিক টনির ভাষ্য ও বিতর্ক

সতের শতকে ইংল্যান্ডের ইংরেজ বিপ্-ব বিষয়ে টনির মতবাদের পিছনে আছে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের সমালোচনা। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক S. R. Gardiner সতের শতকের ইংল্যান্ডের বিপ্-বকে পিউরিটান মতবাদের সঙ্গে যুক্ত(করে দেখেছিলেন। ইংল্যান্ডে সে সময় পিউরিটান মতবাদ বিস্তার লাভ করেছিল। লর্ড ইংল্যান্ডের চার্চের সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে নীতি প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রভাব পড়ে ক্যান্টার-বেরীর আর্চবিশপদের বি(দ্ধে। তাঁর মতে গৃহযুদ্ধ প্রাথমিকভাবে আদর্শের যুদ্ধ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক সরকার গঠনের জন্য। তবে এই ব্যাখ্যার অনেকেই বিরোধিতা করেন। কারণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামো সম্বন্ধে তাঁরা অনবহিত। তথাপি কোন ত্র(মেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়নি। পিউরিটানগণ ও পার্লামেন্টের সদস্যবর্গ রাজার অধিকারকে অস্বীকার করে রাষ্ট্র ও চার্চের আইন প্রণয়ন রচনাতেই আগ্রহী ছিল ফলে ত্র(মে ধর্মীয় সমস্যা ত্র(মশ জটিলতর হয়। ল্যাডের অনুগামীগণ ও পিউরিটানগণ কেউই সমঝোতায় আসতে চায় নি। ধর্ম ও রাজনীতি তখন এমনভাবে জড়িত ছিল যে, তাদের পৃথক করা অসম্ভব ছিল। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে লডের নীতি পিউরিটান মনোভাবাপন্ন সমস্তশ্রেণীর মানুষ বি(ভে ফেটে পড়ে। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে র(ায় নিজেরাই উদ্যোগী হয়।

বিংশ শতাব্দীর মার্কসীয় ঐতিহাসিকরা মনে করেন, কেবলমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহযুদ্ধকে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়। প্রকৃত মার্কসবাদীরা বলেন যে এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব ছিল জেন্ট্রিদের কাছে একটা বিপ্-বস্বরূপ(সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের বি(দ্ধে। জেন্ট্রির সাফল্যই ইংল্যান্ডকে এই বিপ্-বে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদী বাণিজ্যিক সমাজে রূপান্তরিত করে।

ঐতিহাসিক গার্ডিনারের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন অধ্যাপক টনি। তিনি তাঁর ১৯২৬ সালে বিশেষ পরিচিত গ্রন্থ *Religion and the Rise of Capitalism* গ্রন্থটিতে পিউরিটান ধর্মসংঘাতের পিছনে কিভাবে

ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল তা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক টনি দেখিয়েছেন জেন্ট্রি বিত্তবান এবং প্রভাবশালী হয়েছে মঠের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, কেন অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর দক্ষিণ ও পূর্ব লণ্ডনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পার্লামেন্টকেও সমর্থন করে অথচ বাণিজ্যিক দিক থেকে অনগ্রসর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রধানত সমর্থন করে রাজতন্ত্রকে।

গত শতকে গার্ডিনারের অনুরূপে ট্রেভেলিয়ান বলেছেন যে এই বিপ্লবের পিছনে ছিল ভাবনার সংগ্রাম কোন শ্রেণীসংগ্রাম নয়। তাঁর মতে ফরাসী বিপ্লব ছিল দুটি সামাজিক শ্রেণীর সংগ্রাম। সেখানকার অভিজাত শ্রেণীরা সমস্ত সুযোগসুবিধা গ্রহণ করত। তাই তৃতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ছিল। আবার আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ছিল দুটি অঞ্চলের মধ্যে সংঘাত। কিন্তু সতের শতকে ইংরেজ বিপ্লবের পিছনে কোন সংঘাত কাজ করেনি সুতরাং এই বিপ্লবে ছিল দুই রাজনৈতিক দলের (রাজশক্তি বনাম পার্লামেন্ট) সংঘর্ষ। (The great rebellion was of two parties) তাঁর মতে প্রায় দুই শতাব্দীর ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করলে একটা সুস্পষ্ট মানবিক চরিত্র ফুটে ওঠে। গার্ডিনার ও ট্রেভেলিয়ানের বক্তব্যকে সমর্থন করে অধ্যাপক রোজার লোক্যার বলেন যে সতের শতকে বিপ্লব ছিল ধর্মগত বিরোধের ফসল। এই যুদ্ধ যে কেবল ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় এতে দরিদ্র শ্রেণীও যোগদান করেছিল ফলে ধনীদের মধ্যে যে বিভাজনের সৃষ্টি হয় ফলে গৃহযুদ্ধের সূচনা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

৬.৮ ইংল্যান্ডের ধর্ম ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক

অধ্যাপক টনির মতামতের জোরালো প্রতিবাদ এসেছে অক্সফোর্ডের প্রাক্তন রেজিয়াস অধ্যাপক ট্রেভর রোপারের কাছ থেকে। ইকনমিক হিস্ট্রী রিভ্যুতে উভয়ের মসীযুদ্ধ চলেছিল।

অধ্যাপক ট্রেভর রোপারের সতের শতকের বিপ্লবের সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদিও তা একটি সম্পত্তিভিত্তিক ছিল। তাঁর মতে ইংরেজ বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল (য়িযু অথবা কেবলমাত্র (mere) জেন্ট্রির দ্বারা যাদের প্রশাসন, আইন বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার কোন (মতা ছিল না তারা কোর্ট ও জেন্ট্রির (মতা বিনষ্ট করতে সংকল্প গ্রহণ করে। অলিভার ক্রমওয়েল একজন কেবলমাত্র ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আরো দেখান যে, ইংল্যান্ডের বিদ্রোহ ও ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল এবং নেপলস্-এ বিদ্রোহ ঘটার ফলে ইউরোপে নবজাগ্রত রাজতন্ত্রগুলোর অবসান ঘটে ফলে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তথাপি উপরিউক্ত ব্যাখ্যা কতকগুলো সাক্ষ্য প্রমাণের সঙ্গে মেলে না।

Professor Aylmer দেখান যে কোর্ট ও জেন্ট্রি সমশ্রেণীভুক্ত ছিল না। কারণ অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হলে জেন্ট্রিদের কেউ কেউ রাজাকে আবার কেউ পার্লামেন্টকে সমর্থন করেছিল অপরদিকে রোমান ক্যাথলিকরা ছিল 'য়িযু জেন্ট্রি তারা আবার রাজার পক্ষ সমর্থন করে। সুতরাং এই জেন্ট্রিশ্রেণী গৃহযুদ্ধের চরিত্র গড়তে নতুন ভূমিকা নেয়, কারণ তারা তাদের দাবীর ভিত্তিতেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন।

অধ্যাপক ট্রেভর-রোপার কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৪ সালে ইকনমিক হিস্ট্রি রিভ্যুতে তিনি প্রত্যাক্রমণ করেন 'The Rise of the Gentry : A postscript' প্রবন্ধে। সাতটি কাউন্টির ২৫৪৭ ম্যানরে ১৫৫৮ ও ১৬৪০ সালের মধ্যে কিভাবে জমি হস্তান্তর ঘটেছে টনির প্রতিপাদ্য বিষয় সেই মালমশলার ওপর তৈরী। টনির মতে গৃহযুদ্ধের এক শতাব্দী পূর্বে এক নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উদয় হয়। তারা ধনতান্ত্রিক প্রথায় চাষবাস করতে থাকে এবং রাজা, চার্চ, পুরাতন অভিজাতকুল এবং ছোটখাট প্রজা সকলেই শোষণ করে সম্পত্তি বাড়াতে থাকে। অর্থনৈতিক প্রাধান্যের অবশ্যম্ভাবী ফল রাজনৈতিক (মতার দাবী এবং বিপ্লবের পর তাতে সাফল্য লাভ।

লরেন্স স্টোনের গবেষণা টনির মতবাদকে পরো(ভাবে সমর্থন করে। তিনি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অমিতব্যয়হেতু পুরাতন অভিজাতকুলের আর্থিক অবনতি ও তৎসজ্ঞাত সম্মানের এবং সামরিক শক্তি(র হ্রাস দেখিয়েছেন (L. Stone. 'The Anatomy of the Elizabethan Aristoracy'', *Economic History Review,* XVIII)। এছাড়া এদের আধ্যাত্মিক শক্তি(জুগিয়েছিল পিউরিটান চিন্তাধারা যা ব্যবসায়কে প্রায় ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল এবং মুনাফা লাভকে অন্যতম Virtue বলে মনে করত।

মার্কসীয় ঐতিহাসিকদের মতে প্রগতিশীল পুঁজিবাদী জেন্ট্রি শ্রেণীরা বিদ্রোহে ছিল সামন্ত অভিজাতদের বি(দ্ধে। টনি অবশ্য ব্যক্তি(গতভাবে মার্কসপন্থী নন তথাপি তিনি তাঁর বিখ্যাত The Rise of the Gentry (1558-1640) প্রবন্ধে জেন্ট্রি শ্রেণীর প্রধান ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সে সময় দেশে জেন্ট্রি নামে এক নতুন ভূম্যাধিকারী জোতদার শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে রাণী এলিজাবেথের সময় থেকেই। কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় জমি হস্তান্তর ও কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপর গবেষণা চালিয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ঐ নতুন জোতদার শ্রেণীরাই সাধারণ কৃষকদের, এমনকি চার্চ ও রাজকীয় সম্পত্তি শোষণ করতে থাকে। এর স্বাভাবিক পরিণতি হল জেন্ট্রিদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। তাছাড়া এ সময় খাজনার হার দ্রুত বৃদ্ধি হলে রাজনীতিতে তারা সক্রি(য় ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং অধ্যাপক টনির মতে গৃহযুদ্ধ ছিল এক নতুন সম্পদশালী শ্রেণীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিজাত নিয়ন্ত্রকদের রাজনৈতিক সংগ্রাম। টনিই প্রথম ঐতিহাসিক যিনি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গৃহযুদ্ধকে বিচার করেছিলেন। টনির চিন্তাভাবনায় যে খানিকটা মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল বোঝা যায়। এর আগে অবশ্য এঙ্গেলস্ সতের শতকের ইংরেজ বিপ-বকে বুর্জোয়া বিপ-ব বলেছেন। সে প্রসঙ্গে অধ্যাপক টনি Gentry এবং Merchants-দের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তার ওপর দৃষ্টি দেন। অধ্যাপক টনি শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব কিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ক্ল্যারেন্ডনের উক্তি(তে তার সা(্য মেলে।

সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের প্রথম ঐতিহাসিক Earl of Clarendan লিখেছেন যে, ''Parliamentary leaders were for the most part clothiers and men who, through they are rich had not been before of power or reputation there ... though gentlemen of ancient families and estates ... were for the most part well affected to the king... সুতরাং নতুন অভিজাতকুল দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানো অসম্ভব মনে করেন। ফলে রাজতন্ত্রের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

অধ্যাপক টনি গৃহযুদ্ধের আর এক প্রত্য(দর্শী হ্যারিংটনের লেখা তথ্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। ১৫৬০-এর দশকে রচিত হ্যারিংটনের বিখ্যাত গ্রন্থ Commonwealth of Oceana গ্রন্থে কীভাবে এক নতুন ভূস্বামী শ্রেণী একটি ভয়ংকর গৃহবিবাদের মধ্য দিয়ে নিজেদের আর্থিক ও রাজনৈতিক (ে ত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল তা তিনি উপলব্ধি করেন। এর থেকেই তার সিদ্ধান্ত হয় যে অর্থনৈতিক (মতা যখন স্থানান্তরিত হল এক নতুন শ্রেণীর হাতে, তখন রাষ্ট্রবিপ-ব ছিল অবশ্যম্ভাবী। হ্যারিংটন বলতে চেয়েছেন কিভাবে অভিজাত শ্রেণী রাজ্যের ভূসম্পত্তিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল। তা নিয়ে হ্যারিংটনের এর বি(-ষণেই জানা যায়। টনি আরোও বলেছেন যে এ সময় আর এক নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যাদের মন ছিল বাণিজ্যিক। বস্ত্রশিল্প ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এদের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগযোগ। এইভাবে ক্র(মে ক্র(মে ইংল্যান্ডের গ্রামীণ সমাজের মধ্যে তাঁরা তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। শুধু তাই নয় এরা ছিল রাজদ্রোহীদের সহযোগী। সুতরাং টনির মতে, প্রথমদিকে পিউরিটানিজম র(ণশীল ছিল, পরে সমাজ ও ধর্মমতের টানাপোড়েনে তা ব্যবসায়ী ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

হ্যারিংটনের লেখার উপর নির্ভর করে টনি লেখেন—''But if it broke the discipline of the Church of Laud and the state of Strafford, it did so but as a step towards erecting a more rigorous

discipline of its own. It would have been scandalised by economic individualism, as much as by religions tolerance....", (Religion and the Rise of Capitalism [1926] pp. 211-12) অপরদিকে হিলের মতে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ থেকে প্রত্য(ধনতন্ত্রের জন্ম হয়নি, ক্যাথলিক ধর্ম ধনতন্ত্রের প্রগতির পথে যেসব বাধা সৃষ্টি করেছিল তা অপসারিত করে পরো(ভাবে সাহায্য করেছিল মাত্র।

সুতরাং সপ্তদশ শতকে বিপ-বে এদের ভূমিকাও কম ছিল না।

অধ্যাপক টনির সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন ঐতিহাসিক J. W. Nef. ও Stone। এঁদের বক্তব্য হল ১৫৪০ থেকে ১৬৪০-এর মধ্যে ইংল্যান্ডে এক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পবিরর্তনও ঘটেছিল। এঁদের মতে তৎকালীন সমাজে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এক দল গড়ে ওঠে। এই দলে ছিল সেইসব বণিক, শিল্পীদের সঙ্গে যাদের যোগ ঘনিষ্ঠ যেমন Clothiers, ব্যবহারজীবী, ইওমেন ও ছোটখাট ফ্রিহোল্ডার, নূতন জোতদার শ্রেণী। অধ্যাপক টনির মতে যাঁরা টিউডর আমল থেকেই কৃষিকর্মে ধনতান্ত্রিক প্রথা প্রয়োগ করছিল (R. H. Tawney, The Agrarian Problem in the Seventeenth Century 1912) তারা খনিজ সম্পদ উৎপাদনে মন দিয়েছিল এবং সুবিধামত শিল্প, বাণিজ্য এবং ঔপনিবেশিক উদ্যোগগুলিতে মূলধন নিয়োগ করত। এই দলের বিরোধী শিবিরে ছিল সেইসব বণিক, একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার নিয়ে রাজার সঙ্গে যাদের যোগ ঘনিষ্ঠ(বড় বড় মহাজন, যারা লাভজনক চাকুরীর বিনিময়ে রাজাকে টাকা ধার দিত(রাজকর্মচারী ও পারিষদবর্গ এবং আধা-ফিউড্যাল অভিজাতকুল। এই অভিজাতকুল দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি আর যোগ্যতার সঙ্গে জমিদারী চালাতে না পেরে ব্যয়বাহুল্য কমাতে না পেরে ত্র(মশ ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, এঁরা নতুন জোতদার শ্রেণীর উন্নতি সুনজরে দেখতে পারেননি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে মন্ত্রীরা যখন শিল্পকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা পেলেন স্বাভাবিক ভাবেই তখন বিপ-বের নেতা ও তাদের সঙ্গে জড়িত স্বার্থের সঙ্গে রাজতন্ত্রের সংঘর্ষের সূত্রপাত হল।

জে, ডব্লু, নেফ ১৫৪০-১৬৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে দেশের শিল্প (ে ত্রে পরিবর্তনের উপর গবেষণা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংঘাত নয়, শিল্প ও ধনাগম সংস্থাগুলিকে করায়ত্ত করার ফলে একটা অর্থনৈতিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক মরিস ডবের মতে স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্র পার্লামেন্টের মধ্যে ত্র(মবর্ধমান কলহের মূলে কাজ করেছিল অর্থনীতি জনিত শ্রেণীসংঘর্ষ। মরিস ডব ইংরেজ বিপ-বের সঙ্গে প্রাসিয়ার বুর্জোয়া ধাঁচের বিপ-বের যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল বলে তিনি মনে করেন। সপ্তদশ শতাব্দী আর এক ঐতিহাসিক ত্রীস্টোফার হিল জোরের সঙ্গে বলেছেন যে রাষ্ট্রীয় (মতা এতদিন টিকে ছিল তা মূলত সামন্ততান্ত্রিক। ১৬৪০-এর দশকের বিপ-বের আঘাতে ঐ শক্তি(বিনষ্ট হয়। এইভাবে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের ও প্রসারের পথ প্রশস্ত হয়। তিনি মরিস ডবের অনুকরণে একে বুর্জোয়া বিপ-বের অভিধায় আখ্যায়িত করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে সপ্তদশ শতকের বিপ-বের ফলে ধনতন্ত্রের পথ সহজতর হয়েছিল বলেই একে 'বুর্জোয়া বিপ-ব' বলা সমীচিন হবে। (The state power protecting an old order that was essentially feudal was violently overthrown, power passed into the hands of a new class and so the freer development of capitalism was made possible) (সি. হিল, দ্য ইংলিশ রেভোলিউশন ১৬৪০ পৃ. ৬)

৬.৯ মূল্যায়ন

সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের বিপ-বের কারণ ও চরিত্র প্রসঙ্গে যা আলোচনা হয়েছে তার সবগুলি বিষয়ের মধ্যেই

কিছু কিছু সত্যতা আছে, ফলে শ্রেণীগত ও ভাবধারাগত এই দুটি চরিত্রের স্বপ(যুক্তি(প্রচুর। একথা ঠিক যে ইংল্যান্ডের জনগণের ভেতরে একটি নতুন শ্রেণীবিন্যাস ঘটেছিল এবং এই শ্রেণীবিন্যাস ইংল্যান্ডের জনমানসে নতুন ভাবধারা নিয়ে এসেছিল। এই ভাবধারার সংঘর্ষ ছিল বিপ-ব বা গৃহযুদ্ধ কিন্তু একথাও ঠিক যে, এই ভাবধারাকে কেন্দ্র করেই একটি শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়েছিল। এই শ্রেণীগুলির ভেতরে নবোদিত মধ্যবিত্তরা, বিভক্ত(পিউরিটানরা এবং সাধারণ মানুষ বেশি অংশ নিয়েছিল। অধ্যাপক টনি ধর্মীয় সংঘাতের পিছনে পুঁজিবাদীতত্ত্বের বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল তা নিয়ে তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। টিউডর যুগে যেহেতু পার্লামেন্টের একটি বিশিষ্ট চরিত্র প্রকাশ পেয়েছিল সেহেতু দেশের মধ্যে রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বি(দ্ধে জনমত গড়ে ওঠাও বিপ-বের একটা কারণ ছিল। বস্তুত সাধারণভাবে ভাগ করলে দেখা যাবে যে রাজকীয় অধিকার ও পার্লামেন্টের অধিকার এই দুটি অধিকারই বিপ-বের জন্য দায়ী ছিল। এই বিপ-বের মূল প্র(ছিল সার্বভৌমত্ব কার হাতে থাকবে। ইংল্যান্ডে অর্থনৈতিকভাবে এই সময় অগ্রসর ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এরা নিজেদের স্বার্থে রাজার (মতা বাঁধতে চেষ্টা করেছিল। অন্যদিকে অতৃপ্ত পিউরিটানরা নিজস্বার্থে পার্লামেন্টে রাজার বিরোধিতা শু(করেছিল। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল যে তাদের স্বাধীনতায় আঘাত হানতে পারে স্টুয়ার্ট রাজারা। এই কারণে তারা বিদ্রোহী মনোভাব গ্রহণ করল। রাজার (মতা ত্র(মশ দুর্বল হয়েছিল অর্থনৈতিক ও সামরিক বিভাগে। তবুও রাজা স্বেচ্ছাচারী হন এবং পাঁচজন হাউস অব কমনসের সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন ও মিলিশিয়া বিল নাকচ করেছেন। এরপর পার্লামেন্ট উনিশটি প্রস্তাব দেয় কিন্তু ১৬৪২ সালের ১লা জুন রাজা এই প্রস্তাবগুলি বাতিল করে দেন। ফলে সংঘবদ্ধভাবে রাজার বি(দ্ধে শ্রেণীগুলি বি(দ্ধাচারণ করে। রাজা এদের সঙ্গে কোন সমঝোতায় আসেননি, বরং সংঘর্ষের প(ই যান। ১৬৪২ সালে দুপ(র সশস্ত্র সংঘর্ষ শু(হয়ে যায়। তবে একথা ঠিক যে এই বিপ-বের চরিত্র ছিল মিশ্র, যা একেবারে শ্রেণীভিত্তিক ছিল না। ব্রানটন এবং পেনিংটনের মতে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ তখন ইংল্যাণ্ডে তৈরী হয়নি। শ্রেণীভিত্তিক সমাজ তৈরীর জন্য যে অর্থনৈতিক কাঠামো থাকার প্রয়োজন তা তখন ইংল্যাণ্ডে তৈরী হয়নি। সুতরাং এই বিপ-ব আবার সম্পূর্ণ ভাবধারা-ভিত্তিকও নয়। সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এক সন্ধি(ণে শু(হয়েছিল এই বিপ-ব।

তাই টনির মতে ''এই বিপ-বের ফলে সমাজবিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক কাঠামোরও চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল।''

৬.১০ অনুশীলনী

১. সতের শতকে ইংল্যাণ্ডের বিপ-ব সম্পর্কে টনির ধর্মীয় মত কি ঐতিহাসিকরা মেনে নিয়েছেন?

২. How does Tawney explain the origin of the English Revolution ? Do you agree, with his explanation ?

৩. Critically discuss the different views about the origin of the English Revoution in the Seventeenth Century.

৪. সতের শতকে ইংল্যাণ্ডের বিপ-ব সম্পর্কে টনির বক্তব্য বি(ে-ষণ ক(ন।

৫. সতের শতকের ইংল্যাণ্ডের বিপ-ব বিষয়ে টনির সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল?

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. R. H. Tawney : Religion and the Rise of Capitalism (1926)
2. Christopher Hill : (i) The English Revolution (1640), (ii) The World Turned upride down
3. E. J. Hobsbawm 17th Century-Revolution
4. অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
5. G. M. Trevelyan : England under the Stuarts.
6. John Morrill, Reaction to the English Civil War.

একক ৭ ❑ সামাজিক ইতিহাসের কাঠামো এবং মনস্তত্ত্ব

গঠন ঃ

৭.১ ভূমিকা

৭.২ প্রশ্নাবলী

৭.৩ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ ভূমিকা

সামাজিক ইতিহাস রচনায় বিশ শতকের গবেষণা একটি নতুন পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত হয়েছে। এর মূলে প্রধানত যাঁদের অবদান তাঁরা হলেন ‘Annals’ গোষ্ঠীভুক্ত ফরাসী ঐতিহাসিকবৃন্দ। তাঁদের মতে যে কোন ঘটনার পিছনে ঐতিহাসিক কাঠামোতে দেখা যাবে দীর্ঘকাল জুড়ে নিয়মিত Cycle and Crisis (বা সময়ের আবর্তন ও সঙ্কটকাল) ‘Annals’ গোষ্ঠীর প্রধান প্রতিনিধিরা হলেন লুসিয়ান ফেভ্‌র্, মার্ক ব্লন্দ, ফার্নান্দ ব্রোদেল, পিয়ের শানু, জর্জেস ডুরি, রবার্ট মানরো, রয় লাদুরী প্রমুখ।

রাজনৈতিক-সামরিক ঘটনাবলী এবং তথাকথিত বিশিষ্ট মানুষদের মূল্যায়নে ঐতিহাসিকের কর্তব্য থেমে থাকে না। তৃণমূল স্তরের মানুষের (grass-root) দিনগত জীবনের বিশ্লেষণ, জনতার (masses) মানসিকতা ও ক্রিয়াকলাপের প্রতিচ্ছবি অনুধাবন করে ঐতিহাসিককে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। জনগণই ইতিহাসের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে, রাজনৈতিক নেতা নয়। এই ধারণা অনুযায়ী সামাজিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে ক্রিয়াকলাপ, আইনজগৎ, নাগরিক সমাজের (civil society) মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি।

মানুষের ব্যবহারিক জীবন (‘behaviour’) একটি সংগঠিত কাঠামোর (structure) পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারলে তবেই ইতিহাস রচনা সম্ভব। ইতিহাসকে ঘটনার বেড়াজাল থেকে বের করে এনে ঐ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রথম তাকে বিশ্লেষণ করে দু’জন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক— লুসিয়েন ফেভ্‌র্ (Lucien Fabvre, 1878-1956) এবং মার্ক ব্লখ্ (Marc Bloch, 1886-1944)। ১৯২৯-এ এই দুই ঐতিহাসিক এক বিখ্যাত জর্নাল প্রকাশ করলেন Annals of Economic and Social History (সংক্ষেপে Annals)। পরে এঁদের নির্দেশিত পথে অনেকটা অগ্রসর হলেন ফার্নান্দ ব্রদেল (Fernand Braudel)। ব্লখ এবং ফেভর-এর পূর্বে হেন্‌রি ব্‌র (Henri Berr, 1863-1954) ‘Review of Historical synthesis (1900)’ নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ‘Evolution of Humanity’ নাম দিয়ে একশত খণ্ডে বিভক্ত একটি গ্রন্থমালা প্রকাশ করার পরিকল্পনা তিনি নিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল সমাজের অন্তবর্তী মানুষের সবরকমের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করা এই পরিধির মধ্যে। এর পর ‘আনাল’ জর্নালের প্রতিষ্ঠাতারা ইতিহাসের গণ্ডির মধ্যে গ্রহণ করলেন সমাজতত্ত্ব (sociology) ভূগোল এবং মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি। এঁরা অবশ্যই বিভিন্ন বিষয়ের নথিপত্রজনিত রেকর্ডকে অবহেলা করেননি, এমনকি আইনচর্চা এবং করসংক্রান্ত দলিলপত্রগুলিকেও বাদ দেননি। এই প্রথম ইতিহাস চর্চায় গৃহীত হল প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত তত্ত্ব, শস্যের ফলনের হিসেব, জমির আকৃতি, মহামারী, পুষ্টি ও অপুষ্টির খবরাখবর, পোষাক, ফ্যাশান, উৎপাদনব্যবস্থা, পণ্য এবং সম্পদের বিভাজনজনিত তথ্যের বিন্যাস প্রভৃতি।

কোন ঘটনার পিছনে ইতিহাসের পরিকাঠামোতে দেখা যাবে একটি দীর্ঘসূত্রী সময়ের নিয়মিত 'cycle and crisis' বা সময়ের আবর্তন ও সঙ্কটকাল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একটি দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে ভালো ও মন্দ ফসলের উৎপাদনের ওঠা-পড়া ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ফসলের উৎপাদন হ্রাস পেলে দেখা যাবে মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের দুরবস্থা বৃদ্ধি। ফলে তারা দূরবর্তী স্থানে শস্য পাঠাতে অপারগ হবে, এবং শহরগুলিতে দেখা দেবে খাদ্যসঙ্কট। অর্থাৎ আর্থিক সঙ্কট আসবে কৃষিভিত্তিক সাংগঠনিক দুর্বলতার মধ্য থেকে। (''Structural Weakness of Agricultural Economics''—French Studies in History, estd-Maurice Aymard and Harbans Mukhia, Vol I, p-7 ; Longman)। এরকম ঘটনা সব দেশে, সব সময়েই ঘটতে পারে। ফ্রান্সে বিপ-বের পূর্বে সামাজিক কাঠামোতে পানীয় মদের অতিরিক্ত(উৎপাদন, আর তার পরেই তার স্থিতিশীলতা কৃষক সমাজকে বিপন্ন করে তুলেছিল, কারণ বাজারে মদ বিত্র(ী করাই ছিল তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। বিপ-বপূর্ব ফরাসী দেশ এই (ে ত্রে অন্যান্য দেশ থেকে ব্যতিত্র(মী ছিল। বিপ-বের অর্থনৈতিক কারণগুলির এটি অন্যতম।

ইতিহাসচর্চার (ে ত্রে এই যে বিরাট পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ফ্রান্সে ঘটেছিল তার কিছু কারণ ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। প্রথম বি(েযুদ্ধে জয়লাভের পর ফরাসী শি(িত সমাজে এক ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বে ফরাসীরাই প্রথম সারিতে অবস্থান করবেন, এমন ধারণার সৃষ্টি হয়। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'French Quest for Security' অর্থাৎ নিরাপত্তার সন্ধানে ফ্রান্সের প্রচেষ্টা তৎকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছিল।) যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দুর্বলতা কোথায় এবং ইউরোপীয় মহাদেশ কেন এরকম ধ্বংসাত্মক ঘটনার মুখে দাঁড়াল, সেই কারণ খুঁজতে গিয়ে ফরাসী ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিক বি(ে-ষণ করতে আরম্ভ করেন। মার্ক ব্লক্ লিখলেন ''French Rural History : An Essay on its Basic Characteristics.'' দ্বিতীয়ত, এই সময় মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ভূগোল এবং সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণায় বৈপ-বিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। বিশেষত সমাজতত্ত্ব (sociology) বিষয়টি একটি বহুবিস্তৃত আয়তন ধারণ করায় ঐতিহাসিকরা তার দ্বারা প্রভাবিত হন। 'আনাল' গোষ্ঠী ত্র(মশ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন।

'আনাল' গোষ্ঠীর প্রধান পণ্ডিতগণ ছিলেন লুসিয়েন ফেভ্র্, মার্ক ব্লখ, ফার্নান্দ ব্রোদেল, পিয়ের শ্যনু, জর্জেস ডুরি, রবার্ট মানরো, রয় লাদুরী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কাঠামোভিত্তিক ইতিহাস অনুসন্ধানকারী প্রধানত ছিলেন ফেভ্র্ ও লাদুরী এবং এঁদের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত সাংস্কৃতিক ও নৃতত্ত্ববিষয়ক। নানা বিষয়েই এঁরা গবেষণা করেছেন, যথা-কৃষির সংগঠন, প্রযুক্তি(বিজ্ঞান, মানসিকতা, মধ্যযুগ থেকে সামন্ততন্ত্রে সংগঠন, এবং ধনতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ে উত্থানের কাহিনী।

'আনাল' গোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক কয়েকজন ঐতিহাসিকের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম বি(েযুদ্ধের পর লুসিরেন ফেভ্র্ এবং মার্ক ব্লখ্ স্ট্রাস্বুর্গ বি(েবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত(হন। উনিশ শতকের ইতিহাসচিন্তার ধারাকে বর্জন করে তাঁরা সমাজের ইতিহাস এবং তার পরিকাঠামোগত পরিবর্তনকে ইতিহাস সমী(ার প্রধান উপাদান বলে নির্ণয় করলেন। ফেভ্র্-এর অন্যতম গ্রন্থ *Martin Luther* প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ লুথারের জীবনবৃত্তান্তের পরিপ্রে(িতে আসলে ঐ আন্দোলনের সামাজিক ইতিহাস এবং তখনকার মানুষ ও গোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র নির্ধারণ করার চেষ্টা। *The Earth and the Social Evolution* ইতিহাস-এ রচনার (ে ত্রে ফেভ্র্ ভৌগোলিক উপাদানগুলির গু(ত্ব বি(ে-ষণ করেছেন। ব্লখ্-এর গবেষণাপ্রসূত কাজ *The Island of France (Paris and the Five Departments)* বিবৃত করেছে এ স্থানের ভাষার, জমির চরিত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ এবং স্থাপত্য। ১৯২৪-এ প্রকাশিত *The Royal Touch* গ্রন্থটিতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে রাজা স্পর্শের

মাধ্যমে মানুষকে রোগমুক্ত(করতে পারেন বলে যে বি(োস প্রচলিত ছিল, তার বি(ে-ষণ করে ব্লখ্ দেখিয়েছেন যে রাজতন্ত্রের দৈব (মতায় সাধারণ মানুষের এই বি(োস দেশে রাজতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *Feudal Society*-তে আলোচিত হয়েছে কি ভাবে সমাজ অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রযুক্তি(র ব্যবহার এবং তৎকালীন মানবসমাজের মানসিকতা কাঠামোগতভাবে সামন্ততান্ত্রিক দুনিয়াকে ধারণ করেছে। ব্লখ্ সময়ের ইতিহাসকে মানববিজ্ঞানের একটি দুরূহ বিষয় হিসেবে ('serious science of men in time') দেখেছেন। মানুষের সমবেত ধ্যানধারণ, বিশেষ (belief) এবং প্রচলিত 'myth' — কিভাবে রাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্ক বা যোগসূত্র নির্ণয় করে তিনি তার সন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন। ব্লখ্ বি(োস করতেন ইতিহাসের (ুদ্র পরিসর নিয়ে সমী(ায় যাঁরা ব্যস্ত তাঁদের কাজ ইতিহাসের বৃহত্তর এবং পরিবর্তনশীল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত(করতে পারলে, তবেই ঘটনাসমূহের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফার্নান্দ ব্রোদেল-এর *'The Mediterrenean and the mediteranean World in the age of Philip II'* ইতিহাস-রচনার ধারায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বইটির নামেই প্রকাশ যে ব্রদেল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ভৌগোলিক আবহ এবং পরিবেশের (environment) প্রে(িতে উপস্থিত করেছেন। অর্থাৎ, একটি 'গে-াবাল' (global) পরিধির কাঠামোতে তিনি সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের স্পেন সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর বক্ত(ব্য মানুষ তার পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক অবস্থান এবং সময়ের উপর ছাপ রেখে যায় এবং বিপরীতে বিরাট সামাজিক কাঠামো মনুষ্যচালিত রাজনীতি এবং বৌদ্ধিক ঘটনাবলীকে ঠেকাবার চেষ্টা করে। যেমন বি(ে ইহুদীদের নিগ্রহ, এবং রেনেসাঁর যুগের সাংস্কৃতিক চর্চা— এক দীর্ঘ সময়ের ওঠা-পড়ার আবর্ত এবং ছকের মধ্যে ঘটে থাকে। ব্রোদেল-এর মতে বাস্তবে সমাজে তিনটি স্তর উপস্থিত থাকে। প্রথম এবং মূল স্তরটিতে পরিব্যাপ্ত থাকে ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে নিয়ামক উপাদানগুলি। দ্বিতীয় স্তর সংগঠিত করে দীর্ঘসময়কাল ব্যাপ্ত এক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো। তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তরে দেখা যায় ত্র(মান্বয়ে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক এবং অন্যান্য (যথা, বৌদ্ধিক) ঘটনার সমাবেশ। The Mediterrenean and the Mediterrenean World in the age of Philip II' গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানবসমাজকে উপস্থিত করা হয়েছে দীর্ঘসময়ব্যাপ্ত পার্থিব পরিবেশের (পাহাড়, নদী, দেশের উপকূলভাগ, সমুদ্রপথ ও নদীপথ ইত্যাদি) পরিপ্রে(িতে। দ্বিতীয় খণ্ডে দীর্ঘ সময়ব্যাপী পরিবর্তনের ল(ণগুলি পরিস্ফুট— যথা, দ্রব্যমূল্য উপার্জনকারীদের বেতন কাঠামো এবং বাণিজ্যের পরিস্থিতি— এগুলি পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। অর্থাৎ ব্রদেলের বক্ত(ব্য অনুযায়ী দীর্ঘসময়কালে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এমনকি সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনমুখী হয়ে পড়ে। বৈশিষ্ট্যগুলির এই পরিবর্তন বহু (ে ত্রে কাঠামোর। গ্রন্থের শেষ, অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ডে বিবৃত হয়েছে (ুদ্র সময়ের পরিসরে রাজনীতি সহ অন্যান্য ঘটনা এবং মানুষের কথা।

ব্লখ্ সমাজ-ইতিহাসের যে তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে একটি 'hierarchical' অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক ল(ণীয়। তাঁর এই বক্ত(ব্যের অবশ্য প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। ইতিহাসবেত্তা দেখিয়েছেন, তিনি রাজনৈতিক ইতিহাসকে খুবই সামান্য স্থান দিয়েছেন, এবং প্র(ে তুলেছেন, যে, যদি ব্যক্তি(বিশেষ এবং ঘটনাসমূহের চাপে সমাজের কাঠামোতে কোন ভাঙন না ধরে তবে তো দীর্ঘস্থায়ী পরিকাঠামোতে কখনোই কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু কার্যকালে পরিকাঠামো বা structure-এর নানা স্তরেই এর পরিবর্তন ঘটে, ঐ পরিবর্তনের প্রবহমানতাই তো সামাজিক ইতিহাস। সুতরাং বলা যায় ব্রোদেল তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করলেও, তাঁরা ব্রোদেল-এর 'total history' বা সার্বিক ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে (ুদ্র পরিসর এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইতিহাসকে উপযুক্ত(প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামোর দিকেই তাঁরা বেশী নজর দিয়েছেন, শত হলেও Mediterranean-এর সঙ্গে তুলনীয় বিশাল মাপের ইতিহাস রচনা করা স্বাভাবিকভাবে দুঃসাধ্য।

পঞ্চাশের দশকে 'আনাল' স্কুল-এর ঐতিহাসিকরা ত্র(মেশ অনুধাবন করলেন যে একই পরিকাঠামোতে বিশ্বের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা অসঙ্গত, পৃথিবীর সব সমাজ একাত্ম নয়, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অনেক বৈষম্য উপস্থিত। পিয়ের শ্যনু (Pierre Chaunu) ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ করে 'Mentality' বা মানসিকতার বিচারের গু(ত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করলেন। যেমন ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে প্যারিসের অধিবাসীদের সহস্রাধিক মৃত্যু সম্পর্কে যে মনোভাবের পরিবর্তন এসেছিল, তিনি উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত দলিল বি(ে-ষণ করে তিনি তা উদঘাটিত করেন। এ কাজে বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিক তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। আটলান্টিক মহাসাগরের বাণিজ্য সংত্র(ান্ত একটি ইতিহাস রচনা করেন ইমলানুয়ের লাদুরী (ব্রোদেল-এর বিশিষ্ট ছাত্র) 'The Peasants of the Languedoc' (1966) গ্রন্থে বিবৃত করলেন, কি ভাবে কৃষক সমাজ পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হয়ছিল। রবার্ট মাঁদ্রো (Robert Mandrou) ''Introduction to Modern France' (1961) গ্রন্থে পূর্বেকার মানবসমাজের বি(ে-ষণ করলেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বিভিন্ন ব্যাধি সম্পর্কে কতখানি ভীতি ও আতঙ্ক। তাঁদের ভয়ে ছিল তীব্র আবেগ, দুঃখ, ক(ণা এবং নিষ্ঠুরতা। মাঁদ্রো দেখিয়েছেন সমাজ শুধুমাত্র বিভিন্ন স্তরভেদের উপাদান দ্বারা নয়, কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। 'আনাল গোষ্ঠীর' ঐতিহাসিকরা পরবর্তীকালে বি(ে-ষণ করেছেন হন্তা(র, অপরাধতত্ত্ব (criminology) এবং ডাকিনী বিদ্যার ইতিহাস। এমনকি, পোশাক বা ফ্যাশানের পরিবর্তনের ইতিহাসকেও তাঁরা বাদ দেননি। সংস্কৃতির বহুদিক তাঁরা পর্যবে(ণ করেছেন, লোকসংস্কৃতির তো বটেই (Folklores)। জ্যাক্ লা গফ্-এর Medieval Civilisation', লাদুরীর *Carnival in Romans* (১৯৮০) এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক কীম থমাস-এর *Religion and Decline of Magic* বইগুলি অতীতের মানুষের ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাসের বি(ে-ষণ।

আঠারো এবং উনিশ শতকে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের গ্রামীণ ও শহরের জনতার আচরণ—ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং গণ আন্দোলনের চরিত্র— বি(ে-ষণ করে ঐতিহাসিক জর্জ(দে তাঁর Crowd in History (1964) গ্রন্থে সামাজিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আনাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা সর্বদাই (ে ত্র বিশেষের ভৌগোলিক পটভূমিকার এবং জনসমষ্টির মানসিকতা বি(ে-ষণ করে গিয়েছেন। তাঁরা ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য ভাষাতত্ত্ব চিহ্নে(র অর্থ (cartography), লোকগাথা, প্রচলিত গল্পসমূহ আর সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষাগুলির অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। বিভিন্ন প্রথা (Custom), ঐতিহ্য (tradition), স্থানের নাম, এমনকি জমির ছক (pattern), কেও তাঁরা গবেষণার বিষয়বস্তু করে নিয়েছেন, সেগুলি থেকে পুরানো সমাজ সভ্যতাকে অনুধাবন করা যেতে পারে। এঁদের বিশেষ অবদান এই যে structure বা পরিকাঠামোর মধ্যে মানুষের ইচ্ছা ও চিন্তাভাবনাকেও যথাযথ গু(ত্ব দান করা হয়েছে যদিও সমালোচকরা মনে করেন যে ভৌগোলিক এবং অন্যান্য বৃহৎপরিসর কাঠামোগত তথ্যকে অতিরিক্ত(স্থান দেওয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত দলিলপত্র এবং বিবাহ রেজিস্ট্রেশান-এর দলিলগুলিকে (records) প্রচুরভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলির (social groups) ত্র(মান্বয়ে সংগঠিত হওয়ার (formulation) কাহিনীকে, এবং মানুষের মানসিকতার বি(ে-ষণ করে ইতিহাসচর্চার অন্তর্গত করে এঁরা ইতিহাস নামক বিষয়টিকে সমৃদ্ধ করেছেন। হওয়া করা একান্তই উচিত— মিশেল ফুকো (Michel Foucault) মতিচ্ছন্নতা বা উন্মাদ অবস্থার ইতিহাস নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। *Madness and civilisation : A History of Insanity in the age of reason* তাঁর এক অসাধারণ কাজ। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন *Displine and punishment : The Birth of the Prison* (1975)। এই বইতে তিনি পরবর্তী ফ্রান্সের কয়েদখানা (Prison) এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থা যথা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কারখানা এবং সামরিক ব্যারাকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এইগুলি crime বা অপরাধতত্ত্বের মানসিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত(।

৭.২ প্রশ্নাবলী

১. সমাজ-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'আনাল' গোষ্ঠীর নতুনত্বের পরিচয় দাও। এঁরা ইতিহাসের পরিকাঠামো (Structure) তত্ত্ব বলতে কি বুঝিয়েছেন?

২. মার্ক ব্লখ্ এবং ফার্নান্দ ব্রোদেল-এর ইতিহাসতত্ত্ব বিশ্লেষণ কর। এঁদের মধ্যেও কি ধরণের পার্থক্য দেখা যায়?

৩. সমাজ-ইতিহাসের পরিধিতে মানসিক ইতিহাস (বা History of Mentality) কে কিভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.৩ গ্রন্থপঞ্জী

1. Rise of the Modern West — Meenaxi Phukan (Macmillan)
2. A Text book of Historigraphy — E. Sreedharan : (Orient Longman)
3. French Studies in History — (Vol I) Editors : Maurice Aymard and Harbans Mukhia : (Orient Longman)
4. ইতিহাস ও ঐতিহাসিক — অমলেশ ত্রিপাঠী (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)
5. Britanica Ready Reference Encyclopedia.

একক ৮ ❑ ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ইতিহাসে মার্কসীয় ঐতিহাসিক হিল, হব্‌স্‌বম্‌ এবং ই. পি. থম্পসন এবং নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস

গঠন ঃ

৮.১ ভূমিকা

৮.২ ব্রিটিশ মার্কসপন্থী ঐতিহাসিকগণ

৮.৩ এরিখ্‌ হব্‌স্‌বম্‌ (Eric Hobsbaum)

৮.৪ ই. পি. থম্পসন (E. P. Thompson)

৮.৫ নতুন ইতিহাস— নিম্নবর্গের কথা (Subaltern Studies)

৮.৬ প্র(োবলী

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ ভূমিকা

কার্ল মার্কস সর্বপ্রথম ইতিহাসকে শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হিসেবে তুলে ধরেছেন। একথা আজ সর্বজনবিদিত, যে কার্ল মার্কস-এর চিন্তাধারা আধুনিক যুগের মানুষকে সামাজিক উত্তরণের (ে ত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত(সমাজ, এবং শ্রমজীবিশ্রেণীর অর্থনৈতিক উত্তরণের কথা আজ যে বহু মানুষ ভাবছেন, সেই সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভাবক ছিলেন কার্ল মার্কস। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ, বুর্জোয়া উদারনীতি এবং হেগেলীয় ভাববাদী দর্শনের দুর্গকে মার্কস ধূলিসাৎ করেছিলেন।

ইতিহাস-চিন্তাধারায় কার্ল মার্কস উদ্ভাবন করেছিলেন নিশ্চিত কতকগুলি ঐতিহাসিক সূত্র। তিনি ছিলেন বার্লিন বি(েবিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র,— কিন্তু অত্যাশ্চর্য মেধার অধিকারী এই জার্মান পণ্ডিত ইতিহাসে এক তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন যাকে বলা হয় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' (Historical Materialism)। 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ'-ও বলা যেতে পারে। খুব সং(েপে এবং সরলীকৃত করে তাঁর প্রতিপাদ্যগুলি এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে— প্রথমত হেগেলীয় সময়ে পরিবর্তনশীলতা বা অগ্রগতির ভাববাদী তত্ত্বকে বিপরীতমুখী করে বাস্তবানুগ করে নেওয়া, যাকে বলা হয় 'বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদ' (Dialetic Materialism) ; দ্বিতীয়ত তাঁর 'উদ্বৃত্ত মুনাফাতত্ত্ব' (Theory of Surplus Value) এবং তৃতীয়ত আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণীসংগঠন এবং শ্রেণীসংঘাত ও বিপ-বের মাধ্যমে ইতিহাসের গতি নির্ণয় করা। মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্‌-এর প্রতিপাদ্য এই যে, পুরাতন কাল থেকে মানবজাতির প্রতিটি পর্যায় বা ধাপ ঐ সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এবং ইতিহাসে প্রতিটি পর্যায় তার প্রয়োজনানুগ একটি আদর্শ তৈরী করে নিয়েছে, এবং ঐ পর্যায়গুলির পরিবর্তনের পশ্চাতে প্রধান উপাদান ছিল শ্রেণীসংঘাত বা শ্রেণীসংগ্রাম।

পশ্চিম জার্মানীর 'ট্রিয়ার' শহরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এক সম্পন্ন ইহুদী পরিবারে কার্ল মার্কস-এর জন্ম হয়েছিল, এবং শহরটির শি(তি গোষ্ঠী ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। সম্পন্ন পরিবারের সন্তান হিসেবে মার্কস বাল্যকালে যথোপযুক্ত(শি(া লাভ করে, পরে বার্লিন বি(েবিদ্যালয়ে ১৮৩৬-এ প্রবেশ করেন। চার বৎসর আইন অধ্যয়ন করে, 'ডক্টরেট ডিগ্রি' লাভ করেছিলেন। বার্লিন নগরীতে তখন বামপন্থী চিন্তাধারা যথেষ্ট সত্রি(য় ছিল। 'মোঙ্গেজ হেস্' (''The Sacred History of Mankind'') , উইলহেল্ম্ ওইট্লিং (''Mankind as it is, and as it ought to be'') এবং উদারপন্থী মন্ত্রী ফন্ স্টাইন শ্রমজীবিদের স্বার্থে দরিদ্র সমাজের অধিকারের কথা আলোচনা করে চলেছিলেন। বিশেষত ওইলিং-এর রচনায় বক্ত(ব্য ছিল দরিদ্র সমাজের শি(া ও সুখের অধিকার অনস্বীকার্য। তাঁর রচনাসমূহ মার্কস ও এঙ্গেলস্-কে সবিশেষ প্রভাবিত করেছিল। ফয়ারব্যাখ্, সেই নট সাইমন, ব্যাবুক্, টক্ভিল এঁরা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, এবং ব্রিটিশ, ফরাসী ও আমেরিকান বিপ-ব সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। মহৎ দার্শনিক হেগেল আমৃত্যু বার্লিন বি(েবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন (১৮৩১ পর্যন্ত)। মার্কস হেগেলীয় দর্শনের প্রতি অকৃষ্ট হন, এবং হেগেলীয় দর্শনের পঠনপাঠন এবং সমী(ায় তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

১৮৮২-এ কার্ল মার্কস বন নগরীতে 'রাইন্শে জাইটুং' (Rheinshe Jeitung) নামক একটি গু(ত্বপূর্ণ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত(হন, এবং কিছুদিন তার সম্পাদনাও করেন। ঐ পত্রিকাটি তার তী(মতামতের জন্য প্রশাসনিক স্তরে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় কাগজটি প্রাসীয় সরকার বন্ধ করে দিলে তিনি বন নগরী ত্যাগ করে প্যারিসে চলে আসেন। ১৮৪৩-এ প্যারিসে চলে আসার পর সেখানেই তাঁর ফ্রেডারিখ এঙ্গোল্স্-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আর এই পরিচয় ইতিহাসের এক আশ্চর্য যোগাযোগ। আমৃত্যু মার্কস ও এঙ্গেল্স্ ছিলেন বন্ধু এবং পাণ্ডিত্যের (েত্রে সহযোগী। ফ্রেডারিখ এঙ্গেল্স্ ছিলেন একজন প্রাসিয়ান ফার্ম-মালিকের পুত্র। প্যারিস্ ত্যাগ করে প্রধানত ব্রাসেল্স্-এ বাস করার সময় উভয় বন্ধু গভীর নিষ্ঠা সহকারে এবং বিভিন্ন তথ্যকে বি(-ষণ করে যে তত্ত্বে উপস্থিত হয়েছিলেন তাকেই বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঐ তত্ত্ব পূর্ববর্তী সাম্যবাদী দর্শনকে স্থানচ্যুত করেছে।

ইতিহাসের ধারাকে বি(-ষণ করে মার্কস বলেছেন কতকগুলি বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে মানবসমাজ প্রবাহিত হয়েছে। এশিয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক এবং আধুনিক বুর্জোয়া— এগুলি ছিল মানবসভ্যতার ত্র(মান্বয়ে অগ্রগতির ধাপ। প্রতিটি ধাপেই সমাজের পরিবর্তন এমন এক স্তরে পৌঁছেছে, যখন নতুন উৎপাদনপদ্ধতির সঙ্গে পুরাতন উৎপাদনকাঠামোর সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে, আর ঐ সংঘাতের মধ্য থেকে নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। ঐ দ্বন্দ্ব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নতুন যুগের বিপ-ব, এবং ইতিহাসে তাই সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিপ-ব অবশ্যম্ভাবী।

মার্কস ও এঙ্গেল্স্ তাঁদের ইতিহাসের দর্শনকে উপস্থিত করেছিলেন 'লীগ অফ দ্য জাস্ট্' নামক সংস্থার সামনে ১৮৪৭-এর নভেম্বর মাসে। তাঁদের বক্ত(ব্য সমন্বিত ওই পুস্তিকা সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রধান হাতিয়ার 'The Communist Mainfesto'। এখানে প্রথমেই বলা হয়েছিল, ''The history of all hitherto existing society is the history of class struggles''. প্রাচীন সভ্যতায় ত্র(ীতদাসশ্রেণী যারা তাদের শ্রমদান করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বজায় রাখত, তারা বিদ্রোহ করেছে মালিকদের বি(দ্ধে(মধ্যযুগে বারবার ঘটেছে কৃষক বিদ্রোহ এবং সামন্তপ্রথা ভেঙে যখন বুর্জোয়া বা বাণিজ্যিক সমাজ উঠে এসেছে, তখন কৃষক বিপ-ব ঘটেছে এবং ইংল্যাণ্ডে ১৬৪২-এ, ফ্রান্সে ১৭৮৯, এবং জার্মানীতে ১৮৪৮-এ। বাণিজ্যজীবী সমাজ যখন ধনতান্ত্রিক সমাজে উপনীত হবে, তখনি ঘটবে শ্রমিকশ্রেণীর (প্রলেতারিয়েত) পুঁজিবাদীদের বি(দ্ধে সংগ্রাম, এবং বিপ-বী বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজিবাদী

অর্থনীতির দ্বারা যে বৃহৎ শিল্পভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি করেছে (Thesis) তার বৈপরীত্যের (antithesis) কাঠামোতে তৈরী হয়েছে এক বিশাল শ্রমজীবী শ্রেণী, যারা মালিকদের কাছে পণ্য হিসেবেই গণ্য হয়। ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ত্র(মশ সংখ্যায় (দ্রতর হয়েছে (ছোট শিল্পগুলিকে গ্রাস করে নিয়েছে বৃহত্তর শিল্পসংস্থাগুলি) আর কারখানাগুলির আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে মজুরশ্রেণীর ত্র(মাগত সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং ঐ বিশাল প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মালিকদের সংঘাতের সঙ্গে পথে অগ্রসর হওয়া অবধারিত, এবং তাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। মার্কসবাদ আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্যের তত্ত্বে বি(্বাসী(জাতীয়তাবাদ মার্কসীয় তত্ত্বে গৌণ। ''Workers of all land, Unite''—এই ছিল তাঁর আহ্বান। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রমিক -শোষণের রূপ মার্কস ও এঙ্গেলস্ নিপুণভাবে বিবৃত করেছেন। যে 'প্রলেতারিয়েত'-কে মার্কস ইউরোপে অবলোকন করেছেন, তারা গ্রামীন জীবন থেকে 'মুক্তি(' (alienated) পাওয়া এক সর্বহারা শ্রেণী—''The Workers have nothing to loose, but their chains.'' তাই তারা ধনতান্ত্রিক মালিকদের বি(দ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবে, এবং সর্বরকম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ-বের কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবে। মার্কস-এর পূর্বসূরী সাম্যবাদীরা বলেছিলেন, ''all men are brothers''. বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের বক্ত(ব্য ছিল প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে জোর করে ভেঙে ফেলে দিতে হবে ''The forcible overthrow of the whole existing order.'' মার্কস-এর মতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে প্রলেতারিয়েত যে শোষণমুক্ত(সমাজ সৃষ্টি করবে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমজীবিদের একনায়কতন্ত্র (''Dictatorship of the proletariat'') ত্র(মশ রাষ্ট্রের প্রয়োজন লুপ্ত হবে(প্রত্যেকে সামাজিক সম্পদকে তার যথাসাধ্য অবদান দ্বারা পুষ্ট করবে, আর সমাজ প্রত্যেককে দেবে তার প্রয়োজনমাফিক পণ্য। এ এক ধরণের ইউটোপিয়া।

মার্কস-এর ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলিই বাস্তবে ঘটেনি। যেমন তিনি ভেবেছিলেন, প্রলেতারিয়ত সত্যিই সে ভাবে দরিদ্রতর হয়ে ওঠেনি(অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়েছে। তাঁর প্রত্যাশা মত উন্নত শিল্পাশ্রিত দেশে (যথা ব্রিটেনে / যুক্ত(রাষ্ট্র) বিপ-ব ঘটেনি। বিপ-ব এসেছে কৃষি(ত্রে অনুন্নত দেশগুলিতে— রাশিয়া, চীন, যুগো(-াভিয়া, কিউবায়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট বারবার সামাল দিয়েছে এবং বি(্ব জুড়ে শ্রমিকশ্রেণী মালিকদের বি(দ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়নি, বরং জাতীয় স্বার্থে সংগ্রাম করেছে।

এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও মার্কসীয় তত্ত্ব এক বিরাট জগৎ উন্মুক্ত(করেছে, যেখানে একথা সর্বতোভাবে স্বীকৃত যে, উৎপাদনব্যবস্থাকে সবল করে তোলার উপরেই সমাজ ও মানুষের উৎকর্ষ নির্ভর করছে। শ্রেণী বা গোষ্ঠীগুলিই সমাজের মূল ভিত্তি। এই শ্রেণীসংগঠনের গুণগত অবস্থান সম্পর্কে এবং উৎপাদনপদ্ধতি সম্পর্কে প্র(্ন ও আলোচনা— এই দুটি ব্যাপার সম্পর্কে শি(ত জগৎকে অবহিত করে মার্কস ও এঙ্গেল্স্ সামাজিক ইতিহাসকে এক নতুন মাত্রায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism) সমাজবিজ্ঞানকে বি(-ষণ করার এক নতুন হাতিয়ার তৈরী করেছে। উৎপাদনপদ্ধতিই সমাজকে, এবং মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে, এই ধ্রুব সত্যকে উন্মোচন করে মার্কস 'সার্বিক ইতিহাস' বা total history-কে একটি নিশ্চিত স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন।

ত্রি(স্টোফার হিল (Christopher Hill)

সপ্তদশ শতকে ইউরোপ, তথা ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞানচর্চার হাওয়া এসেছিল, এবং রেনাসাঁ ও রিফর্মেশন-এর পরো(ফল হিসেবে এই বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহকে দেখা যেতে পারে। ত্রি(স্টোফার হিল বিভিন্ন লেখায় বলেছেন, বুর্জোয়া

জাগরণ এবং পিউরিটান আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যুক্ত(ছিল। তিনি বলেছেন, পিউরিটান ধর্মীয় বিপ-ব যে নৈতিক মূল্যবোধ এনেছিল, তাতে ছিল বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি(বিদ্যা সং(-ষ্ট উপাদান। তারই ফলে ব্রিটিশদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীর মেধার উৎকর্ষ এতটাই বিস্তৃত হয়েছিল, যে তারা ১৬৪০ থেকে ১৬৬০-এর মধ্যে 'experimental Science', বাস্তবসম্মত বিজ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। হিল বি(্বাস করতেন যে, টমাস গ্রেশাম (Thomas Gresham) তৎকালীন লন্ডনের একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ী যিনি Gresham College প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই ঘটনাই প্রমাণ করে যে ব্রিটেনে পিউরিটান ধর্ম, আধুনিক বিজ্ঞান এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ পারস্পরিকভাবে জড়িত ছিল। এইচ এফ, কিয়ারনে (H. F. Kearney) এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি এবং বলেছেন যে, Gresham College Oxford এবং Cambridge-এর মতোই একটি শি(া প্রতিষ্ঠান, যা নাকি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুষ্ট করেছে। এখানে বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল এবং ব্যবসায়ীদের রাজনীতি, ধর্ম এবং বিজ্ঞান এখানে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ, তিনি একথা স্বীকার করেননি যে, ব্যবসায়ী এবং কারিগর শ্রেণী বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে যুক্ত(ছিল। শি(াবিস্তার নির্ভর করেছিল শি(িত মানুষদের সমর্থন এবং সাহায্যের উপর। দু'টি বিষয়ে ব্রিটিশ জাতি তখন বিশেষভাবে চিন্তা করত— জমির অবস্থা এবং সমুদ্রে যাতায়াত। এরাই শি(া প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য প্রধানত দায়িত্ব নিয়েছিল। কোনো একটি গোষ্ঠী নয়— অর্থাৎ Puritan মনোভাবাপন্ন বাণিজ্যজীবিরা নয়। Hill-Kearney-র এই বিতর্ক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

৮.২ ব্রিটিশ মার্কসপন্থী ঐতিহাসিকগণ

ক্রি(স্টোফার হিল্ (Christopher Hill)—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রি(স্টোফার হিল-এর জন্ম হয় এক মেথডিস্ট (Methodist) পিতামাতার সন্তানরূপে। মেথডিস্ট আদর্শ ইংলণ্ডের চার্চের অন্তর্গত এভানেজলিকাল আন্দোলনের প্রতীক, এবং ব্রিটিশ চার্চের কিছুটা বিচ্ছিন্নতাবাদী। হিল বলেছেন, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর এই ঘটনা প্রভাব ফেলেছিল। বলা হয়, যে ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত ধর্মী মূল্যবোধ (non-conformity, অর্থাৎ একাত্ম না হওয়া) দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তাঁর অসাধারণ মেধা সহজেই তাঁকে অক্সফোর্ড বি(্বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে সাহায্য করে, এবং সেখানে ছাত্রাবস্থায় তিনি মার্কসীয় তত্ত্ব গ্রহণ করে, ১৯৩৫-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি এর পর এক বছর বাস করেন, এবং তারপর বিভিন্ন জায়গায় অধ্যাপনার শেষে 'ব্যালিয়ল' (Balliol) কলেজে আধুনিক ইতিহাসের শি(ক (tutor) হিসেবে যোগদান করেন।

দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের সময় হিল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে, মেজর পদে উন্নীত হন। যুদ্ধের শেষে ক্রি(স্টোফার হিল কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের সঙ্গে ই. পি. টম্পসন, এরিক হব্স্বম্, বড়নী হিল্টন্, জর্জ (ডে, মরিস্ ডং ইত্যাদি— যুক্ত(ভাবে 'কমিউনিস্ট পার্টি হিস্টরিয়ান্স্ গ্রুপ' (Communist Party Historians' group) সংগঠিত করেন। ১৯৫২-তে এই সংগঠন বিখ্যাত পত্রিকা 'পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট' (Past and Present) প্রকাশিত করেন। এই জর্নাল শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু আলোচনা প্রকাশ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের হাঙ্গেরী আত্র(মণের ঘটনায় বীতশ্রদ্ধ হিল ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি পরিত্যাগ করেন। ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

ত্রি(স্টোফার হিলর বিখ্যাত গ্রন্থগুলির অন্যতম হল *'Lenin and the Russian Revolution',* (১৯৪৭), The Good Old Couse (১৯৪৯) এবং এডমন্ড ডেল' (Edmond Dell) এর সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদিত অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ দলিলপত্রসমূহ যেগুলি ব্রিটিশ গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *Intellectual Origins of the English Revolution* ঐ বিপ-বের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে সবিশেষ পরিবর্তিত করেছে। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন *Economic Problems of the Church, Puritonism and Revolution, 'The Country of Revolution',* ইত্যাদি।

তাঁর লিখিত *Intellectual Original of the English Revolution* এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, যে, ব্রিটিশ বিপ-বের পিছনে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা (intelectualism) এবং পণ্ডিতদের প্রভাব ছিল। ইতিপূর্বে ঐতিহাসিকরা বলেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের বিপ-বের পিছনে কোন জ্ঞানদীপ্তির কার্যকারণ উপস্থিত ছিল না। হিল বললেন, বিশেষ আদর্শ বা ধারণা ব্যতীত কোন বিপ-ব সম্ভব হয় না, যদিও ঐ আদর্শ বা ধারণা সমকালীন পারিপার্শ্বিকেরই ফলশ্রুতি। বাস্তবের পরিস্থিতি সমকালীন ধ্যানধারণাকে জন্ম দেয়। যে কোন পণ্ডিতের ধারণাসমূহ এবং চিন্তাসম্ভার— মার্টিন লুথার, (শো, এমনকি মার্কস-এরও চিন্তাধারা বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে, তার কারণ সমসাময়িক সমাজের প্রয়োজনগুলিকে তাঁদের তত্ত্বসমূহ সমর্থন করেছে। পুরাতন মূল্যবোধ মানুষ অগ্রাহ্য করে, যখন সমান্তরালভাবে অন্য কোন যুগোপযোগী আদর্শ তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়। মার্ক ব্লখের সঙ্গে একমত হয়ে হিল বলেছিলেন, ইতিহাস লেখা হবে সমাজের সমস্ত আঙ্গিককে গ্রহণ করে, তাই বুদ্ধিমত্তার ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

'The Guardian' পত্রিকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৩-এ মন্তব্য করেছে, ত্রি(স্টোফার হিল ব্রিটিশ জাতির কাছে সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের উপর কিভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে, সেই পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর কারণেই সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডকে সঠিকভাবে জানা শু(হয়েছিল। অন্য একজন সমালোচকের মন্তব্য ইংরেজ বিপ-ব এক বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশে দেখা দিয়েছিল যেখানে ধর্মীয় ধারণাই ছিল প্রধান উপাদান। ঐতিহাসিক হিল এই দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, ঐ ধর্মীয় বাতাবরণকে সামাজিক প্রে(াপটে বিচার করতে হবে এবং তিনি-ই করেছিলেন এই বি(্বাস, তিনি ব্রিটিশদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে স(ম হয়েছিলেন যে, ব্রিটেনের বিপ-ব ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা।

৮.৩ এরিখ্ হব্স্বম্ (Eric Hobsbaum)

ঐতিহাসিক এরিখ হব্সবম্ ইজিপ্টে জন্মেছিলেন ১৯১৭-র জুন মাসে। ভিয়েনা ও বার্লিনে তাঁর শৈশব কেটেছিল। ১৪ বছর বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং ১৯৩৩-এ লন্ডনে চলে আসেন। 'কিংস' কলেজ, কেমব্রিজে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং ইতিহাসে ডক্টরেট লাভ করেন। পরে, ১৯৪৭-এ তিনি লন্ডন বি(্বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৩৬-এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন(১৯৪৬-১৯৫৩ পর্যন্ত তিনি Communist Party Historians Group-এর সদস্য ছিলেন, কিন্তু রাশিয়ার হাঙ্গেরী আত্র(মণের ঘটনার প্রতিবাদ হিসেবে তিনি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করে চলে আসেন। অবশ্য ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। লন্ডন বি(্বিদ্যালয়ের অধীনস্থ Birkbeck কলেজের তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন(১৯৭৮-এ Fellow of the British

Academy নির্বাচিত হন। ১৯৮২-তে অবসর গ্রহণ করেন।

হব্স্বম্ আধুনিক কালের ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের অন্যতম। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক হিসেবে বিশেষত তিনি আঠারো শতকের যুগ্ম বিপ্-ব (Dual Revolution), অর্থাৎ ফরাসী বিপ্-ব (রাজনৈতিক) ও ব্রিটেনের শিল্প-বিপ্-বকে (অর্থনৈতিক) তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই দুটি বিপ্-ব সম্বন্ধে তাঁর বি(েষণ অসাধারণ ও বহুবিস্তৃত। হব্স্বম্ মনে করেন যে, এই দুটি বিপ্-বের সুদূর প্রসারী-ফলাফল বর্তমানের উদারপন্থী ধনতন্ত্রকে (liberal capitalism) পুষ্ট করেছে। শ্রমজীবী শ্রেণী এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা তাঁকে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্-বকে বিশেষভাবে বি(েষণ করতে আগ্রহী করেছিল। তিনি অবশ্য শ্রমজীবি-সংস্কৃতিকে কোন উচ্চমানের সংজ্ঞা প্রদান করেননি, কারণ তিনি ঐ সংস্কৃতির মধ্যে দারিদ্র এবং নিপীড়নের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন।

হব্স্বম্-এর কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের নাম *The Age of Revolution : Europe 1789-1848; Incustry and Empire Labouring Men, Studies in the History of Labour, Primitive Rebels and Bondits* ইত্যাদি। মূলত হব্স্বম্ একজন অর্থনীতির (মার্কসবাদী) ঐতিহাসিক এবং শিল্পবিপ্-ব তাঁর বিশেষ সমী(ার বিষয়বস্তু। তিনি মনে করেন যে ধনতন্ত্র এমন একটি অবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে অবস্থান করে। ধনতন্ত্রের উত্থানকে বি(েষণ করলে দেখা যায় যে সেখানে আর্থিক সংগঠন সমাজ ও রাজনীতিকে, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্য(ও পরো(ভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *Industry and Empire*-এ তিনি বি(েষণ করেছেন কিভাবে ব্রিটেন পৃথিবীর প্রধান এবং অগ্রগণ্য শিল্পাশ্রয়ী দেশে পরিণত হয়েছিল, তারপর সাময়িকভাবে ঐ প্রাধান্য থেকে কিছুটা স্থানচ্যুত হয়েছিল, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কোন্ কোন্ মাত্রায় তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এবং ঐ সব ঘটনাগুলি ব্রিটিশ নাগরিকদের ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর বক্তব্য, আধুনিক ব্রিটেনের সমাজ এবং সংস্থাগুলির অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি, যদিও ধনতন্ত্রের উত্থান ও অগ্রগামিতা সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ব্রিটেনে আর বাধা পায়নি। সেখানে পুরাতন কৃষকসমাজ ত্র(মশ অপসৃত হয়েছে, আর নগরসভ্যতা দেখা দিয়েছে(নারী ও পু(ষ তাদের শ্রমের বিনিময়ে (জি জোগাড় করতে শু(করেছে, অর্থাৎ শিল্পবিপ্-ব এবং ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ব্রিটেনে সুনিশ্চিত হয়েছে। তাঁর Primitive Rebels and Bandits প্রকাশিত হবার পর থেকে পশ্চিমের ঐতিহাসিকরা অপরাধতত্ত্বকে একটি আইনগত সমস্যা হিসেবে না দেখে সামাজিক ইতিহাসের অংশ হিসেবে দেখতে শিখেছেন। পূর্বে মনে করা হত, ডাকাতি একটি স্বতস্ফূর্ত এবং অতি প্রাচীন (Primitive) বিদ্রোহের প্রকাশ(হব্স্বম্ বারবার আলোচনা করে দুর্বৃত্তের উপজীবিকাকে সময়োপযোগী একটি সামাজিক পটভূমিকায় উপস্থিত করেছেন। অর্থাৎ ডাকাতি ব্যাপারটি একটি সমস্যা যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে সামাজিক ভারসাম্যহীনতার গভীরে। হব্স্বম্ শিল্পবিপ্-বের 'উড়াল' দেওয়া বা 'take off'-এর সময়টিকে ১৭৮০ খৃ. ধার্য করেছেন। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকেরা আরও ৩০-৪০ বৎসর পূর্বে 'take off'-এর সময়কে চিহ্নি(ত করেছিলেন। শিল্পবিপ্-বের সঙ্গে এই 'উড়াল' কথাটির অর্থ উৎপাদন(মতা কিছুটা ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার পর হঠাৎ একটি সুবৃহৎ, সীমাহীন স্তরে পৌঁছে যাওয়া পণ্য উৎপাদন, কর্মদ(তা এবং মানবশক্তি(র প্রয়োগ, সর্ব(ত্রেই এই বিশালতা দেখা দেয়। আর কৃষিভিত্তিক সমাজ এবং নগর নির্মাণের পরবর্তী পর্যায়ে সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা এই শিল্পবিপ্-ব। *Industry and Empire* গ্রন্থে তিনি বি(েষণ করেছেন, কেন বিশেষ করে ব্রিটেনেই এমন শিল্পবিপ্-ব ঘটেছিল, মহাদেশের অন্য কোন দেশে নয়। তাঁর মতে, ইংল্যাণ্ডের প্রশাসনিক নীতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হত যাতে দেশের মানুষের মুনাফা বৃদ্ধি হয়। উপরন্তু ব্রিটেনে কৃষি(ত্রে এতটাই উন্নতি হয়েছিল, যে কৃষকশ্রেণীর শুধুমাত্র কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে না থেকে, শিল্পে শ্রমদান

করা তাদের পে(সম্ভব হয়েছিল। উপরন্তু, (ুদ্র শিল্পোদ্যোগীরা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। মহাদেশের অন্যান্য দেশগুলিতে এই ধরণের অর্থনৈতিক আবহ গড়ে ওঠেনি। তাই ব্রিটেনেই সম্ভব হয়েছিল শিল্পবিপ-ব।

হব্স্বম্ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিপ্রে(তে তাদের ঐতিহ্যগুলিকে বি(ে-ষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রগুলিতে 'এলিট' গোষ্ঠী তাদের নিজেদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ চরিত্রকে বজায় রাখার জন্য এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতাকে প্রমাণ করার জন্য 'Tradition' বা ঐতিহ্যকে উদ্ভাবন করে চলেন।

Listner পত্রিকার মন্তব্য হব্স্বম্ একটি 'Original and Masterly reinterpretation of western economic history' উপস্থিত করতে স(ম হয়েছেন।

৮.৪ ই. পি. থম্পসন (E.P. Thompson)

ই.পি. থম্পসন অক্সফোর্ডে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন, ১৯৯৩-তে তাঁর মৃত্যু হয়। কেমব্রিজ বি(বিদ্যালয়ে ছাত্র এই ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বি(যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইতালীতে চলে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষে ১৯৪৮-এ তিনি লীড্স্ (Leads) বি(বিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত(ছিলেন, এবং পরে ওয়ারউইক (Warwick) বি(বিদ্যালয়ে সমাজ-ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, এবং Communist Party Historians' group-এ সদস্য হন— যার সদস্য ছিলেন এরিখ্ হব্স্বম্, ত্রি(স্টোফার হিল্, বড্নী হিল্টন, মরিস্ ডং, জন সেভিল— ইত্যাদি বিদগ্ধ ব্যক্তি(গণ। পরবর্তীকালে তিনি কমিউনিস্ট দল ত্যাগ করে, ব্রিটিশ লেবার পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে Campaign for Nuclear Disarmament নামক সংস্থাটি গড়ে তুলতে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি(কে সহায়তা করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জে. বি. প্রিস্ট্লী, বার্ট্রান্ড রাসেল, ভেরা ব্রিটেন, এ. জে. পি. টেইলর, মাইকেল ফুট ইত্যাদি। পৃথিবীতে শান্তি অ(ুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় বহু দেশে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ বইগুলির মধ্যে অন্যতম *The Making of the working class, Whigs and Hunters, Protest and Survive, The Proverty of Theory* ইত্যাদি।

The Making of Working class গ্রন্থটির ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি যশস্বী হয়ে উঠেছিলেন। এই বইটির সারমর্ম, কিভাবে শ্রমজীবি শ্রেণীর একটি নির্দিষ্ট মানসিকতা ত্র(মশ রূপ পরিগ্রহ করে। এই প্রসঙ্গে থম্পসন শ্রেণীসংজ্ঞাকে বি(ে-ষণ করেছেন। তাঁর মতে, শ্রেণী-চরিত্র এক ধরণের পারস্পরিক সম্পর্ক, যেখানে কিছু মানুষ জন্মগত অথবা কর্মসূত্রে নিজেদের মধ্যে একই স্বার্থে একাত্মতা বোধ করে, এবং অপরাপর গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে পার্থক্য অনুভব করে। এই পারস্পরিক বন্ধন এবং তার বিপরীতে অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে বিরাট ফারাক 'শ্রেণী' বা 'class' সৃষ্টি করে এবং অন্য কোন কাঠামোতে শ্রেণী সংজ্ঞাকে ফেলা যায় না। কৃষি এবং শিল্পাশ্রিত ধনসম্পদ বা ধনতন্ত্র কিভাবে দরিদ্রশ্রেণীর সামাজিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করেছে, ই পি থম্পসন সেই বি(ে-ষণে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা যেখানে ধনতন্ত্রের সুবিধাগুলির পরিমাণ (quantity) মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন, থম্পসন সেখানে ধনতান্ত্রিক সমাজ গুণগতভাবে (qualitatively) কি হারিয়েছে, তারই বি(ে-ষণ করেছেন। তাঁর মতে, শিল্পবিপ-ব আসল শুধুমাত্র দারিদ্র্য এবং ব্যাধি নয়, কিন্তু 'কাজের' উপরেও তার কালো ছায়া ফেলেছে। বিশেষজ্ঞদের বিচারে *Making of the Working Class* গ্রন্থটি শ্রমজীবিশ্রেণীর প্রকৃত আকাঙ(াগুলি, আর সত্রি(য় চেতনাকে বি(ে-ষণ করেছে। একটি 'mert and faceleas

mass' (Marurick) হিসেবে শ্রমজীবী শ্রেণীকে তিনি দেখেন নি, যা নাকি অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক করেছেন। দরিদ্রশ্রেণীর সামাজিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার প্রে(তে তিনি কৃষি ও শিল্পবিপ-বের প্রভাবের মূল্যায়ন করেছেন।

সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ তাঁকে ওয়ারউইক বি(বিদ্যালয়ের অধীনে Centre for Studies of Social History প্রতিষ্ঠা করার কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল। ঐ সংস্থায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসকে দেখার প্রচেষ্টা শু(হয়— মানবসমাজের নিচু স্তর থেকে ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজ। ব্রিটিশ সমাজের অপরাধ এবং আইনসংত্র(ান্ত ব্যাপারগুলিকে উপরতলা থেকে আলোচনা না করে, একেবারে নিম্নতম স্তরের অবস্থা বি(ে-ষণ করে সমস্যাগুলিকে দেখাবার চেষ্টায় তিনি নিযুক্ত(ছিলেন।

থম্পসনের সমালোচকরা অবশ্য বলেছিলেন, তিনি তথ্য বা evidence-কে যথাযথ গু(ত্ব দেননি, এবং অনেক সময়েই প্রচলিত মতামত (heresay) আর অনুমানের উপর ভিত্তি করে লিখে গেছেন, এবং শ্রেণীসংজ্ঞার সম্পর্কে তাঁর বি(ে-ষণ প্রকৃতপ(তাঁর ব্যক্তি(গত সিদ্ধান্ত। কিন্তু মনে রাখা দরকার, ই. পি. থম্পসন বলে গেছেন শিল্পবিপ-বের ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় এমন অনেক অসুস্থতা আছে, যা চেষ্টা করলে এখনও সারানো যায়। কারণ পরিবর্তন (Evolution) কখনোই শেষ হয় না। *The Obsever* পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী ৪,১৯৭৯) তিনি বলেছেন, লেবার পার্টির একজন মার্কসপন্থী সদস্য হিসেবে, তিনি সর্বদাই এমন এক রাজনীতি দেখতে চেয়েছেন, যেখানে তাঁর দেশে একটি সাম্যবাদী সমাজ তৈরী হবে— এমন একটি সমাজ— যেখানে বর্তমানের চেয়ে অনেক উচ্চমানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাজে এবং প্রশাসনে (''As a Marxist ... in the Labour Party I have always tried to coverage a politics that will enable us, in this country, to effect a transition to a socialist society—and a society a great deal more democratic in worth as well as in government than our present one...'')।

বহুমুখী ছিল তাঁর গণসংযোগ। কখনো ট্রাফালাগার স্কোয়ারে (Trafalgar Square)-এ ভাষণ দিয়েছেন, কখনো চেক্ (Check) দূতাবাসে ধর্না দিয়েছেন তাদের (চেকোে(-াভাকিয়া) 'জাজ' (Jazz) সঙ্গীত গোষ্ঠীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বি(দ্ধে ব্রিটেনের শান্তি প্রচেষ্টার আন্দোলন এবং পরমাণু বিরোধী আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেবার কাজে তাঁর ছিল অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

৮.৫ নতুন ইতিহাস— নিম্নবর্গের কথা (Subaltern Studies)

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ভারতের কিছু ঐতিহাসিক মার্কসীয় বি(ে-ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে নতুনভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এঁরা ইতিহাসে মার্কসীয় তত্ত্ব পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে জড়বাদী (materialistic) দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে এঁরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রভাব ও তারই চালচিত্রের প্রে(াপটে বিচার করেছেন। ইতিহাস-রচনার এই ধারাটিতে তথ্য আবিষ্কারের উপাদানগুলিকে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বি(ে-ষণ করে, বিভিন্ন প্র(ের উত্তর খোঁজা হয়েছে। শতাব্দীকাল যাবৎ ভারতীয় সমাজের যে মানবগোষ্ঠী ইতিহাসচিন্তার পর্দায় প্রতিফলিত হয়নি, তারাই এখন ইতিহাসের প্র(গুলির একমাত্র বিষয়বস্তু। এই ইতিহাসচর্চায় রাজনৈতিক সমস্যাগুলি পিছনে পড়ে গেছে, আর সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার চূড়ান্ত বি(ে-ষণ শু(হয়েছে। এই নতুন

ইতিহাসচর্চার একটি বিশেষ অংশকে বলা হয়েছে 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', যাকে অনেক পণ্ডিত বলেছেন প্রতিবাদের ইতিহাস।

বিশ শতকের আটের দশকের প্রথমেই এই 'নিম্নবর্গের (subaltern) ইতিহাস' রচয়িতাগোষ্ঠীর উত্থান হয়েছে। এই ইতিহাসতত্ত্বের বিশেষ গু(ত্ব এইখানে যে, ভারতীয় সমাজের সমী(া থেকে এর উৎপত্তি হওয়ার পর নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের চিন্তাধারা এখন লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং বিভিন্ন দেশজ সংস্কৃতির সমী(ার একটি বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। আধুনিক ভারতের ঔপনিবেশিক জাতীয় জাগরণের ইতিহাসকে ইতিপূর্বে প্রধানত ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের কর্মকাণ্ড এবং সাফল্যের ইতিহাস হিসেবে দেখা হত। এখন তার সমান্তরাল রেখায় স্থান করে নিয়েছে দরিদ্র মানুষের প্রতিবাদী ইতিহাসের কাহিনী, আর জাতীয় জাগরণে তাদের ভূমিকা।

'নিম্নবর্গের ইতিহাস' বা *Subaltern Studies* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল অধ্যাপক রণজিৎ গুহর সম্পাদনায় কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত(হয়ে। অধ্যাপক গুহ সোচ্চারে বলেছিলেন যে, ঐ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ উত্থানের কাহিনীকে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর ত্রি(য়াকলাপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা চলে না। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী ঐতিহাসিকদের মতে, ইংরেজদের ধ্যানধারণা এবং জ্ঞানচর্চার অংশীদার হয়ে তবেই ভারতীয় শি(িত বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতের জাতীয়তাবাদের উত্থান ইংরেজ শাসনেরই পরো(ফল। অন্যদিকে, ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এ প্রসঙ্গে বলেছেন, যে, দেশের শি(িত ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণী বিদেশী শাসনের বি(দ্ধে সাধারণ মানুষকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত(করে স্বাধীনতার স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। ঐতিহাসিকরা কিন্তু সাধারণ স্তরের মানুষ, যাঁরা বুদ্ধিজীবি বা 'elite' শ্রেণীর গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিশেষ অবদান রেখেছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করেননি, বা গু(ত্ব দেননি। যথা, ১৯১৯-এ 'রাওলাট' আইনের বি(দ্ধে এবং ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অংশ হিসেবে নিম্নবর্গের মানুষ যে ইংরেজদের বি(দ্ধে স্বতস্ফূর্ত অভিযানে নেমেছিল সেই কাহিনী অলিখিত এবং অনুচ্চারিত থেকে গেছে। রণজিৎ গুহ এবং তাঁর সঙ্গে সমদৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিকদের মতে, 'এলিট' (elitist) রাজনীতির পাশাপাশি নিম্নবর্গের মানুষেরা (জনতা) আগাগোড়াই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত থেকেছে এবং সেই ধারাটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি বিশেষ অংশ।

নিম্নবর্গের ইতিহাসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। 'Subaltern' কথাটির অর্থ নিম্নস্তরের কোন পদে আসীন মানুষ, এবং ঐ 'নিম্নস্তর' কোন শ্রেণী, জাত অথবা 'জেণ্ডার' (নারীবাদ)-কে বোঝাতে পারে। 'Subaltern' কথাটি নেওয়া হয়েছিল Gramschi-র রচনার একটি পাণ্ডুলিপি থেকে এবং ত্র(মশ ভারতের ইতিহাস রচনার (ত্রে সমাজের নিম্নতম স্তরের অধিবাসীদের প্রতি এই সংজ্ঞা আরোপ করা হয়। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য, রচয়িতারা মার্কসীয় তত্ত্বকে গ্রহণ করে, কৃষক শ্রেণি, কারখানার মজুর এবং উপজাতিসমূহ এবং তাদের আন্দোলনগুলি নিয়ে কাজ করেছেন। ঐ সব অতিসাধারণ মানবগোষ্ঠী তাদের অভাব-অভিযোগগুলি নিয়ে (মতাসীন শ্রেণীর বি(দ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে এরা যৌথ বিদ্রোহের মাধ্যমেই উচ্চস্তরের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে। ল(্যহীনভাবে এবং অনিশ্চয়তার সঙ্গে নয়, সচেতনভাবে, অনন্যোপায় হয়ে এবং চরমপন্থী হিসেবে এরা বারবার বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছে। দুষ্ট জমিদার, সুদখোর মহাজন, অসাধু ব্যবসায়ী, দায়িত্বহীন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং আইনজীবিদের শোষণ ও আত্র(মণের হাত থেকে তারা রেহাই পাবার চেষ্টা করেছে বিদ্রোহী আন্দোলনের মাধ্যমে। এরা পরিকল্পনামাফিক আন্দোলন করেছে, এবং বিদ্রোহী সত্তা গ্রাস করে নিয়েছে গ্রাম, কারখানা আর বনাঞ্চলের আদিবাসীগোষ্ঠীগুলিকে। এই কারণেই নিম্নবর্গের ইতিহাসরচনায় স্থান পেয়েছে ধর্ম, কুসংস্কার, দাঙ্গার প্রবৃত্তি। ঐ বিষয়গুলিকেই বি(-ষণ করে চলেছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস রচয়িতাগণ।

সাবঅল্টার্ন ইতিহাস রচনায় প্রবিষ্ট হয়েছেন ডেভিড আর্নল্ড, যিনি খুঁটিয়ে দেখেছেন অন্ধ্র প্রদেশের পাহাড়ের অধিবাসীদের বিদ্রোহের কাহিনী। মাদ্রাজ দুর্ভি((সমসাময়িক কালের) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, কি ভাবে কৃষকদের সচেতনতা আর ত্রি(য়াকলাপ তাঁদের এই সঙ্কটে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছিল। আর্নল্ড বলেছেন, ঐতিহাসিকরা প্রধানত দুর্ভি(প্রসঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কৃষক-সচেতনতার ইতিবাচক দিকটি অগ্রাহ্য করেছেন। জ্ঞান পাণ্ডে লিখেছেন ১৯১৯-২২-এর অযোধ্যার কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী এবং জাতীয়তাবাদের উপর তার প্রভাব নিয়ে। ভারত ছাড়ো (১৯৪২) আন্দোলনে নিম্নবর্গের মানুষদের ভূমিকার কথা (বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে) লিখেছেন স্টীফেন হেনিংহাম। কেউ কেউ বি(ে-ষণ করে দেখিয়েছেন ১৯৪৭-৭৮-এর মধ্যে বিহারে কৃষি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের পিছনে কৃষক অসন্তোষই ছিল প্রধান বা মুখ্য সঞ্চালক। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পিছনে ছিল কমিউনিস্টদের দ্বারা নির্ধারিত নীতি। দীনেশ চত্র(বর্তী আলোচনা করেছেন ১৮৯০-১৯৪০-এর মধ্যে পাটকল (Jute Mill)-এর শ্রমিকদের কথা। তিনি দেখিয়েছেন, পাটকলের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ত্র(মশ সাম্যবাদী এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্বর স্তরে 'elitist' দৃষ্টিভঙ্গি প্রবেশ করে, মজুর ও নেতাদের মধ্যে 'বাবু-কুলি' সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আন্দোলনের চরিত্র নষ্ট করেছিল। শহিদ আমিন-এর বক্ত(ব্য, মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তি(ত্ব ও অকর্ষণ কৃষক চেতনায় অনেকখানি প্রবেশ করতে পেরেছিল, কারণ এই কৃষকশ্রেণী ছিল দৈবশক্তি(তে বি(্বাসী, অর্থাৎ কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

গৌতম ভদ্র লিখেছেন 'The four rebels of 1857', পার্থ চ্যাটার্জির কাজ Caste and Subaltern Consciousness, আশিস নন্দী, যিনি ঠিক নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের মধ্যে পড়েন না, তাঁর একটি আলোচনা, 'The Intimate Enemy'। অনেকভাবে অনেক ঐতিহাসিক বি(ে-ষণ করে চলেছেন 'নিম্নবর্গের মানুষ'দের দৃষ্টিভঙ্গি, ত্রি(য়াকলাপ, তাদের সচেতন বিদ্রোহী ব্যক্তি(ত্ব।

নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয় নিম্নবর্গের ইতিহাস রচয়িতাগণ ভারতীয় সমাজের একেবারে শিকড়ে গিয়ে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। এমনকি মার্কসীয় তত্ত্বের গণ্ডির বাইরেও তাঁরা শ্রেণী-সত্তা সম্পর্কে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, 'নিম্নবর্গীয়' ইতিহাস তত্ত্ব শেষ বি(ে-ষণে ইতিহাসরচনার একটি অংশবিশেষ হিসেবে চিহ্নি(ত হতে পারে, সার্বিক সামাজিক ইতিহাসে পৌঁছতে পারে না। এই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বুদ্ধিজীবিদের সম্বন্ধে একটি নেতিবাচক ধারণা প্রবেশ করেছে, তাই জনতার বি(ো ভের বাইরে বিরাট ইতিহাসের গণ্ডিকে এই ইতিহাসবিশারদরা এড়িয়ে গেছেন। কতকগুলি খণ্ড ইতিহাসের বাইরে, সুবৃহৎ এবং সুসংহত ইতিহাসে পৌঁছতে পারেননি। তথাপি, একথা অস্বীকার করা চলে যে, অবহেলিত মানুষদের সম্পর্কিত তথ্য এবং তাঁদের সংগৃহীত 'নিম্নবর্গের' ইতিহাসরচয়িতাগণ ইতিহাসের প্রে(াপটে এনে উপস্থিত করেছেন, বহুদিনের অন্ধকারে জমে থাকা অজানা, অচেনা ইতিহাসকে এঁরা লোকচ(ুর সামনে উপস্থিত করেছেন। সচেতনভাবে সমাজের সমস্ত অংশকে যা না কি অপাংক্তে(য় বলে বিবেচনা করা হত— বি(ে-ষণ করে ইতিহাস রচনা করতে শিখিয়েছেন এই 'Subaltern' গোষ্ঠির ইতিহাসবিদগণ।

৮.৬ অনুশীলনী

১. শ্রমজীবি মানুষের ইতিহাস রচনায় ই.পি. টমসন কিভাবে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন?

২. ব্রিটেনের সামাজিক ইতিহাস রচনায় ত্রি(স্টোফার হিলের অবদান কি ছিল?

৩. বামপন্থী ঐতিহাসিক এরিখ হবস্‌বম্‌কে ব্রিটেনের ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম বলা সঙ্গত কিনা আলোচনা ক(ন।

৪. নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা ক(ন।

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Meenaxi Phukan — Rise of the Modern West.
2. David Thompson — Europe Since Napoleon.
3. Eric Hobsbawn — Industry and Empire ; The Age of Revolution, 1789-1848.
4. E.P. Thompson — The English Working Class.
5. Christopher Hill—The Centurey of Revolution.
6. E. Sreedharan— A Textbook of Historiography.
7. চিত্রা অধিকারী— আধুনিক ইউরোপ, বিন্যাস ও বিবর্তন (১৭৮৯-১৯১৯)
8. Communist Manifesto — Marx and Engels.